পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 202 Saturday, 22 June, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ২০২ সংখ্যা ✱ ৭ আষাঢ়, ১৪৩১, শনিবার, ২২ জুন, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

বিজেপি নেতারা আমলাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জুনঃ বাইরে থেকে সবটা বোঝা যাচ্ছে কী? হয়তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু নবান্নের অন্দরে ঢুঁ মারলে বোঝা যাবে লোকসভা ভোটের পর থেকে প্রশাসনের মধ্যে থরহরি চলছে। কারণ, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়! লোকসভা ভোটে বাংলায় বিপুল সাফল্য পেয়েছে তৃণমূল। মমতা মনে করেন, বিষ্ণুপুর, বালুরঘাট সহ আরও অন্তত পাঁচটা সিট জিততে পারত তাঁর দল। তবে সামগ্রিক ভাবে তৃণমূলের ভোট শতাংশ বাড়াতেও যেন অক্সিজেন পেয়েছেন তিনি। আর তার পর যেভাবে প্রশাসনের রশি শক্ত হাতে টেনে ধরা শুরু করেছেন, তাতে উদ্বেগের স্রোত বইছে নবান্ন থেকে জেলা সদরে। নবান্নের এক শীর্ষ কর্তার কথায়, প্রশাসনের মধ্যে অনেক আমলা ও পুলিশ কর্তার ছোঁকছোঁক বাতিক বহুদিনের। এবার লোকসভা ভোটের আগে প্রশাসনের অনেক অফিসার ধরে নিয়েছিলেন বাংলায় বিজেপি হয়তো স্যুইপ করবে। চব্বিশ-পঁচিশটা আসন পেয়ে যাবে। অভিযোগ হল, এঁদের অনেকেই তলে তলে বিজেপি নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছিলেন। কারণ, তাঁরা মনে করছিলেন লোকসভায় ভরাডুবি হলে বাংলায় পালাবদল অনিবার্য। কিন্তু ফল হয়েছে উল্টো। বরং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এখন 'খবর আছে' কে কার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন। বৃহস্পতিবার নবান্নে আমলা ও পুলিশ কর্তাদের নিয়ে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী পরিষ্কার করে বলেন, ''বিজেপির মুখ্যমন্ত্রীরা সরাসরি এখানকার জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারের সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমার কাছে সব খবর আছে। পুলিশের অনেকেই অ্যাকটিভ ছিলেন না।'' বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী পষ্টাপষ্টি জানিয়ে দিয়েছেন, এবার রেজাল্ট দিতে হবে। কলকাতা, হাওড়া, বিধাননগর ও রাজারহাটের বিস্তীর্ণ এলাকা বেআইনিভাবে জবরদখল হয়ে রয়েছে। সেখান থেকে দ্রুত উচ্ছেদ করতে হবে। শুধু একথা বলেই থেমে থাকেননি মুখ্যমন্ত্রী। কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল, অর্থ

সচিব মনোজ পন্থ, এডিজি আইনশৃঙ্খলা মনোজ ভার্মা এবং সিনিয়র আইএএস অফিসার প্রভাত মিশ্রকে নিয়ে কমিটি গঠন করে দিয়েছেন মমতা। সেই সঙ্গে তাঁদের পই পই করে জানিয়েছেন, কবে কোথায় জবরদখল তুলে জমি নিয়ে নেওয়া হবে তা যেন গোপন রাখা হয়। কারণ, সর্ষের মধ্যেই ভূত রয়েছে। প্রশাসনের মধ্যে অনেক অফিসার রয়েছে, যাঁরা আগে খবর পেলে অন্তর্ঘাত করতে পারেন। নবান্ন সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর তৎপরতা শুরু হয়েছে। যুদ্ধকালীন ক্ষিপ্রতায় জমি চিহ্নিত করা হচ্ছে। সব ঠিক ঠাক থাকলে এ মাসের শেষে বা জুলাই মাসেই অপারেশন শুরু হয়ে যেতে পারে। সূত্রের মতে, মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন, কলকাতা, সল্টলেক ও হাওড়ায় জবরদখলের নেপথ্যে শাসক দলের একাংশ কাউন্সিলর তথা নেতারও হাত রয়েছে। তাঁদের সঙ্গে জুড়েছেন পুরসভার একাংশ কর্মী ও অফিসার। আর পুলিশের কিছু অফিসার। দেখা যাচ্ছে, বাংলার বাইরে থেকে লোক এসে জমি জবরদখল করে নিচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, এতে কলকাতার আইডেনটিটি তথা চরিত্রই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকেও দুষেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর মতে, পুর মন্ত্রী জবরদখলের উপর নজর রাখেননি। আবার বিধাননগরে সরকারি জমিতে লোক বসানো নিয়ে সরাসরি দমকল মন্ত্রী সুজিত বসুকে দায়ী করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্ন সূত্রে এও খবর যে, জমি মাফিয়াদের রমরমা নিয়ে যারপরনাই রেগে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কারণ, তিনি মনে করছেন, এ ব্যাপারে জেলা শাসকদেরও গা ছাড়া ভাব রয়েছে। বার বার বলা সত্ত্বেও কথা কানে তুলছে না। তবে এবার একটা হেস্তনেস্ত করতে চাইছেন তিনি। ভোটের পর ইতিমধ্যে প্রশাসন ও পুলিশে রদবদল শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু সবটা করে ফেলেননি। আরও তাৎপর্যপূর্ণ হল, পুলিশ ও প্রশাসনের কিছু অফিসার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও আস্থার সম্পর্ক তৈরি করেছেন। কিন্তু এই রদবদলের সময়ে অভিষেক নিজেকে কিছুটা গুটিয়ে রেখেছেন। চিকিৎসার কারণে তিনি কিছুটা বিরতি নিয়েছেন। তার ফলে প্রশাসনের মধ্যেও কেউ কেউ বুঝতে পারছেন না তাঁর কোথায় পোস্টিং হতে চলেছে বা কী পদ পেতে চলেছেন। মুখ্যমন্ত্রীও তাঁর হাতের তাস লুকিয়ে রেখেছেন। এবং খুবই দৃঢ়তার সঙ্গে পদক্ষেপ করছেন বলেই খবর।

'হকার বসবে, তা বলে বেলাগাম হবে কেন?' কড়া বার্তা ফিরহাদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জুনঃ বৃহস্পতিবার নবান্নে বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুরপ্রধান থেকে বিভিন্ন দফতরের সচিব, পুলিশ প্রশাসন, সকলকে নিয়েই বসেন বৈঠকে। সেখানে কলকাতায় জমি দখল নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন মমতা। প্রশ্ন তুলেছিলেন, সরকারি জমি নিয়েও। শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জমি বিতর্ক নিয়ে কড়া বার্তা দেন কলকাতার মেয়র তথা রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। ফিরহাদ বলেন, ''কলকাতায় কোনও আনএসেসড প্রপার্টি রাখা হবে না। প্রয়োজনে কলকাতা পুরনিগমের নামে সম্পত্তির নামকরণ করা হবে।'' ফিরহাদের কথায়, ''মালিকানা নেই এমন সম্পত্তি সরকারের প্রপার্টি। পরে মালিকানা তৈরি করিয়ে একটা অসাধু প্রোমোটিং গ্রুপ নিজেদের নামে করে নেয়। তা বন্ধ করার উদ্যোগ আমরা নিয়েছি। আনএসেসড প্রপার্টি আপাতত সবই কেএমসির নামে অ্যাসেস করা হবে। সত্যি মালিকানা থাকলে সে দলিল এনে দেখিয়ে নিজের নামে করিয়ে নেবে।'' কলকাতার ফুটপাত দখল নিয়েও অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এ নিয়ে ফিরহাদ বলেন, ''বেকার ছেলেরা হকারি করবেন, এটা ঠিকই আছে। কিন্তু তার মানেই নোংরা করব, সব জায়গা দখল করব, এটাও মেনে নেওয়া যাবে না। কিছু কিছু জায়গায় ফুটপাত দখল করে নিয়ম মেনে ব্যবসা করছেন। আবার অনেক জায়গায় ফুটপাত দখল করে থাকলেও পিছনের বাড়িতে যাওয়া যায় না। এমনকী সেখানে আগুন লাগলেও সমস্যায় পড়তে হয়। হকার বসবে। তা বলে বেলাগাম হবে কেন? জবর দখল সরাতে হবে কলকাতায়।'' সরকারি জমি জবরদখল নিয়ে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী শুক্রবারই পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করে দেন। জবরদখল রুখতে কাজ করবে এই কমিটি। সেখানে রয়েছেন শীর্ষ আমলারা। তাঁরা পলিসি তৈরি করবেন। কমিটিতে রয়েছেন মনোজ পন্থ, প্রভাত মিশ্র, মনোজ ভার্মা, বিনীত গোয়েলরা। জলাজমি নিয়েও এদিন ফিরহাদ হাকিম বলেন, ''রাজপুর-সোনারপুর সহ একাধিক জায়গায় জলাজমি দখল করে বেআইনি নির্মাণ হয়ে যাচ্ছে।'' কলকাতার মেয়রের কথায়, তা ভাঙা হচ্ছে ঠিকই। তবে এই বিষয়গুলি পরিবেশ দফতরের আওতাধীন। তারা আলাদা টিম করে নজরদারি চালাক, পরামর্শ ফিরহাদের।

নিট ইস্যুতে রাজপথে বিক্ষোভ কংগ্রেসের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জুনঃ ডাক্তারির প্রবেশিকা পরীক্ষা নিটে বেনিয়মের অভিযোগ তোলপাড় গোটা দেশ। এসবের মধ্যেই আবার বাতিল হয়েছে জুন মাসের ইউজিসি-নেট পরীক্ষা। জোড়া পরীক্ষা ইস্যুকে হাতিয়ার করে এবার অধীররঞ্জন চৌধুরীর নেতৃত্বে কলকাতার রাজপথে প্রতিবাদে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব। মৌলালিতে অধীর চৌধুরীর নেতৃত্বে বিক্ষোভ দেখান কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা। হাতে কালো পোস্টার, তাতে লেখা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি এনটিএ চেয়ারম্যান প্রদীপকুমার জোশীর পদত্যাগের দাবি। কংগ্রেসের দাবি, 'অসঙ্গতিপূর্ণ' নিট পরীক্ষা বাতিল করে করে পুনরায় পরীক্ষা নিতে হবে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের কুশপুতুল দাহ করে প্রতিবাদ দেখান কংগ্রেস কর্মীরা। শুক্রবারই কলকাতায় বৈঠকে বসেছিল প্রদেশ কংগ্রেস। এদিনের বর্ধিত সভায় শেষে সাংবাদিক বৈঠকে নিট পরীক্ষা ইস্যুতে হাতিয়ার করে কেন্দ্রকে একহাত নিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। অধীর চৌধুরী বলেন, ''প্রচুর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আত্মহত্যা করেছে। দেশ জুড়ে ৭৬ হাজার কোটি টাকার কোচিং ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হয়েছে। দুর্নীতির পথে গিয়ে আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলা হয়েছে। বড় দুর্নীতির একটা চক্র চলছে।'' শুধু কলকাতা শহরেই নয়, ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষায় বেনিয়মের অভিযোগ তুলে শুক্রবার গোটা দেশব্যাপী প্রতিবাদে নেমেছে কংগ্রেস নেতৃত্ব।

'রাষ্ট্রনেতারাও আমার কাছে যোগাসন নিয়ে জানতে চান'

শ্রীনগর, ২১ জুনঃ আজ শ্রীনগরে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জম্মু ও কাশ্মীরের রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে ডাল লেকের তীরে যোগ দিবস উপলক্ষে ভাষণ দেন মোদি। সেখানে তিনি বলেন, ''যোগ সমাজে পরিবর্তনের নতুন রাস্তা তৈরি করছে। যোগব্যায়ামের মাধ্যমে আমরা বিশ্বে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারি। যোগ একটি বিজ্ঞান। আজ সেনাবাহিনী থেকে শুরু করে ক্রীড়া ক্ষেত্রে যোগব্যায়ামকে সামিল করা হয়েছে। মহাকাশচারীদেরও যোগাসনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এতে কর্মক্ষমতা বাড়ে। যোগাসন আমাদের শরীর ও মনকে শক্তিশালী করে তোলে। যোগ আমাদের ভালোভাবে বাঁচতে শেখায়।'' শ্রীনগরের ডাল লেকের পাশে শের-ই-কাশ্মীর ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেন্টারে আয়োজিত যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শ্রীনগরে যোগ দিবস উপলক্ষে ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি বলেন, ''বিগত ১০ বছরে, যোগব্যায়ামের সম্প্রসারণের ফলে এই বিষয়ে সাধারণ মানুষের ধারণাগুলির পরিবর্তন ঘটেছে...আজ, বিশ্ব একটি নতুন যোগ অর্থনীতির উত্থানের সাক্ষী। ভারতে, ঋষিকেশ এবং কাশী থেকে কেরল পর্যন্ত, আমরা যোগ ট্যুরিজমের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা লক্ষ্য করছি। যোগ সেন্টারের পাশাপাশি যোগ রিট্রিট, রিসর্ট তৈরি হচ্ছে। আন্তর্জাতিক পর্যটকরা যোগ অভিজ্ঞতার সন্ধানে ভারতে ভিড় করছেন... ব্যক্তিগত যোগ প্রশিক্ষকদের ফিটনেস রুটিনের জন্য খোঁজ বাড়ছে... কোম্পানিগুলিতেও যোগাসন নিয়ে প্রোগ্রাম করা হচ্ছে। যোগাসনের জন্য আলাদা পোশাকের ব্যবসা দারুণ চলছে। এই বিষয়গুলি তরুণদের জন্য নতুন পথ খুলে দিয়েছে। নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ দিয়েছে।'' এদিকে যোগ দিবস পালনের সূচনা প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণা করে মোদি বলেন, ''যোগ ও সাধনার ভূমি কাশ্মীরে আসতে পেরে আমি ধন্য। যোগ থেকে যে শক্তি পাওয়া যায়, তা অনুভব করতেই শ্রীনগরে এসেছি আমি। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ১০ বছর পূরণ করেছে। ২০১৪ সালে আমি রাষ্ট্রপুঞ্জে যোগ দিবসের প্রস্তাব দিয়েছিলাম। ১৭৭টি দেশ এই প্রস্তাবে সমর্থন করেছিল। এটা রেকর্ড ছিল।'' মোদির কথায়, ''গত বছর আমি রাষ্ট্রপুঞ্জের সদর দফতরে যোগ দিবসের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। আজ গোটা বিশ্বে যোগাসন অভ্যাস করা মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। সৌদি আরবে শিক্ষা ব্যবস্থাতেও সামিল করা হয়েছে যোগকে। জার্মানিতে আজ দেড় কোটির বেশি মানুষ যোগাব্যায়াম করেন। এখন সমস্ত রাষ্ট্রনেতারাই আমার কাছে যোগাসন নিয়ে প্রশ্ন করেন। তাঁরা আগ্রহ নিয়ে এই বিষয়ে জানতে চান আমার থেকে।''

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি রাজ্যপাল বোসের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জুনঃ ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনায় উদ্বিগ্ন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। অবিলম্বে বাংলায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে এবার মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশ মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখলেন রাজ্যপাল। রাজভবন সূত্রের খবর, চিঠিতে ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে রাজ্যপাল লিখেছেন, 'পুলিশকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে বলুন। ভোট মিটলেও জেলায় জেলায় হিংসার ঘটনা ঘটে চলেছে।' ইতিমধ্যে ঘরছাড়া ইস্যুতে মামলা গড়িয়েছে কলকাতা হাইকোর্টেও। বাহিনীকে আপাতত আরও পাঁচদিন রাজ্যে রাখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এমন পরিস্থিতিতে রাজ্যপালের চিঠির প্রসঙ্গটি প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীর পরামর্শ, ''মুখ্যমন্ত্রীর পরিবর্তে এ ব্যাপারে রাজ্যপালের উচিত রাষ্ট্রপতিকে চিঠি লিখে বাংলার মানুষের জন্য নিরাপত্তা চাওয়া।'' বিজেপি নেতা সজল ঘোষের কথায়, ''বাংলায় সরকার বদল না হলে এই ধরনের সন্ত্রাসের পরিবেশ কখনও বন্ধ হবে না।'' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, ''রাজ্যপাল যাঁকে চিঠি লিখেছেন, সেই মুখ্যমন্ত্রীর দলই তো সন্ত্রাসে অভিযুক্ত! ফলে এখানে ভাল কিছু আশা করা মুর্খামি।'' পাল্টা প্রতিক্রিয়া ধেয়ে এসেছে শাসক শিবির থেকেও। তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, ''বিজেপির গুডবুকে থাকার জন্য রাজ্যপাল এগুলো করছেন। আসলে কুৎসা করেও ভোটে জিততে না পেরে বিরোধীরা সন্ত্রাসের মিথ্যে কান্না কাঁদছে। আর তাতে পূর্ণ মদত জোগাচ্ছেন রাজ্যপাল।'' কয়েকদিন আগে ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনায় ঘরছাড়াদের নিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেছিলেন বিরোধী দলনেতা। সেই সময় ঘরছাড়াদের সঙ্গে কথা বলার পর রাজ্যপাল অভিযোগ করেছিলেন, বাংলার গণতন্ত্র বিপন্ন। নিরীহ মানুষকে বন্দুকের নলের সামনে দাঁড় করানো হচ্ছে। এরপরই রাজভবন থেকে রাজ্যের পুলিশকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এমনকি এ ব্যাপারে একটি সংবাদসংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রাজ্যপাল বোস একথাও বলেছিলেন, যে রাজভবনে রাজ্যের পুলিশ থাকায় তিনি নিজের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন।

রাজ্যের মুখ্যসচিবের প্রশংসায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু, দিলেন 'পরামর্শ'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জুনঃ এবার মুখ্যসচিব বিপি গোপালিকার উদ্যাগের প্রশংসা শোনা গেল বিরোধী দলনেতা তথা নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারীর গলায়। সম্প্রতি মুখ্যসচিব নির্দেশ দিয়ে বিভিন্ন সরকারি দফতরের দখল হওয়া জমির তালিকা চেয়েছেন। আর তাই নিয়ে প্রশংসা করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন শুভেন্দু অধিকারী। অবশ্য এরই সঙ্গে ছিল কটাক্ষ এবং পরামর্শ। শুভেন্দু নিজের সোশ্যাল মিডিয়া বার্তায় লেখেন, 'তৃণমূল ও তার শাখা সংগঠন কোথায় কত সরকারি জমি বেআইনিভাবে দখল করে রেখেছে তা যেন উল্লেখিত থাকে তালিকায়।' আবার সঙ্গে তাঁর পরামর্শ, 'রোহিঙ্গারা বাংলায় কতখানি জমি জবরদখল করে রেখেছে তাও খতিয়ে দেখা উচিত।' উল্লেখ্য, সম্পিত রাজ্য সরকারের অধীনে থাকা সব দফতরের প্রধান এবং জেলাশাসকদের নিজের এলাকায় জবরদখল হওয়ে থাকা সরকারি জমির তালিকা তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যসচিব বিপি গোপালিকা। ২১ জুন, আজকের মধ্যে সেই তালিকা আন্ডার সেক্রেটারিকে মেল করে দেওয়ার কথা বিভাগীয় প্রধান এবং জেলাশাসকদের। উল্লেখ্য, সরকারি কর্মীদের নিয়ে নবান্নের বৈঠকে জমি দখল ইস্যুতে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিতে নবান্নে অনুষ্ঠিত বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, সরকারি কর্মীদের মধ্যে দুর্নীতির ঘুঘুর বাসা রয়েছে। তা ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ দেন মমতা। এর আগে সন্দেশখালি থেকে শিলিগুড়িতে রামকৃষ্ণ মিশনের ঘটনায় বঙ্গ রাজনীতিতে জোর ঝড় উঠেছিল। এই আবহে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতির বৈঠকে নির্দেশ দিলেন, কলকাতায় জমি মাফিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। একই সঙ্গে বিধাননগরেও জমি দখল হয়ে যাওয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি নাকি বলেন, ''কিছু কিছু অফিসার টাকা খাচ্ছেন।'' এদিকে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের জমিতে বেআইনিভাবে গড়ে তোলা হয়েছিল দলীয় কার্যালয়। সেই কার্যালয় ভাঙার নির্দেশ দেয় কলকাতা হাই কোর্ট। তা নিয়েও সাম্প্রতিক সময়ে চর্চা শুরু হয়েছিল। এরই মাঝে জবরদখল হওয়া সরকারি জমির তালিকা তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যসচিব। আর তা নিয়ে প্রশংসা শোনা গেল শুভেন্দুর গলায়।

তিন ফৌজদারি আইন অবিলম্বে প্রত্যাহার হোক, ভোট মিটতেই মোদিকে চিঠি মমতার

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ২১ জুনঃ লোকসভা ভোট মিটতেই এবার কেন্দ্রের উপর চাপ বাড়াল রাজ্য সরকার। বিগত লোকসভায় পাস হওয়া তিন ফৌজদারি আইন অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হোক, সেই আবেদন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি পাঠালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবারই নবান্নে পি চিদম্বরমের সঙ্গে বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সূত্রের খবর, নবান্নের সেই বৈঠকের পরই এই চিঠি লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, যে সময়ে এই তিনটি বিল পাস করানো হয়েছিল, সেই সময় সংসদের উভয় কক্ষেই লোকসভা ও রাজ্যসভায় তুমুল হই হট্টগোলের ছবি ধরা পড়েছিল। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়েছিল, ১৪৬ জন সাংসদকে সেই সময় সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়েছিল। সেই ঘটনাও প্রধানমন্ত্রীকে পাঠানো চিঠিতে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উল্লেখ্য, গত বছর সংসদে পাশ হয়েছিল ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ২০২৩, ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম ২০২৩ এবং ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ২০২৩। প্রধানমন্ত্রীকে পাঠানো চিঠিতে মমতা লিখেছেন, গত বছরের ডিসেম্বরে পাশ হওয়া ওই তিনটি বিল অধিবেশনে একপ্রকার কোনও

বিতর্ক-আলোচনা ছাড়াই পাস করানো হয়েছিল। লোকসভা থেকে প্রায় ১০০ সাংসদকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল। উভয় কক্ষ মিলিয়ে ১৪৬ জন সাংসদ। তিন পাতার ওই চিঠিতে মমতার দাবি, যেভাবে বিলগুলি পাশ করানো হয়েছে, তা গণতন্ত্রের 'কালো অধ্যায়'। এমন অবস্থায় তাই ওই তিনটি বিলের নতুন করে সংসদীয় পর্যালোচনার আবেদন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত, এই তিনটি বিল যখন সংসদে পেশ হয়, তখন কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, ডিএমকে-সহ একাধিক বিরোধী দল এর তীব্র বিরোধিতা করেছিল। তাদের বক্তব্য ছিল, এই তিন ফৌজদারি বিলে বেশ কিছু জায়গায় পুরনো আইনকেই 'কপি পেস্ট' করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার যে ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্তির কথা বলছে, কিন্তু এই বিলগুলিতে সেই ঔপনিবেশিক ধ্যান-ধারনাকেই আঁকড়ে ধরে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ বিরোধীদের। প্রসঙ্গত তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সময়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকেও চিঠি পাঠিয়েছিলেন। নতুন ফৌজদারি আইন নিয়ে যাতে তাড়াহুড়ো না করা হয়, এবং সকলের সঙ্গে আলোচনা করে একটি ঐক্যমতে আসা যায় সেই বার্তা দিয়েছিলেন মমতা। প্রসঙ্গত, এবারের লোকসভা ভোটে বাংলা থেকে আরও আসন বাড়িয়েছে তৃণমূল। জাতীয় রাজনীতির পরিসরে বিরোধী শিবিরে আরও গুরুত্ব বেড়েছে তৃণমূলের। এমন অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী মোদিকে পাঠানো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই চিঠি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

সরকারি জমি জবরদখল করলে আর নিস্তার নেই, আটঘাট বেঁধে নামছে নবান্ন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জুনঃ সরকারি জমি জবরদখলের অভিযোগ নিয়ে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সরকারি জমি জোর করে দখল করে নেওয়া ঠেকাতে পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করল রাজ্য সরকার। কমিটিতে রয়েছেন রাজ্য সরকারের শীর্ষ আমলারা। মনোজ পন্থ, প্রভাত মিশ্র, মনোজ ভার্মা, বিনীত গোয়েলদের নিয়ে ওই কমিটি সরকারি জমি দখল রুখতে পলিসি তৈরি করবেন বলে জানা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার প্রশাসনিক বৈঠকেও সরকারি জমি-বাড়ির প্রসঙ্গ উঠে এসেছিল। প্রচুর সরকারি জমি ও বাড়ি অব্যবহৃত হয়ে পড়ে রয়েছে, সেই বিষয়টি গতকাল নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকে উঠে এসেছিল বলে সূত্রের খবর। তার আগে রাজ্যের মুখ্যসচিব বি পি গোপালিকা বুধবারই রাজ্যের সব দফতরের প্রধান ও জেলাশাসকদের নিজেদের এলাকায় সরকারি জমির তালিকা তৈরি করার জন্য। জানা যাচ্ছে, গত ১১ তারিখ প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছিলেন সব সরকারি জমির তালিকা তৈরির জন্য। সেই মতোই মুখ্যসচিব সব দফতরের প্রধান ও জেলাশাসকদের এই নির্দেশ দেন। সেখানে বলা হয়েছিল, ২১ জুনের মধ্যে আন্ডার সেক্রেটারিকে মেল মারফত তালিকা জানাতে হবে। কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমও এদিন জানিয়েছেন, কিছু জায়গায় জলাশয় দখল হয়ে অবৈধ নির্মাণ গজিয়ে উঠছে। পুরনিগম খবর পেলেই সেগুলি ভেঙে দিচ্ছে। এই জমিগুলি আসলে পরিবেশ মন্ত্রকের অধীনে। তাদের নিজেদের একটি টিম থাকা দরকার। কলকাতা পুরনিগমের বাইরেও শহর লাগোয়া কিছু জায়গাতেও জলাজমি দখল হয়ে যাচ্ছে। প্রশাসনকে ও পুলিশকে এটা দায়িত্ব নিয়ে দেখতে হবে। তবে কেএমডিএ-র যা জমি দখল হয়েছিল বলে অভিযোগ, সেগুলি প্রায় পুরোটাই পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছেন ফিরহাদ।

প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা অধীরের! এবার কোন পথে?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জুনঃ লোকসভা ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন। এবার প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতির পদও ছেড়ে দিলেন অধীর চৌধুরী। খবর সূত্রের। তবে তিনি নিজে এনিয়ে সরসারি কিছু জানাননি। তবে তিনি জানিয়েছেন যে তিনি অস্থায়ী সভাপতি। বহরমপুরের পাঁচবারের কংগ্রেস সাংসদ। সেই অধীর জমানায় কি এবার ইতি পড়তে চলেছে? এবার অধীরের রাজনৈতিক অবস্থান ঠিক কী হয় সেটাই দেখার। এদিকে সূত্রের খবর কিছুদিন আগেই তিনি হাই কমান্ডের কাছে তাঁর ইস্তফাপত্র পাঠিয়েছিলেন। সেই ইস্তফাপত্র গৃহীত হয়েছে বলেও খবর। কিন্তু কেন অধীর ইস্তফা দিলেন? তবে কি হাই কমান্ডের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ার কারণেই সরে গেলেন অধীর? নাকি পরাজিত হওয়ার পরে ভেতর ভেতর ভেঙে যাচ্ছিলেন অধীর। তার জেরেই বাংলায় নুয়ে পড়া কংগ্রেসকে আর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় এটা বুঝেই কি সরে গেলেন অধীর? তবে কংগ্রেসের তরফে এনিয়ে নির্দিষ্টভাবে কিছু জানানো হয়নি। একটি সংবাদ চ্যানেলের প্রতিবেদন অনুসারেও বিষয়টি জানা গিয়েছে। এদিকে শুক্রবার কলকাতায় প্রদেশ কংগ্রেসে বৈঠক হয়েছিল। সেই বৈঠক শেষে অধীর বলেছিলেন, ''আমি প্রদেশ কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি। মল্লিকার্জুন খাড়গে যেদিন থেকে সর্বভারতীয় সভাপতি হয়েছেন সেদিন থেকে তো দেশে আর কোনও রাজ্যে সভাপতি হয়নি। এবার যখন করবে তখন দেখতে পারবেন আপনারা। আমি তো

অস্থায়ী সভাপতি।'' তবে কি দলের প্রতি অভিমানী অধীর? রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, তৃণমূলের গ্রাস থেকে দলকে রক্ষা করতে চেষ্টার কোনও কসুর করেননি অধীর। কিন্তু সেই অধীরই এবার ক্যাপ্টেনের পদ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন বলে খবর। কার্যত অধীর জমানায় এবার ইতি পড়তে চলেছে বলে খবর। বাংলায় কংগ্রেসের অন্যতম বড় অবলম্বন ছিলেন অধীর। সংকটের দিনে দলের পতাকাটা ধরে রেখেছিলেন। দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তৃণমূলের কাছে মাথানত করেননি। কিন্তু আজ তিনি সংকটে। সভাপতি পদ ছাড়লেন অধীর। খবর সূত্রের। এদিকে সম্প্রতি মল্লিকার্জুন খাড়গের সঙ্গে তাঁর কিছুটা মতানৈক্য তৈরি হয়েছিল বলে খবর। তবে বিষয়টি বেশি দূর এগোয়নি। তবে এবার পরাজয়ের পরেও অধীর নিশানা করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনি জানিয়েছিলেন, ''মমতা দাঙ্গাবাজ। দাঙ্গা করে আমাকে হারানো হয়েছে। রামনবমী পর্যন্ত সব ঠিক ছিল। তারপর দাঙ্গা করিয়ে ভোটের মেরুকরণ করানো হয়েছে। তথ্য দিয়ে প্রমাণ দেব।'' দাঙ্গার কথা প্রকাশ্যে বলা বিধায়ক নিজেই স্বীকার করেছেন যে তিনি চারবার মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করেছিলেন। সেই সঙ্গেই তিনি মমতাকে নিশানা করে বলেন, ''সাহস থাকলে অস্বীকার করুন। সেই সঙ্গেই রাহুল গান্ধিকে লোকসভার বিরোধী দলনেতা করার দাবি জানিয়েছেন তিনি। কারণ মোদির বিরুদ্ধে রাহুল গান্ধিই যে বিকল্প সেটা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। দাবি অধীর চৌধুরীর। এবার সেই অধীরই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদ ছাড়লেন বলে খবর।

যোগ সমস্ত রোগের একমাত্র নিরাময়ঃ যোগগুরু রামদেব

হরিদ্বার, ২১ জুন ঃ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষ্যে যোগ অনুশীলন করলেন যোগগুরু বাবা রামদেব। যোগ অনুশীলনের গুরুত্বও তুলে ধরলেন তিনি। যোগগুরু বাবা রামদেব বলেছেন, যোগ হল সমাজের সমস্ত রোগ ও সমস্যার নিরাময়।শুক্রবার গোটা দেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপিত হয়েছে। দেশের নানা প্রান্তে বহু মানুষ যোগ অনুশীলন করেন। উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারে যোগ অনুশীলন করেন রামদেব। বিপুল সংখ্যক মানুষকে যোগ অনুশীলনে নেতৃত্ব দেন তিনি। রামদেব বলেছেন, আমি প্রত্যেককে প্রতিদিন যোগ অনুশীলন করার আহ্বান জানাই...গত ১০ বছরে যোগ অনেক উন্নতি করেছে।

কুমির দর্শন হাওড়ার গঙ্গায়, নিষেধাজ্ঞা স্নানে

নিজস্বসংবাদদাতা,হাওড়াঃ হাওড়া সংলগ্ন গঙ্গায় কুমিরের আতঙ্ক। সম্প্রতি হাওড়ার সাঁকরাইলের পাঁচপাড়া পঞ্চায়েত এলাকার গঙ্গায় একটি কুমিরকে ভাসতে দেখা যায়। তারপরই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। প্রশাসনের তরফে গঙ্গায় নামার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কুমিরটিকে প্রথম গঙ্গায় গঙ্গায় ভাসতে দেখা যায় গত মঙ্গলবার। তারপর বুধবার থেকে একাধিকবার দেখা যায়। বিষয়টি জানাজানি হতেই গঙ্গার পাড়ে ভিড় হতে শুরু হয়ে যায়। ফোনে কুমিরের ছবি তুলতে উৎসাহী জনতা আসতে শুরু করেছিল বিভিন্ন জায়গা থেকে। তবে এরপর থেকেই আতঙ্গের সঞ্চায় হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের মনে। বহু মানুষ গঙ্গায় স্নান করতে অথবা পুজোর কাজে নামেন। তারপর থেকেই আতঙ্গে একপ্রকার খালি হয়ে যায় এন সি পাল, পোদরা ঘাট, রাধাগোবিন্দ ঘাট, রাজগঞ্জ জেটিঘাট। প্রশাসনের পক্ষ থেকেও এই ঘাটগুলিতে স্নান সহ অন্যান্য কাজ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

শনিবার দুপুর থেকে জল বন্ধ হাওড়ায়, ভোগান্তির আশঙ্কা!

হাওড়া, ২১ জুন ঃ পাইপলাইনের কাজের জন্য জল সরবরাহ ব্যাহত হবে হাওড়া শহরে। ইতিমধ্যেই এই মর্মে নির্দেশিকা জারি করেছে হাওড়া পুরসভা। তাতে বলা হয়েছে, ২২ জুন শনিবার পদ্মপুকুর জল প্রকল্পে পাইপলাইনের সংযোগস্থলে ফাটল মেরামতির কাজ হবে। তার জন্য ওই দিন দুপুর ১২টা থেকে জল সরবরাহ বন্ধ থাকবে। পরদিন, রবিবার সকাল ৬টা থেকে স্বাভাবিক হবে জল পরিষেবা। দীর্ঘ সময় জল পরিষেবা বন্ধ থাকার ফলে সাধারণ মানুষের সমস্যা হবে তা বলাই বাহুল্য।

হাওড়ার বোটানিক্যাল গার্ডেনে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন

হাওড়া, ২১ জুন ঃ শুক্রবার গোটা দেশ জুড়ে সাড়ম্বরে পালিত হল আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। দেশের দশম আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে অংশ নিয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা।বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকেও এদিন পালন করা হয় আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। গাছে জল দান কর্মসূচির মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর ডঃএ. এ. মাও-সহ বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার বহু বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রতিষ্ঠানের কর্মী-আধিকারিকরা। এদিন যোগ ব্যায়ামের উপকারিতার বিষয়ে বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত বহু বিশিষ্ট ব্যাক্তি।

কাঙ্কেরঃমাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত বিএসএফের ৯৪ ব্যাটালিয়নের জওয়ান

কাঙ্কের, ২১ জুন ঃ ছত্তিশগড়ের কাঙ্কের জেলার পাখাঞ্জুর থানার অন্তর্গত মারবেদা ক্যাম্পের ৯৪তম ব্যাটালিয়নের জওয়ান মদন কুমারের মাথায় গুলি লেগে মৃত্যু হয়েছে। কারা ওই সেনাকে গুলি করেছে তা জানা যায়নি। পাখাঞ্জুর এএসপি প্রশান্ত কুমার শুক্লা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বিএসএফ-এর ৯৪ তম ব্যাটালিয়নে কর্মরত মদন কুমার শুক্রবার ডিউটিতে থাকা অবস্থায় মলত্যাগ করতে জঙ্গলে গিয়েছিলেন। কিন্তু অনেকক্ষণ পরেও ওই জওয়ান ফিরে না আসায় তার সহকর্মীরা তাকে খুঁজতে যায়। সেই সময় জঙ্গলের মধ্যে কিছু দূরে ওই জওয়ানের দেহ পাওয়া যায়। জানা গেছে, মাথায় গুলি লেগে মৃত্যু হয়েছে

ওষুধের ওপর নির্ভরশীল থাকার চেয়ে যোগ অনুশীলন ভালোঃরাজনাথ সিং

মথুরা, ২১ জুন ঃ ওষুধের ওপর নির্ভরশীল থাকার চেয়ে যোগ অনুশীলন ভালো। শুক্রবার দশম আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে এই বার্তা দিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। রাজনাথ বলেছেন, যোগব্যাযামের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার সবচেয়ে বড় কারণ হল, বর্তমান সময়ে যোগব্যায়াম স্বাস্থ্যকর জীবনধারার সমার্থক হয়ে উঠেছে। বর্তমান সময়ে মানুষের জীবন দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ। বর্তমান যুগে আগের যুগের তুলনায় অনেক বেশি আরাম আছে, তবুও মানুষ সুখী নয়।প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এদিন সকালে উত্তর প্রদেশের মথুরায় যোগাভ্যাস করেছেন, নানা ধরনের যোগ্যঅনুশীলনও করেন তিনি। আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের বার্তায় রাজনাথ সিং বলেছেন, যোগব্যায়ামের শারীরিক ও মানসিক উভয় ধরনের উপকারিতাই রয়েছে। যোগব্যায়াম শুধু আপনাকে ফিট রাখে না, যোগব্যায়াম শুধু আপনার

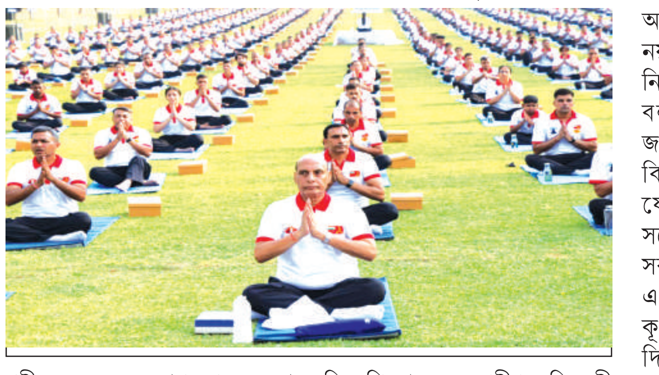

শরীরকে অনেক রোগ থেকে রক্ষা করে না, একই সঙ্গে যোগব্যায়াম আপনাকে মানসিকভাবেও শক্তিশালী করে। যোগব্যায়াম আপনার অভ্যন্তরীণ জগতকে বাইরের জগতের সঙ্গে সংযুক্ত করে, যোগ আপনার প্রকৃতিকে বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে সংযুক্ত করে। যোগব্যায়াম আপনাকে অপ্রয়োজনীয় আগ্রাসন থেকে বাঁচায়। মথুরাতে, দশম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষ্যে যোগাভ্যাস করলেন বিজেপি সাংসদ ও প্রবীণ অভিনেত্রী হেমা মালিনী। শুক্রবার সকালে উত্তর প্রদেশের মথুরায় নিজ সংসদীয় কেন্দ্রে যোগ অনুশীলন করেছেন হেমা মালিনী। বিপুল সংখ্যক মানুষের সঙ্গে যোগের অনুশীলন করেন হেমা মালিনী।যোগ অনুশীলন শেষে যোগাভ্যাসের গুরুত্ব তুলে ধরে হেমা মালিনী বলেছেন, ভগবান কৃষ্ণ সমগ্র বিশ্বে যোগের বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছেন। প্রত্যেকেরই প্রতিদিন যোগ অনুশীলন করা উচিত।অন্যদিকে নয়াদিল্লিতে,বিশ্বে সুস্থতা ও সুখ নিয়ে এসেছে যোগ। জোর দিয়ে বললেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। তাঁর কথায়, যোগ বিশ্বজুড়ে একটি অনুপ্রেরণা, যোগের প্রতি উৎসাহ ও সচেতনতা তৈরি হয়েছে। শুক্রবার সকালে দিল্লিতে বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর এবং অন্যান্য কূটনীতিকরা আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে যোগব্যায়াম করেছেন। নানা ধরনের যোগ অনুশীলন করেন জয়শঙ্কর।পরে তিনি বলেছেন, যোগ বিশ্বজুড়ে একটি অনুপ্রেরণা, যোগের প্রতি উসাহ ও সচেতনতা তৈরি হয়েছে। অনেক রাষ্ট্রদূত এবং বিদেশ মন্ত্রকের সহকর্মীরা যোগ অনুশীলনে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন, তাতে আমি খুব খুশি হয়েছি...গত ১০ বছরে আমরা অনেক দূর এগিয়েছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি, যোগব্যায়াম বিশ্বে কতটা সুস্থতা এবং সুখ নিয়ে এসেছে।

কেজরিওয়ালের জামিনের বিরোধিতা করে দিল্লি হাইকোর্টে ইডি, জরুরি শুনানির আর্জি

নয়াদিল্লি, ২১ জুন ঃদিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালের জামিনের বিরোধিতা করে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। জরুরি ভিত্তিতে মামলার শুনানির অনুমতি চাওয়া হয়েছে ইডি-র পক্ষ থেকে। আবগারি দুর্নীতি মামলায় কেজরিওয়ালের জামিনের বিরোধিতা করে শুক্রবার ইডির কৌঁসুলি এএসজি এসভি রাজু

দিল্লি হাইকোর্টে বলেছেন, ট্রায়াল কোর্টের আদেশ এখনও আপলোড করা হয়নি এবং শর্তগুলিও অজানা।এএসজি রাজু দিল্লি হাইকোর্টকে জানিয়েছেন, তদন্তকারী সংস্থাকে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের জামিন আবেদনের বিরোধিতা করার সম্পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হয়নি। এএসজি এসভি রাজু হাইকোর্টে অনুরোধ করেছেন, জামিনের রায় স্থগিত করা হোক এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিষয়টির শুনানি হোক। ইডি-র জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আর্জি মঞ্জুর করেছে দিল্লি হাইকোর্ট।উল্লেখ্য, আবগারি দুর্নীতি মামলায় কেজরিকে গ্রেফতার করেছিল ইডি। গত বৃহস্পতিবার দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত তাঁর জামিন মঞ্জুর করে। ইডি কেজরির জামিন ৪৮ ঘণ্টা পিছিয়ে দেওয়ার আবেদন করেছিল। যা গ্রাহ্য হয়নি। বিচারক ন্যায় বিন্দু কেজরিকে জামিন দেন। শুক্রবার সকালে সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

আবার ভাঙন বিজেপিতে? বিজেপি ছেড়ে রচনার হাত ধরে তৃণমূলে যোগদান নেতা-সহ শতাধিক কর্মীর

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ বিজেপি নেতা তাঁর শতাধিক অনুগামীকে নিয়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন হুগলিতে 'রাজনৈতিক হাওয়া বদল'-এর পরেই এবার বিজেপিতে 'ভাঙন'? মন্ত্রীর উপস্থিতিতে এবং রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে তৃণমূলে যোগদান করেন দু'বারের বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য, বিজেপির প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি সহ একাধিক বিজেপি নেতা কর্মীরা। সার্বিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে এই যোগদান অত্যন্ত তাপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।এদিনের যোগদান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না, মিতালী বাগ।

রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এই নেতাদের উপস্থিতিতে এদিন তৃণমূলের দলীয় পতাকা হাতে তুলে নেন সিঙ্গুর ২ নম্বর পঞ্চায়েতের সদস্য সমীর হালদার, বিজেপির প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি গৌতম মোদক , বিজেপি কর্মী সৌরভ মোদক,হারাধন সিংহ, সন্তোষ মণ্ডল সহ একাধিক বিজেপি নেতা-কর্মীরা।এই প্রসঙ্গে সমীর হালদার বলেন, 'এলাকার উন্নয়নের জন্য দলের কোনও সাহায্য আমি পাইনি। আমাকে সবসময় তৃণমূলের কাছেই যেতে হয়। সাধারণ মানুষের পাশে যাতে আরও ভালোভাবে থাকতে পারি সেই জন্য এই সিদ্ধান্ত নিলাম।' এদিকে এই বিজেপি নেতাদের যোগদানের পরেই রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের বিজেপি করা উচিত নয়।'উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে হুগলি কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী করেছিল লকেট চট্টোপাধ্যায়কে। তাঁর বিরুদ্ধে তৃণমূলের প্রার্থী ছিলেন রত্না দে নাগ। কিন্তু, সেইবার হুগলি কেন্দ্রে জয়ী হয়েছিলেন লকেট।২০২৪ সালে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায় অন্যতম বড় চমক ছিল রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে হুগলি লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্যের শাসক দল। অন্যদিকে, সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র থেকে লকেট চট্টোপাধ্যায়কেই আরও একবার প্রার্থী করে বিজেপি। রাজনৈতিক 'জুনিয়র' রচনা কার্যত ধরাশায়ী করেন লকেটকে এবং তৃণমূলের জন্য লোকসভা নির্বাচনে জয় ছিনিয়ে এনেছিলেন। এরই মধ্যে হুগলিতে তৃণমূলের ভাঙন অত্যন্ত তাপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে সামিল বঙ্গবিজেপির নেতারাও, দিঘার সৈকতে যোগাসন শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষ্যে বঙ্গ বিজেপির নেতারা সকাল সকাল যোগাভ্যাসে যোগ দিলেন। রাজ্যের বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারীর ও যোগ দিবসে অংশগ্রহণ করেন। সৈকত সুন্দরী নিউ দিঘার পুলিশ হলিডে হোম ঘাটের পার্কে প্রাক্তন সেনাকর্মীদের আয়োজনে এই যোগ দিবস পালন হয়।দশম তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। ১৯৭ টি দেশে এই দিনটিকে পালন করা হচ্ছে। ঠিক সেইভাবে বিধাননগর ব্লক পার্কে ও আজকের দিনটিকে পালন করা হচ্ছে। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শমিক

ভট্টাচার্যআন্তর্জাতিক যোগ দিবসে প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বিজেপি কর্মী সমর্থক এবং প্রাতর্ভ্রমণকারীদের নিয়ে ইকো পার্কে যোগা করলেন।প্রতি বছরই একুশে জুন পালিত হয় বিশ্ব যোগ দিবস। ২০১৪ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের এই ঘোষণা। বর্তমানে চূড়ান্ত কর্মব্যস্ততার যুগে শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য যোগাভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আর এই বছর যোগ দিবস ১৮০ টি দেশে পালিত হচ্ছে।গোটা দেশেই আজ যোগদিবস উদযাপিত হচ্ছে। সুদূর কাশ্মীরে ডাল লেকের পাড়ে যোগাসন করে যোগ দিবস পালন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি জানিয়েছেন ,বিশ্বের নেতারা এখন তাঁর কাছ থেকে যোগাসন সম্পর্কে জানতে চান। যোগাসন মানুষের জীবনকে উন্নত করে তোলে। গোটা বিশ্ব এখন যোগাসনের গুরুত্ব বুঝতে পারছেন। তাঁরা বুঝতে পারছেন শরীরকে রোগমুক্ত রাখতে যোগাসন কতটা জরুরি।রাজভবনের পালিত হল আন্তর্জাতিক যোগা দিবস উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ অনুষ্ঠানে যোগ পরিবেশন করে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা ছিলেন বিভিন্ন স্কাউট এর সদস্যরা এদিন সম্পূর্ণ সাদা পোশাকে উপস্থিত হন রাজ্যপাল অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয় শরীরচর্চার সাথে সাথে মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশ পায় যোগের মাধ্যমে রাজ্যপাল বলেন মনের সঙ্গে শরীর সমান গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যপাল তার বক্তব্যে যোগের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন যোগা সারা বিশ্বজুড়ে পালিত হচ্ছে এদিন ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যপাল নিজে যোগ আসন করেন

দু'দিনের সফরে ভারতে এলেন শেখ হাসিনা, স্বাগত জানালেন কীর্তি বর্ধন সিং

নয়াদিল্লি, ২১ জুন ঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করে ভারত সফরে এলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দু'দিনের ভারত সফর এসেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর আগে মোদীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানেও উপস্থিত ছিলেন শেখ হাসিনা। এক মাসের ব্যবধানে ফের ভারতে এলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী।শুক্রবার বিকেলে দিল্লিতে এসে পৌঁছলে শেখ হাসিনাকে স্বাগত জানান বিদেশমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং। দুই দিনের এই সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ছাড়াও, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখা।রে সঙ্গেও সাক্ষাত করার কথা রয়েছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্করের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাত করার কথা রয়েছে।

বিষমদ কাণ্ডে বিবৃতি স্ট্যালিনের, সরকারের পদক্ষেপের কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

চেন্নাই, ২১ জুন ঃ তামিলনাড়ুর কাল্লাকুরিচি জেলায় বিষমদ খেয়ে মৃত্যুর ঘটনায় শুক্রবার বিধানসভায় বিবৃতি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিন বলেছেন, কাল্লাকুরিচি জেলা কালেক্টরকে বদলি করা হযেছে। সাসপেন্ড করা হযেছে কাল্লাকুরিচির এসপি-কে। অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পুলিশ আধিকারিকদেরও বরখাস্ত করা হযেছে। মামলাটি সিবিসিআইডি (ক্রাইম ব্রাঞ্চ)-এ স্থানান্তর করা হযেছে। ভবিষ্য প্রজন্মকে সবচেয়ে খারাপভাবে প্রভাবিত করে এমন মাদকের হুমকি রোধে আমরা কার্যকরভাবে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নিচ্ছি।মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন আরও বলেছেন, ১৯ জুন কাল্লাকুরিচিতে বিষাক্ত অবৈধ মদের সঙ্গে মিথানল মেশানো খেয়ে ৪৭ জন মারা যান। এটা যন্ত্রণাদায়ক। এদিকে, কাল্লাকুরিচি জেলায় বিষমদ খেয়ে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ৪৭-এ পৌঁছেছে। পাশাপাশি অভিযুক্ত ৩ জনকে ১৫-দিনের জন্য জেল হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।

যুক্তরাজ্যের ভোটের তারিখ ঘোষণা সুনাকের প্রার্থীদের, গ্রেপ্তার আধিকারিক প্রবল চাপে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ যুক্তরাজ্যে এবছরের নির্বাচনে পরাজিত হয়ে.পার্লামেন্টে নিজ আসন হারাতে পারেন প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। একটি জনমত জরিপের ফলে এমন পূর্বাভাসই পাওয়া যাচ্ছে।সুনাক যুক্তরাজ্যে আগাম নির্বাচন ঘোষণা করেছেন আগামী ৪ জুলাই।ইতিমধ্যেই জুয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে গ্রেপ্তার হয়েছেন এক নিরাপত্তা আধিকারিক। বেশ কয়েকজন কনজারভেটিভ প্রার্থীর উপরেও নজর রয়েছে ব্রিটিশ পুলিশের।ভ্জানা গিয়েছে, ব্রিটেনে (Britain) নির্বাচন কবে হবে সেই নিয়ে জুয়া খেলতেন অভিযুক্তরা। সেই অভিযোগেই গ্রেপ্তার হয়েছেন আধিকারিকরা। কনজারভেটিভ

পার্টির প্রার্থী ক্রেগ উইলিয়ামস এবং লরা সন্ডার্সের উপরেও একই কারণে নজরদারি চালাচ্ছে মেট্রোপলিটান পুলিশ। ঠিক কোন সময়ে হতে পারে ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচন, সেই দিনক্ষণ আন্দাজ করেই রমরমিয়ে চলছিল এই জুয়ার আসর, তাও খোদ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের পার্টির অন্দরেই।কনজারভেটিভ পার্টির (Conservative Party) এহেন টালমাটাল পরিস্থিতিতে পদত্যাগ করেছেন দলের নির্বাচনী প্রচার আধিকারিক টৌনি লি। কারণ জুয়ায় জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধেও। এছা।াও টোনির আরেকটা পরিচয় হল, তিনি কনজারভেটিভ প্রার্থী লরার স্বামী। নির্বাচনের ঠিক আগে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে জুয়ার অভিযোগ ওঠায় যথেষ্ট ব্যাকফুটে ঋষি সুনাকের (Rishi Sunak) দল। ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে ব্রিটেনের গ্যাম্বলিং কমিশন।কমিশনের তদন্ত নিয়ে কনজারভেটিভ পার্টির তরফে জানানো হয়, হাতেগোনা কয়েকজন নেতার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ উঠেছে। বিশদে কিছু বলা হয়নি দলের তরফে। তবে সুনাকের দলকে তোপ দেগেছেন বিরোধীরা। উল্লেখ্য, সকলকে চমকে দিয়ে নির্ধারিত সময়ের অন্তত ৬ মাস আগেই নির্বাচন ঘোষণা করেন সুনাক। সূত্রের খবর, তার অনেক আগে থেকেই নির্বাচনের দিন নিয়ে জুয়া শুরু হয়েছিল কনজারভেটিভ পার্টির অন্দরে। ফলে প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি তড়িঘড়ি নির্বাচন ঘোষণার নেপথ্যে জুয়াড়িদের হাত রয়েছে?

মানবতার স্বার্থে ভারতের অনন্য উপহার যোগঃরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২১ জুন ঃ মানবতার স্বার্থে ভারতের অনন্য উপহার যোগ। শুক্রবার দশম আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে এই বার্তা দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। সমগ্র দেশবাসীর মতো শুক্রবার সকালে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুও যোগ অনুশীলন করেছেন। রাষ্ট্রপতি ভবনের ভিতরেই এই যোগ অনুশীলনের আয়োজন করা হয়।আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষ্যে এক বিশেষ বার্তা দিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু জানান, আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে সমগ্র বিশ্ব সম্প্রদায়, বিশেষ করে ভারতীয় নাগরিকদের শুভেচ্ছা! যোগ মানবতার জন্য ভারতের অনন্য উপহার। ক্রমবর্ধমান জীবনধারা সম্পর্কিত সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে, যোগ এখন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যোগব্যায়াম শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক সুস্থতার একটি উপায়। আসুন আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে যোগকে গ্রহণ করার সংকল্প করি।অন্যদিকে নয়াদিল্লিতে,প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিশ্বের প্রতিটি কোণে পৌঁছেছে যোগ। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জগ প্রকাশ নাড্ডা। তিনি বলেছেন, আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষ্যে আমি যমুনা স্পোর্টস কমপ্লেক্সে যোগ অনুরাগীদের সঙ্গে যোগব্যায়াম করার সুযোগ পেয়েছি। এতে আনন্দিত।শুক্রবার সমগ্র দেশ তথা বিশ্বে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে পালিত হয়েছেন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। এদিন সকালে দিল্লির যমুনা স্পোর্টস কমপ্লেক্সে যোগাভ্যাস করেন কেন্দ্রীয় ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জগ প্রকাশ নাড্ডা। নিজে যোগাভ্যাস করেন এবং অন্যদেরও তিনি উৎসাহিত করেন।

সঙ্গীতের কোনও ভৌগোলিক সীমানা হয় না, বিশ্ব সঙ্গীত দিবসে বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২১ জুন ঃজুন মাসের ২১ তারিখ দিনটি বিশ্ব সঙ্গীত দিবস হিসেবে পালিত হয়। সেই উপলক্ষ্যে বিশ্বের সঙ্গীতপ্রেমী মানুষদের শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার এক্স পোস্টে তিনি লেখেন, বিশ্ব সঙ্গীত দিবসে পৃথিবীর কোটি কোটি সঙ্গীতপ্রেমী মানুষকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।মুখ্যমন্ত্রী জানান, আজ সঙ্গীতের সার্বজনীন ভাষাকে স্মরণ করার দিন। আমি সবসময়ই মনে করেছি, সঙ্গীতের কোনও ভৌগোলিক সীমানা হয় না। আবহমান কাল ধরে আমাদের হৃদয়ে এর স্থান। সঙ্গীতের ঝংকারেই মূর্ত হয় শান্তি, ভালোবাসা ও সম্প্রীতি। আমি যখন গান লিখি এবং সুর সৃষ্টি করি, তখন আমি বাংলার সেই চিরায়ত আত্মার সঙ্গেই সংযুক্ত বোধ করি, যার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সঙ্গীতে। শুভেচ্ছাবার্তার পাশাপাশি নিজের লেখা ও সুর করা একটি গানও পোস্ট করেছেন তিনি। উল্লেখ্য, গানটি গেয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা গায়ক বাবুল সুপ্রিয়।

উপত্যকায় কাশ্মীর নিয়ে বড় ঘোষণা মোদির!

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী কাশ্মীর নিয়ে বড় ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী জানিয়ে দিলেন, শীঘ্রই পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা ফিরে পাবে জম্মু ও কাশ্মীর। কাশ্মীরের মানুষ নিজেদের ভোটেই নিজেদের সরকার গড়বে। দিল্লি এবং শ্রীনগরের মধ্যেকার দূরত্ব কমানোই আপাতত কেন্দ্র সরকারের মূল উদ্দেশ্য।ভ্শুক্রবার শ্রীনগরে এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত ১০ বছরে বিজেপি সরকারের চেষ্টায় আমূল বদলে গিয়েছে কাশ্মীর। মানবতার শত্রুরা উন্নয়ন চায় না। কাশ্মীরে শান্তিপ্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটানোর শেষ চেষ্টা করছে। উপত্যকায় দ্রুত বিধানসভা নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, কাশ্মীরবাসী নিজেদের স্থানীয় জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ভোট দেওয়ার সুযোগ পান। সেই জনপ্রতিনিধিরা অনেক সমস্যার সমাধান করে দেন। বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে। সেই দিনটা আসতে আর বেশি দেরি নেই, যেদিন উপত্যকাবাসী নিজেদের ভোটে নিজেদের সরকার গড়বেন। এর চেয়ে ভালো আর কীই বা হতে পারে! মোদি জানিয়েছেন, ভোটের পরই কাশ্মীরের পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা ফেরানোর জন্য পদক্ষেপ করা হবে।

নিট-ইউজি কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া স্থগিত করতে নারাজ সুপ্রিম কোর্ট, নোটিশ এনটিএ-কে

নয়াদিল্লি, ২১ জুন ঃ সুপ্রিম কোর্ট আবারও নিট-ইউজি ২০২৪ কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া স্থগিত করতে অস্বীকার করল। পাশাপাশি নিট পরীক্ষার আয়োজক সংস্থা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)-কে নোটিশ জারি করেছে শীর্ষ আদালত। একইসঙ্গে আগের আবেদনগুলির সঙ্গে নতুন আবেদনগুলি ট্যাগ করে এবং ৮ জুলাই শুনানির জন্য পোস্ট করেছে সুপ্রিম কোর্ট।সর্বভারতীয় মেডিক্যাল প্রবেশিকার নিট-ইউজি কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ায় শুক্রবার স্থগিতাদেশ জারি করল না সুপ্রিম কোর্ট। তবে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় নিটের আয়োজক সংস্থা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির (এনটিএ) থেকে জবাব চেয়েছে শীর্ষ আদালত। এবিষয়ে পরবর্তী শুনানি হবে আগামী ৮ জুলাই।

অমরনাথ যাত্রা আসন্ন, সার্বিক ব্যবস্থা পর্যালোচনা করলেন এডিজিপি

রামবান, ২১ জুন ঃআর মাত্র কিছু দিন পরই শুরু হচ্ছে বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা। তার আগে শুক্রবার সার্বিক ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা করলেন জম্মুর এডিজিপি আনন্দ জৈন। এডিজিপি (জম্মু) আনন্দ জৈন শুক্রবার আসন্ন অমরনাথ যাত্রার ব্যবস্থা পর্যালোচনা করেন। তিনি ৪৪ নম্বর জাতীয় সড়ক বরাবর চান্দেরকোট এবং রামবানের ল্যাঙ্গার স্থানগুলিও পর্যালোচনা করেছেন।আসন্ন অমরনাথ যাত্রা নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে পরিচালনা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করতে তিনি ঊর্ধ্বতিন পুলিশ এবং ট্রাফিক পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে একটি বৈঠক করেছেন। এডিজিপি আনন্দ জৈন আরও বলেছেন, আমরা অমরনাথ যাত্রার ব্যবস্থা পর্যালোচনা করছি। জম্মু ও কাশ্মীর থেকে সেই যাত্রার প্রবাহ যাতে মসৃণ হয় সেজন্য আমরা কাট-অফ সময় বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব। নির্মীয়মান সড়কে আরও পুলিশ ও ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন করা হবে। উল্লেখ্য, এ বছরের অমরনাথ যাত্রা শুরু হবে আগামী ২৯ জুন, শেষ হবে ১৯ আগস্ট।

নিট নিয়ে নীরবতা ভাঙলেন তেজস্বী

পাটনা, ২১ জুন ঃ আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব শুক্রবার একহাত নিলেন বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় কুমার সিনহাকে। ডাক্ত্ারির সর্বভারতীয় প্রবেশিকা নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁসকাণ্ডে জড়িত রয়েছেন তেজস্বী যাদবের সহকারী। তেমনটাই অভিযোগ করেছিলেন বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় কুমার সিনহা। শুক্রবার এরই পাল্টা হিসাবে তেজস্বী বলেন, কিংপিনকে আড়াল করতেই আমার নাম করা হয়েছে। বিহারের আর্থিক দুর্নীতি দমন শাখার পক্ষ থেকে আমার সহকারীর বিরুদ্ধে কিছু বলা হয়নি। এই দাবি শুধুমাত্র বিজয় সিনহাই করছেন। আমি উপ-

কাশীপুর গান এন্ড শেল ফ্যাক্টরিতে যোগ দিবস পালন

কলকাতা,২১জুনঃকলকাতার কাশীপুরে গান এন্ড শেল ফ্যাক্টিরিতে মহাসমারোহে পালিত হলো দশম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। এবছর যোগ দিবসের থিম- 'নিজের এবং সমাজের জন্য যোগ'। সেই অনুযায়ী শরীর ও মন ভালো রাখতে সাত সকালেই গান এন্ড শেল ফ্যাক্টারির কর্মী,অফিসার ও তাদের পরিবারের সদস্যরা যোগ শিবিরে অংশ নেন।অনুষ্ঠানে আয়ুশ মন্ত্রকের প্রোটোকল মেনে যোগ অনুশীলন করান গান এন্ড শেল ফ্যাক্টরির কর্মচারী প্রখ্যাত বডিবিল্ডার ও যোগ বিশারদ সুব্রত সাঁতরা। পর পর করানো হয় সিদ্ধাসন, ভুজঙ্গাসন, ধনুরাসন, স্থলভাসন সহ অন্যান্য আসন।ভ্সকাল সকাল যোগ ব্যায়াম করতে ফ্যাক্টরির সমস্ত স্তরের কর্মচারীদের মধ্যে অভূতপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। যোগ দিবস উপলক্ষে সেভেন ট্যাঙ্ক এস্টেটে কর্মী ও তাদের পরিবারবর্গের জন্য যোগ প্রক্রিয়াশৈলীর কর্মশালা ও সচেতনতা শিবিরের আয়োজেন করা হয়েছে। যোগ দিবস সমারোহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গান এন্ড শেল ফ্যাক্টরির কার্যকারী নির্দেশক রাজেশ কুমার পান্ডে ও অন্যান্য অধিকারীবৃন্দ।রাজেশ কুমার পান্ডে বলেন, শুধু যোগ দিবসের দিনে নয়, সারা বছর ধরে যাতে কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গ শরীর ও মন সুস্থ রাখতে প্রতিদিন যোগাভ্যাস করেন, সে ব্যাপারে সবাইকে সচেতন করার বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী প্রবন্ধ রচনা,শ্লোগান লিখন ও যোগ ব্যায়াম প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২২জুন মার্ট ঃশনিবার, ৭ আষাঢ় মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৭ আষাঢ় মাসঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ৭ আষাঢ় মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৭ আষাঢ় মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৪৫ আষাঢ় মাস ১৯৪৪, মৈতেঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৩.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ৩০.০৫ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮১শতকরা এবং ৫৫শতকরা। বৃষ্টিহয়েছে শুক্রবার। জোয়ার- সকাল ৮টা ৪৯ মিনিট এবং রাত৮টা ৪৪মিনিট হবে। ভাটা-সকাল -৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ০১মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ২০ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃশারীরিক অসুস্থতা থেকে সেরে ওঠার সুযোগ রয়েছে। বিবেচকের মত বিনিয়োগ করুন। **বৃষভ রাশিঃ**স্বাস্থ্যের দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো দিন। আপনার মনের উচ্ছল অবস্থা আপনাকে কাঙ্খিত বল এনে দেবে এবং প্রত্যয়ী করে তুলবে।। **মিথুন রাশিঃ** আপনি আপনার শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখতে কিছু ক্রীড়া কার্যকলাপ উপভোগ করতে পারেন।সংসারে শান্তি হতে পারে। **কর্কট রাশিঃ**আপনি পরিস্থিতি সামলানোর ফলে আপনার উদ্বেগের সৃষ্টি হবে। আপনি সম্ভবত বুঝতে পারবেন যে এটি সাবানের বুদ্বুদের মতো সবই ভিত্তিহীন যা সাহসের প্রথম স্পর্শেই ধসে গেছে। **সিংহ রাশিঃ**যেহেতু আপনার নিরন্তর উদ্যমের সাথে সাধারণ বুদ্ধি এবং বোধশক্তি মিলিত হয়ে আপনার সাফল্য নিশ্চিত করবে তাই আপনার ধৈর্য্য বজায় রাখুন।। **কন্যা রাশিঃ**আপনার ক্ষমতা শক্তি বেশী থাকবে। বিবেচকের মত বিনিয়োগ করুন। বিবাহের যোগ। **তুলারাশিঃ**বিষাদ ঝেড়ে ফেলে দিন- যা আপনাকে জড়িয়ে রেখেছে এবং আপনার উন্নতিকে ব্যাহত করছে। ফাটকায় লাভ আনবে। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন। **বৃশ্চিক রাশিঃ** শরীর নিয়ে উকন্ঠা দেখাবেন না, এতে অসুস্থতা আরো বাড়ে। আর্থিক উন্নতি হবে **ধনু রাশিঃ**যেহেতু আপনার নিরন্তর উদ্যমের সাথে সাধারণ বুদ্ধি এবং বোধশক্তি মিলিত হয়ে আপনার সাফল্য নিশ্চিত করবে তাই আপনার ধৈর্য্য বজায় রাখুন।
মকর রাশিঃআপনি অন্যদের সমালোচনার অভ্যাসের জন্য সমালোচিত হবেন। আপনি আপনার অনুভূতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন এবং আত্মভরিতা কমান ও আপনি সাঙ্কেতিক মন্তব্য বন্ধ করে একটি ভাল অবস্থানে থাকুন। শুভ দিন। **কুম্ভ রাশিঃ**দিনের শেষ দিকে কোন পুরনো বন্ধু আপনার বাড়িতে সৌজন্যমূলক দেখাসাক্ষা করতে আসবে। সন্তান হতে পারে আজ। **মীন রাশিঃ**আপনার ইচ্ছা শক্তির অভাব আপনাকে আবেগগত ও মানসিক মনোভাবের শিকার করতে পারে। আপনি চমকার নতুন ধারণা নিয়ে আসবেন যা আপনাকে আর্থিক ভাবে লাভবান

বঙ্গোপসাগরে নিখোঁজ ট্রলার সহ উদ্ধার ১৩ জন মৎস্যজীবিকে রায়দীঘিতে ফেরানো হচ্ছে

দুরন্ত বার্তা, রায়দীঘি, ২১ জুনঃ অবশেষে তিনদিন পর মিললো নিখোঁজ মৎস্যজীবিদের সন্ধান, মিললো ট্রলারটি। স্বস্তি পেল মৎস্যজীবিদের পরিবার। আর অবশেষে স্বস্তি,খোঁজ মিললো রায়দিঘির নিখোঁজ ট্রলার সহ ১৩ জন মৎস্যজীবী। কয়েকদিন আগে মৎস্যজীবিদের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের রায়দিঘিতে। মৎস্যজীবিদের পাশাপাশি খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না ট্রলারটিরও। জানা যায়,গত ১৫ ই জুন শনিবার রায়দীঘির ঘাট থেকে ১৩ জন মৎস্যজীবীকে নিয়ে মাছ ধরতে গিয়েছিল এফ বি মাতৃ আশিস নামে একটি ট্রলার। গত ১৭ ই জুন সন্ধ্যার পর থেকে আর তাঁদের সঙ্গে কোন ও ভাবে যোগাযোগ করা যাচ্ছিল না। অবশেষে তিনদিন নিখোঁজ থাকার পর শুক্রবার বাঘেরচরের কাছে

হদিশ মিললো রায়দিঘির নিখোঁজ ট্রলারের। ট্রলারে থাকা ১৩ জন মৎস্যজীবীই সুস্থ রয়েছেন বলে জানা গেল।মৎস্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, বঙ্গোপসাগরের বাঘেরচরের কাছে ট্রলারটির ইঞ্জিন বিকল হয়ে পড়ে। এমনকী স্যাটেলাইট সিস্টেম ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যাল না থাকায় ট্রলারটির সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছিল না। পরে উপকূলরক্ষী বাহিনী ও স্থানীয় মৎস্যজীবিদের সহায়তায় ট্রলারটির খোঁজ মেলে বলে শুক্রবার জানালেন ডায়মন্ড হারবারের সহ মৎস্য অধিকর্তা (সামুদ্রিক) সুরজিৎ বাগ। এদিন ট্রলারটিকে নিয়ে আসা হচ্ছে রায়দীঘিতে। ১৩ জন মৎস্যজীবী সবাই সুস্থ আছেন বলে জানান তিনি।এর আগে খবর পাওয়া যায়, সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন ১৩ জন মৎস্যজীবী। হদিশ পাওয়া যাচ্ছিল না সেই ট্রলারটিরও।আর এই ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে দ. ২৪ পরগনা সুন্দরবনের রায়দিঘি এলাকায়। উদ্বেগ ছড়ায় নিখোঁজ মৎস্যজীবীদের পরিবারের মধ্যেও। পুরো বিষয়টি নিয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে গোটা বিষয়টি তদন্ত শুরু করে পুলিশ। জানা যায়, গত ১৫ ই জুন এফ বি মাতৃ আশিস ট্রলারে চেপে মাছ ধরতে যান রায়দীঘির১৩ জন মৎস্যজীবী। কিন্তু ১৮ই জুন থেকে ওই ট্রলারটির সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগ করা যায়নি বলে জানান ট্রলার মালিক। যার জেরে বিষয়টি নিয়ে পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হন তিনি। এদিকে পরিবারের সদস্যদের খোঁজ না পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন নিখোঁজ মৎস্যজীবী দের পরিবারের সদস্যরাও। শুক্রবার এই বিষয়ে ঐ ট্রলারের মালিক সুকমল পয়রা বলেন,১৭ই জুন সোমবার সন্ধে সাড়ে ৬টা থেকে আর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিলো না। অনেকেই বলছেন বাংলাদেশের দিকে ঢুকে যেতে পারে। প্রশাসনের কাছে আবেদন করি, সবার দিকে তাকিয়ে সঠিক পদক্ষেপ যেন নেওয়া হয়। হলদিয়া কোস্ট গার্ডকেও জানাই। বৃহস্পতি বার ওড়িশা হোভারক্রাফ্ট ও জাহাজ নিয়ে গিয়ে তল্লাশি চালিয়েছে। মেরিনকেও জানিয়েছি, ইউনিয়নের সঙ্গেও সবসময় যোগাযোগ রেখেছি। আর অবশেষে শুক্রবার সেই ট্রলার ও নিখোঁজ মৎস্যজীবিদের খোঁজ পেয়ে খুশি সবাই। তাদেরকে রায়দিঘিতে নিয়ে আসা হচছে। সবাই ভালো আছে বলে জানা গেল।আর ঘরের ছেলে ঘরে ফিরছে জেনে খুশি মৎস্যজীবি দের পরিবার।

সিলিকোসিস আক্রান্তদের চিকিৎসার রাজ্য জুড়ে শিবির

স্বাস্থ্য দফতর এবার সিলিকোসিস আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য গোটা রাজ্য জুড়ে শিবিরের আয়োজন করবে। এতদিন রাজ্যের নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় ধরনের শিবির আয়োজন করা হত। পাশাপাশি এই সিলিকোসিস রোগ সম্পর্কে সচেতনতা প্রচারে আশা কর্মীদের ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সাধারণত পাথর খাদান বা মার্বেলের খাদানে যারা কাজ করেন, তাঁদের মধ্যে সিলিকোসিস রোগে আক্রান্তদের সংখ্যা বেশি। সেকারণে পুরুলিয়া, আসানসোল, বীরভূম, রামপুরহাট, পশ্চিম বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম এলাকায় এতদিন সিলিকোসিস রোগীদের জন্য শিবির আয়োজন করা হত। এবার রাজ্যের সর্বোত্র এই শিবির করা হবে বেল সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান এলে সেই টাকা দিয়ে আশা কর্মীদের সচেতনতার কাজে লাগানো হবে। রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, সিলিকোসিসে মৃত ও আক্রান্ত পরিবার, যাদের আবেদনপত্র এক বছর আগে জমা পড়েছে, তাদের পেনশন আগামী এক মাসের মধ্যে শ্রম দফতর দিয়ে দেবে। সিলিকোসিস আক্রান্তের পরিচয়পত্র থাকা শ্রমিকদের বিনা পয়সায় যাতায়াতের বন্দোবস্ত করবে পরিবহণ দফতর।

খুদে পড়ুয়াদের শিক্ষণ সামগ্রী প্রদান পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ২১ জুনঃ শুক্রবার সকালে নববারাকপুর পুরসভার ৭নং ওয়ার্ডে পশ্চিম মাসুন্দা নেতাজী সুভাষ রোডে মাসুন্দা গভঃ কলোনী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খুদে পড়ুয়াদের পড়াশোনার শিক্ষণ সামগ্রী খাতা, কলম এবং দুটি করে লজেন্স তুলে দিল নববারাকপুর থানার পুলিশ। পুলিশের এই বিশেষ উদ্যোগে পড়ুয়া থেকে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সহ শিক্ষিকা অভিভাবক রা বেজায় খুশি ও আনন্দিত।উপস্থিত ছিলেন থানার এসআই পার্থ দাস, সুদীপ্ত বিশ্বাস, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ রায়, সহ শিক্ষিকা নীপা মুখোপাধ্যায়, নাফিসা পারভেজ প্রমুখ। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ রায় বলেন এর আগেও নববারাকপুর থানার পুলিশের ওসি নিজে শিক্ষকের ভূমিকায় বিদ্যালয়ে পরিদর্শনে এসে পড়ুয়াদের শিক্ষা সরঞ্জাম প্রীতি উপহার দিয়ে উৎসাহিত করেছেন। আজ ও ছাত্র ছাত্রীদের পড়াশোনার খাতা কলম এবং লজেন্স তুলে দিলেন। স্বভাবতই পুলিশের মানবিক উদ্যোগে সকল শিক্ষক শিক্ষিকারা ভীষণ খুশি ও আপ্লুত। আগামী দিনে এই ভাবে পুলিশ বন্ধু হিসেবে আরো বেশি করে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সেবা পরিষেবা দিক এটাই প্রার্থনা করি।

আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে খেজুরবাগান চৌধুরী কমপ্লেক্সে রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা, আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

আগরতলা, ২১ জুন ঃ রাজধানী আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে খেজুরবাগান চৌধুরী কমপ্লেক্সে রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা। হেলদোল নেই প্রশাসনের। রাজ্যের উন্নয়ন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এলাকার লোকজন। আগরতলা পুর নিগমের অধীনে ওই এলাকার একটি রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে চলাচলের অনুপযোগী হয়ে আছে কিন্তু প্রশাসনের তরফ থেকে সংস্কারের কোন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় ভিআইপি এলাকা বলে পরিচিত কুঞ্জবন, গোর্খাবস্তি এবং খেজুরবাগান সহ আশেপাশের এলাকা। এখানেই রয়েছে সচিবালয়, বিধানসভা, রাজভবন সহ উচ্চ পদস্থ আমলা ও আধিকারীকদের সিংহভাগ আবাসন। খেজুরবাগানে চৌধুরী কমপ্লেক্স এলাকাটি ভিআইপি রোড থেকে মাত্র দুইশ মিটার দূরত্বে। এই রাস্তাটি ২৫ বছরের বাম শাসনে কোন সংস্কার হয়নি। পিচ ঢালাই তো দূরের কথা। ইট সলিং পর্যন্ত করা হয়নি। পুর কর্পোরেট থেকে শুরু করে বিধায়করা ভোটের আগে এলাকায় গেলে জনগণ রাস্তা সংস্কারের দাবি করেছেন বহুবার। ভোট শেষ হয়ে গেলে বিধায়ক কিংবা কর্পোরেটর কারোর দেখা পাওয়া যায় না। এলাকার লোকজন কেমন আছেন খোঁজ নিতেও কেউ আসেন না। কয়েকদিনের বৃষ্টিতে ওই এলাকার রাস্তাটি বেহাল হয়ে পড়েছে। যানবাহন চলাচল তো দূরের কথা মোটরসাইকেল কিংবা বাইসাইকেল নিয়েও চলাচল করা যায় না। জরুরি প্রয়োজনে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি কিংবা অ্যাম্বুলেন্স পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না বলে এলাকার লোকজন জানিয়েছে।

যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য জয়পুরে

দুরন্ত বার্তা, জয়পুর , ২১ জুন ঃ শনিবার সকালে হাওড়ার জয়পুর থানা এলাকার রঞ্জাবাড় গ্রামে এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। মৃতের নাম কৌশিক রায়। বয়স ২৫ বৎসর। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে শুক্রবার রাস্তার পাশে লাগানো গাছের ডালে ওই যুবকের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেয় এলাকার বাসিন্দারা। উল্লেখ্য ঐ যুবক কৌশিক রায় গত তিনদিন ধরে নিকট ছিল বলে জানা গিয়েছে স্থানীয় সূত্রে। মৃতের পরিবারের অভিযোগ নিখোঁজ থাকার পরেও পুলিশ ওই যুবকের খোঁজে কোন তল্লাশি করেনি। এদিন পুলিশ দেহ উদ্ধার করতে গেলে পুলিশকে ঘিরে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখায় এলাকার লোকজন। অন্যদিকে মৃত কৌশিকের পরিবারের অভিযোগ বছর খানেক ধরে কৌশিকের সঙ্গে রাজাপুর থানা এলাকার এক যুবতীর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তাদের দুই পরিবারের মধ্যেও যাতায়াত ছিল। হঠাৎ করেই ওই যুবতীর জামাইবাবু তাদের বিয়ে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং কৌশিক কে খুনের হুমকি দেয়। যদিও মোটামুটি ঠিক হয়েছিল গত ১৮ই জুন তাদের মন্দিরে বিয়ে হবে। ঐদিন সকাল অর্থাৎ ১৮ই জুন সকাল ১১ টা নাগাদ কৌশিক কে যুবতীর জামাইবাবু ফোন করে ডাকে এবং তার পর থেকেই সে নিখোঁজ হয়ে যায় বলে জানান কৌশিকের পরিবারের লোকজন এবং শুক্রবার সকালে তার দেহ উদ্ধার হয়। কৌশিক কে পরিকল্পিতভাবে ওই তরুণী এবং তার জামাইবাবু খুন করেছে বলে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে স্থানীয় জয়পুর থানায়। এই ঘটনায় ওই এলাকায় তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

পরিবেশ বাঁচাতে বৃক্ষ রোপন কর্মসূচি উলুবেড়িয়ায়

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ২১ জুনঃ মানুষের অসচেতনতা এবং প্রশাসনিক ঔদাসীন্যের জন্য পরিবেশ আজ দূষিত হচ্ছে।এর ফলে নিত্য নতুন রোগের শিকার হচ্ছে মানুষ। মানুষের গড় আয়ু কমে গেছে। এই পরিস্থিতিতে বিশ্ব পরিবেশ দিবসকে সামনে রেখে হাওড়া জেলা জীব বৈচিত্র্য পরিষদ বিশ্ব পরিবেশ দিবস বৃক্ষ রোপন করে পালন করল বাড়মংরাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়ের নিউট্রিশন গার্ডেনে ভারতীয় বিভিন্ন প্রজাতির ফলের গাছ রোপণ করা হয়। এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা জীব বৈচিত্র্য পরিষদের কো অর্ডিনেটর প্রণব সামন্ত,ফিউচার ফর নেচার ফাউন্ডেশনের সম্পাদক শুভ্রদিপ ঘোষ ,সমাজ কর্মী অতসী মণ্ডল,ইতিহাস গবেষক অর্ণব দত্ত,অধ্যাপিকা ও কবি বাচিক শিল্পী মৌটুসী বীর,বড়মাংরাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজদূত সামন্ত।

হাসপাতালে মুখ্যমন্ত্রী

নিউটন, ২১ জুনঃ শুক্রবার বিকেলে আবারও নিউ টাউনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুদিন পরেই আবার নিউটাউনের চোখের হাসপাতাল শঙ্কর নেত্রালয়ে এসেছিলেন। যদিও কেন বা কি কারণে মুখ্যমন্ত্রীর ঘনও ঘণও আগমন তার সুস্পষ্ট ভাবে জানা যায়নি। তবে সূত্রের খবর, চোখের ছানি অপারেশনের কারণে আজ হাসপাতালে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। যদিও হাসপাতাল সূত্রের খবর ১৩ দিন পর মুখ্যমন্ত্রী চোখের চেক আপ এর জন্য ডাকা হয়েছিল। তার আগেই দুদিনের মধ্যেই সিএম আবার হাজির হলেন।গত বুধবার নবান্ন থেকে বেরিয়ে সোজা নিউটাউনের চোখের হাসপাতালে আসেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চক্ষু পরীক্ষার পর আবারও কাজে যোগ দিয়েছিলেন।

যোগ দিবস উপলক্ষে ম্যারাথন দৌড় সহ বিভিন্ন কর্মসূচীর সূচনা নবদ্বীপে

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২১ জুনঃ গোটা দেশ জুড়ে পালিত হলো আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। আর এই দিনটিকে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে যথাযথ সম্মানের সাথে পালন করা হলো নদীয়ার নবদ্বীপেও। এদিন সকাল আনুমানিক সারে ছ- টা নাগাদ নবদ্বীপ শহরের প্রাচীন মায়াপুর জন্মস্থান মন্দির এর সম্মুখ থেকে একটি ম্যারাথন দৌড় ও সচেতনতা মূলক পদযাত্রার আয়োজন করা হয় যোগায়ন নামক নবদ্বীপের এক যোগ প্রশিক্ষন কেন্দ্রের উদ্যোগে। শঙ্খ ধ্বনির সাথে এই কর্মসূচীর সূচনা করেন কিশোর কৃষ্ণ গোস্বামী, অদ্বৈত দাস মহারাজ শিক্ষক সুব্রতপাল প্রমুখ। সেখানেই কিশোর কৃষ্ণ গোস্বামী জানান আগে মানুবাঘ সিংহ কে ভয় পেতো কিন্তু এখন মানুষ মানুষ কে ভয় পায়, সে কারনে চিত্তকে স্থির করতে মনকে শান্ত করতে যোগের ভূমিকা অনস্বীকার্য, আর এই দিনে এ ধরনের কর্মসূচী আগামী প্রজন্মকে পথ দেখাবে। যা শহরের বিভিন্ন পথ ঘুরে রাধাবাজার বিবেকানন্দ মুক্ত মঞ্চে সমাপ্তি হয়। সেখানেই উপস্থিত

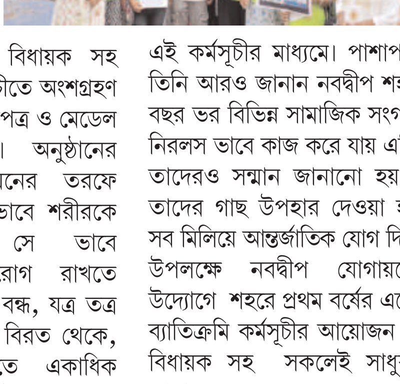

ছিলেন নবদ্বীপের বিধায়ক সহ অনেকে। এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ কারী সকলকেই মানপত্র ও মেডেল প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের আয়োজক যোগায়নের তরফে জানায় যোগ যে ভাবে শরীরকে নিরোগ করে সে ভাবে পরিবেশকেও নিরোগ রাখতে প্লাস্টিকের ব্যাবহার বন্ধ, যত্র তত্র ময়লা ফেলা থেকে বিরত থেকে, গঙ্গা দূষণ রুখতে একাধিক সচেতনতা মূলক বার্তাও দেওয়া হয় এই কর্মসূচীর মাধ্যমে। পাশাপাশি তিনি আরও জানান নবদ্বীপ শহরে বছর ভর বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন নিরলস ভাবে কাজ করে যায় এদিন তাদেরও সম্মান জানানো হয় ও তাদের গাছ উপহার দেওয়া হয়। সব মিলিয়ে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে নবদ্বীপ যোগায়নের উদ্যোগে শহরে প্রথম বর্ষের এহেন ব্যাতিক্রমি কর্মসূচীর আয়োজন কে বিধায়ক সহ সকলেই সাধুবাদ জানায়।

বিনামূল্যে দক্ষতা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা

করিমগঞ্জ (অসম) ২১ জুন ঃ আসাম দক্ষতা বিকাশ মিশন থেকে পিএমএজেএওয়াই বা প্রধানমন্ত্রী অনুসূচি জাতি অভ্যুদয় যোজনার অধীনে তপশিলি জাতি প্রার্থীদের বিনামূল্যে দক্ষতা বিকাশ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে করিমগঞ্জের দক্ষতা বিকাশ প্রশিক্ষণের ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার জানিয়েছেন ২০২৪-২৫ সালের প্রশিক্ষণের জন্য গুয়াহাটির নর্থ ইস্ট স্টিল সেন্টারে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এতে রিটেইলস সার্ভিসেস, হসপিটালিটি হাউসকিপিং, ফুড অ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিসেস এবং বিউটি ও ওয়েলনেস বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এই প্রশিক্ষনের জন্য তপশিলি জাতি প্রার্থীদের বয়স ১৮ থেকে ২৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চতর মাধ্যমিক পাস এবং আড়াই লক্ষ টাকার নিচের আয়ের প্রমাণপত্র থাকতে হবে।

মৃতদেহ দাহ করা যাচ্ছে না চুঁচুড়ার শ্মশান ঘাটে

দুরন্ত বার্তা, চুঁচুড়া হুগলি , ২১ জুন ঃ শবদেহ দাহ করার বৈদ্যুতিক চুল্লি যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বন্ধ। ফলে মৃতদেহ দাহ করা যাচ্ছে না চুঁচুড়ার শ্যামবাবু শ্মশান ঘাটে। পাশাপাশি মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য শ্মশান ঘাটে থাকা হিমঘরটিও কয়েক মাস ধরে বিকল হয়ে পড়ে আছে। ফলে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে শ্মশান যাত্রীদের। শ্যামবাবুর ঘাটে শবদেহ দাহ করার জন্য বৈদ্যুতিক চুল্লির পাশাপাশি রয়েছে মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য হিমঘর। বাতানুকুল সেই ব্যবস্থায় চারটি মৃতদেহ সংরক্ষণ করা যায়। প্রয়াত মানুষদের ছেলে-মেয়ে বা নিকট আত্মীয় বাইরে রাজ্য বা ভিন দেশে থাকেন , তাঁরদের দেহ অনেক সময় এখানে সংরক্ষণ করে রাখতেন পরিজনরা।

ডিমা হাসাওয়ে পালিত দশম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস

হাফলং (অসম), ২১ জুন ঃ সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে সংগতি রেখে ডিমা হাসাও জেলায়ও দশম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করা হয়েছে। ডিমা হাসাও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে হাফলং এনএল দাওলাগাপু স্পোর্টস কমপ্লেক্সের ইন্ডোর স্টেডিয়ামে যোগ দিবসের কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছ আজ।

আজ শুক্রবার হাফলং এনএল দাওলাগাপু স্পোর্টস কমপ্লেক্সে যোগ দিবসের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য জোসমথাং মার, ধনপাইনন থাওসেন, প্রবীতা জহরি, পারিষদ রূপালি লাংথাসা, রাঙ্গালুংবে জেমি, নহা দাইমে, ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক সীমান্তকুমার দাস, উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের প্রধানসচিব টিটি দাওলাগাপু, ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অফিসার জাগির খান প্রমুখ সহ বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীরা। এদিকে হাফলঙে অটলবিহারী বাজপেয়ী ভবনে জেলা বিজেপির উদ্যোগে দশম যোগ দিবস পালন করা হয়েছে। এতে অংশগ্রহণ করেছেন রাজ্যের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ এবং বিদ্যুৎ দফতরের মন্ত্রী নন্দিতা গার্লোসা, জেলা বিজেপি সভাপতি গোলঞ্জ থাওসেন, জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক লিটন চক্রবর্তী, হাফলং পুরপর্ষদের চেয়ারপার্সন রিপা হোজাই সহ জেলা বিজেপির কার্যকর্তারা। জেলা বিজেপি কার্যলয়ে যোগ দিবসের কার্যক্রমে যোগদান করে মন্ত্রী নন্দিতা গার্লোসা বলেন, দৈনন্দিন যোগাভ্যাস শরীর ও মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। যোগ চর্চার মাধ্যমে শরীরকে সুস্থ রাখা সম্ভব। তাই দৈনন্দিন যোগাভ্যাস অত্যন্ত জরুরি বলে মন্ত্রী নন্দিতা গার্লোসা যোগচর্চা সম্পর্কে সকলের মধ্যে সচেতনা সৃষ্টি করার পরামর্শ প্রদান করেন। অন্যদিকে দশম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষ্যে ডিস্ট্রিক্ট হেলথ সেন্টারের উদ্যোগে গত ২০ জুন হাফলং এনএল দাওলাগাপু স্পোর্টস কমপ্লেক্সের ইন্ডোর স্টেডিয়ামে যে যোগ-প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ওই প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে আজ শুক্রবার পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়েছে।

যোগা দিবস পালিন

দুরন্ত বার্তা, বেলুড় , ২১ জুনঃ দশম আন্তর্জাতিক যোগা দিবস সাড়ম্বরে পালিত হল বেলুড় মঠের রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণমন্দির ময়দানে। রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণমন্দিরের সহযোগিতায় এনসিসি ইউনিটের পক্ষ থেকে শুক্রবার, ২১ জুন সকালে এই দিনটি উদযাপন করা হয়। শিক্ষণমন্দিরের ছাত্ররা সহ বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্ররা এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। লালবাবা কলেজ, এম সি বিদ্যাপীঠ, ডনবসকো স্কুল, অগ্রসেন বিদ্যালয় সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষণমন্দিরের মাঠে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে যোগা প্রদর্শন করেন।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৪৮৩, তারিখ ঃ ২০.০৬.২০২৪। সিনিয়র ডিএসটিই, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ই-টেন্ডার নম্বর ঃ এসডিএসটিই/এসআইজি/টি/১১/২৪-২৫/আরআরএসকে। অবস্থান সহ কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনে ট্র্যাক পুর্ননবীকরণ সম্পর্কিত সিগন্যালিং-এর কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১,৯৯,৪১,৭৫১.৬৯ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবে ঃ** ২,৪৯,৭০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার জমা শুরুর তারিখঃ** ১৬.০৭.২০২৪। **টেন্ডার জমা বন্ধের তারিখ ঃ** ৩০.০৭.২০২৪ তারিখে দুপুর ২.০০টা পর্যন্ত। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ ঃ** ৩০.০৭.২০২৪ তারিখে দুপুর ২.৩০ মিনিট। **বিশদ বিবরণ যেখানে পাওয়া যাবে ঃ** www.ireps.gov.in। **কারিগরি যোগ্যতামান ঃ** যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে তার আগের মাসের শেষ দিনে সম্পূর্ণ হওয়া গত ০৭ (সাত) বছর সময়কালে টেন্ডারদাতাকে নিম্নোক্ত ক্যাটিগরিভুক্ত কাজগুলির যে কোন একটির সফল সম্পাদন বা উল্লেখযোগ্য সম্পাদন করে থাকতে হবে ঃ (১) তিনটি অনুরূপ কাজ যাদের প্রত্যেকের ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৩০%-এর কম নয়, বা (২) দু'টি অনুরূপ কাজ যাদের প্রত্যেকের ব্যয় বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৪০%-এর কম নয়, বা (৩) একটি অনুরূপ কাজ যার ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৬০%-এর কম নয়। **আর্থিক যোগ্যতামান ঃ** টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার V/N বা 'V', যেটি কম হবে, তার সমতুল্য হবে, যেখানে V-টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূলমান কোটি টাকায়, N-যে কাজের জন্য বিড আহ্বান করা হয়েছে তা সম্পাদনের নির্ধারিত বছরের সংখ্যা। গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার গণনা করা হবে "পরীক্ষিত ব্যালান্স শীট অনুসারে পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরের মোট চুক্তিভিত্তিক প্রাপ্ত অর্থের" গড় হিসাবে। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শীট প্রস্তুতি/পরীক্ষা না হয়ে থাকলে পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের পরীক্ষিত ব্যালান্স শীট-কে গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার হিসাবের ক্ষেত্রে গণ্য করা হবে। টেন্ডারদাতাকে অ্যানেক্সার-VIB অফ জিসিসি ২০২২ (আলোচ্য টেন্ডার নথির ফর্ম-৬) অনুসারে প্রয়োজনীয় তথ্য জমা দিতে হবে ও তৎসহ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা যথাযথভাবে শংসয়িত পরীক্ষিত ব্যালান্স শীটের প্রতিলিপি/পরীক্ষিত ব্যালান্স শীট দ্বারা যথাযথভাবে সমর্থিত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর শংসাপত্র জমা দিতে হবে। **জমাযোগ্য অন্যান্য নথি ঃ** টেন্ডার নথিতে যেরূপ উল্লিখিত। **অনুরূপ কাজ ঃ** "প্যানেল ইন্টারলকিং বা রুট রিলে ইন্টারলকিং বা ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং বা আইবিএইচ বা অটোম্যাটিক সিগন্যালিং বা এলসি গেট ইন্টারলকিং বা এএফটিসি বা এসএসডিএসি বা এমএসডিএসি" সম্পর্কিত যে কোন কাজ আলোচ্য টেণ্ডারের ক্ষেত্রে অনুরূপ কাজ হিসাবে বিবেচিত হবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** টেন্ডারদাতাকে টেন্ডার প্রস্তাবের সাথে টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত যোগ্যতামান পূরণের দাবীর সমর্থনে নথি জমা দিতে হবে। টেন্ডারদাতা কর্তৃক জমা দেওয়া যোগ্যতাসূচক তথ্যের সমর্থনে প্রদত্ত নথি/শংসাপত্রের প্রতিলিপির প্রতিটি পাতা টেন্ডারদাতা কর্তৃক বা টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি কর্তৃক স্ব-প্রত্যয়িত/ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্ব-প্রত্যয়ন স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প ও তারিখ (প্রতিটি পাতায়) সমন্বিত হতে হবে।

(SDAH-96/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

সুন্দরবনের ৫০০ জন মহিলা চাষিদের হাতে উচ্চ ফলনশীল বীজ ধান তুলে দেওয়া হলো

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২১ জুনঃ সুন্দরবনের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তফসিলি সম্প্রদায়ের ৫০০ জন মহিলা চাষীদের হাতে উচ্চ ফলনশীল বীজ ধান তুলে দেওয়া হলো। আসন্ন বর্ষার মরশুমে সুন্দরবন এলাকায় যখন উচ্চ ফলনশীল বীজ ধান সংগ্রহের জন্য চাষীরা হন্যে হয়ে বীজ ধানের খোঁজ করছেন এরকম একটি মুহূর্তে সুন্দরবন এলাকার অগ্রণী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান কুলতলি মিলন তীর্থ সোসাইটির উদ্যোগে কেন্দ্রীয় পাট ও সহযোগী তন্তু অনুসন্ধান সংস্থার সহায়তায় সুন্দরবনের গরীব ৫০০জন মহিলা চাষীদের হাতে উচ্চ ফলনশীল বীজ ধান তুলে দেওয়া হল শুক্রবার কুলতলিতে মিলন তীর্থ সোসাইটির সভাগৃহে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। চাষের শুরুতে উচ্চ ফলনশীল বীজ ধান পেয়ে মহিলা চাষিরা খুবই খুশি। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় পাট ও সহযোগী তন্তু অনুসন্ধানকারী সংস্থার অধিকর্তা ডঃ গৌরাঙ্গ কর বলেন,

আমাদের সংস্থা মূলত সমগ্র দেশ জুড়ে পাট ও সহযোগী তন্তু অনুসন্ধান নিয়ে গবেষণা করে আসছে। সুন্দরবন দেশের পিছিয়ে পড়া কৃষি প্রধান এলাকা গুলির মধ্যে অন্যতম। এক্ষেত্রে আমাদের সংস্থার পক্ষ থেকে এদিন উচ্চ ফলনশীল ২টি স্বর্ণ এম টি ইউ ৭০২৯ ভ্যারাইটি বীজ ধান ৫০০ জন তফসিলি সম্প্রদায়ের মহিলা চাষীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আগামী দিনগুলিতে আমাদের সংস্থা সাধ্যমত পিছিয়ে পড়া সুন্দরবন এলাকার মহিলাদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে কুলতলি মিলন তীর্থ সোসাইটির সহযোগিতায় এই কাজ করবে। এদিন ড.গৌরাঙ্গ কর আরো বলেন, মহিলাদের ভিন্ন ভিন্ন স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে সুন্দরবনের হস্তশিল্পের মাধ্যমে আয়ের উৎস তৈরি করতে হবে। আই সি এ আর ক্রাইজাফ প্রশিক্ষণের ব্যাপারে সহযোগিতা করবে। তিনি কুলতলি মিলন তীর্থ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বিশিষ্ট সমাজসেবী লোকমান মোল্লার ভুয়োসী প্রশংসা করেন।এ দিন বীজ ধান পেয়ে এক মহিলা চাষী মঞ্জু দাস বলেন সুন্দরবন এলাকায় সার্টিফাইড বীজ ধান পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে আমাদের এই বীজ ধান ভীষণ কাজে লাগবে। মিঠু মন্ডল,অনিমা দাস, মৌসুমী বৈদ্যেরা বীজ ধান পেয়ে আনন্দিত। তাঁরা বলেন ইতিপূর্বে কোনদিন আমরা উচ্চ ফলনশীল সার্টিফাইড বীজ পাই নাই এই প্রথম আমরা সার্টিফাইড বীজ পেলাম। আমরা চাষ করে আরো বীজ তৈরি করবো। এলাকার চাষীদের কে আগামী বারে সরবরাহ করতে পারব বলে আমাদের বিশ্বাস। এদিন এই বিষয়ে কুলতলি মিলন তীর্থ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি লোকমান মোল্লা বলেন, সুন্দরবন এলাকায় ধান চাষেই একমাত্র ভরসা, কিন্তু দুঃখের হলে ও সত্য সার্টিফাইড বীজ না পাওয়ার ফলে ধান চাষের ফলন কমছে,কৃষকের লোকসান হচ্ছে , কৃষকরা চাষের উৎসাহ হারাচ্ছে ,যার ফলশ্রুতিতে কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত যুবক-যুবতীরা ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে পাড়ি দিচ্ছে, আমাদের সোসাইটি তাঁর জন্ম লগ্ন থেকে মহিলাদের স্বশক্তি করনের লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। আজ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী তফসিলি সম্প্রদায়ের ৫০০ জন মহিলা চাষীদের হাতে ক্রাইজাফের সার্টিফাইড বীজ তুলে দিতে পেরে খুশি।

সুন্দরবনবাসীদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই, সুন্দরবনের কৃষক সমাজকে রক্ষা করতে গেলে একধারে সার্টিফাইড বীজ অন্যধারে উন্নত প্রযুক্তি সহায়তা করা একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় সুন্দরবনের আর্থ সামাজিক পরিকাঠামো আগামী দিনে প্রভূত ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা আছে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল-২২-২৪, তারিখ ২০.০৬.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ আর্থিকভাবে নিম্নলিখিত কাজ সম্পূর্ণ সম্পাদন করার জন্য সমর্থ এবং বৈধ ইলেক্ট্রিক কন্ট্রাক্টর লাইসেন্স আছে এরূপ নামী টেন্ডারদাতাদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ও তার অবস্থান ঃ** আসানসোল ডিভিসনে প্রচলিত স্ট্রিট লাইট থেকে এলইডি স্ট্রিট লাইটে বদল এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৫১,৭৮,৭৫২.৮৬ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,০৩,৬০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **বন্ধের এবং খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১২.০৭.২০২৪ তারিখে বেলা ১১টা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৬ মাস। রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ দেখা যাবে।

(ASN-93/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ চুক্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে আইআরইপিএস পোর্টাল অর্থাৎ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিবরণ নিম্নরূপঃ **অকশনের ক্যাটিগরি ঃ** বাণিজ্যিক প্রচার (বিজ্ঞাপন)। **ই-অকশন ক্যাটালগ নংঃ এএসএন-এডিভিটি-০৫-০৭। অকশন শুরুর বিবরণঃ** ০৫.০৭.২০২৪ সকাল ১০.৩০ মিনিট। **স্টেশনের নাম/অবস্থান/ট্রেন নং ও এসএলআরঃ আরডিএন নন ডিজিটাল–** জোড়ামৌ, ঘোরমারা, জামা, মথুরাপুর, রজলা, পাঁচরা, ভীমগড়া, চান্দন, গলসী, কটোরিয়া, সুগাপাহাড়ি ৭/১১, চিনপাই, বাসুকীনাথ, সুগাপাহাড়ি ৬/৩, শঙ্করপুর, কাসীটাঁড় হল্ট, কালুবাথান, কালীপাহাড়ী, বরাকর, বারাবানী, ককবারা, সতসঙ্গ নগর, তপসী, করৌসা, সোনাচারা, থাপরনগর, নিউ নাওয়াডীহ, কৃষ্ণ বল্লভ হল্ট, মহেশমুন্ডা, উখরা, রূপনারায়ণপুর, নিউ মদনপুর, চন্দনপাহাড়ি, নরগঞ্জো, পান্ডবেশ্বর, মানকর, রাজবাঁধ, জগদীশপুর, ছোটাআম্বোনা, বরাচক, ওয়ারিয়া, মদনকাটা, সিমুলতলা, মুগমা, টেলওয়া বাজার হল্ট, কুমারডুবি, কাজোড়া গ্রাম, মোহনপুর, কুমরাবাদ রোহিনী, পারাজ, চিনপাই, সীতারামপুর, ভালুয়া স্টেশনের অভ্যন্তরে। **ওওএইচ (আউট অফ হোম)–** রূপনারায়ণপুর, কুলটি, টেলওয়া বাজার হল্ট, উখরা, ওয়ারিয়া, কটোরিয়া, সালানপুর, সীতারামপুর, রাজবাঁধ, পারাজ, বিদ্যাসাগর, অন্ডাল জংশন, সিমুলতলা, কাজোড়া গ্রাম, চান্দন, গলসী, কালীপাহাড়ী, পারাজ, কুমারডুবি, পান্ডবেশ্বর, থাপরনগর। **মোট ৭৪টি অ্যাসেট ঃ** আরডিএন (নন ডিজিটাল) অ্যাসেটের সংখ্যা ঃ ৫৩। ওওএইচ (আউট অফ হোম) অ্যাসেটের সংখ্যাঃ ২১। সম্পূর্ণ বিবরণ ও প্রদত্ত সূচি অনুযায়ী উপরোক্ত ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য সকল সম্ভাব্য বিডারগণ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখতে পারেন।

(ASN-95/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২০২ সংখ্যা, শনিবার, ৭ আষাঢ়, ১৪৩১

বিস্মৃত রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় উনিশ শতকের অন্যতম বাঙ্গালী মনীষী। তিনি ছিলেন ইয়ং বেঙ্গল দলের সদস্য, শিক্ষাবিদ, ভাষাতত্ত্ববিদ ও খ্রিষ্ট ধর্মপ্রচারক। হিন্দুধর্মের বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে তিনি কলম ধরেছিলেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দের কলকাতার ঝামাপুকুর নামক স্থানে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তার মাতামহ রামজয় বিদ্যাভূষণ তৎকালপ্রসিদ্ধ কলকাতার জোড়াসাঁকো নিবাসী শান্তিরাম সিংহের (কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রপিতামহ) সভাপণ্ডিত ছিলেন। কৃষ্ণমোহনের পিতা জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪ পরগণা জেলার নবগ্রাম নামক গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতি দেবীকে বিবাহ করে তিনি শ্বশুরালয়ে বাস করতে থাকেন। উক্ত দম্পতির কৃষ্ণমোহন ব্যতীত আরও দুটি পুত্র ও একটি কন্যা ছিল।তাদের মধ্যে ভুবনমোহন ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ এবং কালীমোহন কনিষ্ঠপুত্র ছিলেন। পরবর্তীকালে কৃষ্ণমোহনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কালীমোহনও খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা নেন। বংশবৃদ্ধি হওয়াতে জীবনকৃষ্ণ শ্বশুরালয় ত্যাগ করে গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে একটি আবাসগৃহে নির্মাণ করে অতি ক্লেশে পরিবার প্রতিপালন করতে থাকেন। এইসময় তার স্ত্রী শ্রীমতী দেবী গৃহকার্যের সাথে সাথে বেতের দড়ি পাকিয়ে, পৈতের সুতো তৈরী করে কিছু কিছু উপার্জন করতেন এবং তার দ্বারা সংসার নির্বাহ করতে সহায়তা করতেন। ১৮১৯ সালে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কালীতলায় ডেভিড হেয়ার প্রতিষ্ঠিত স্কুল সোসাইটি ইস্টিটিউশনে ভর্তি হন। অল্পদিনের মধ্যে তার প্রতিভার পরিচয় পেয়ে ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে হেয়ার তাকে নবনির্মিত হেয়ার স্কুলে ভর্তি করে দেন। এরপর ১৮২৪ সালে তিনি স্কুল সোসাইটির অবৈতনিক ছাত্ররূপে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। ডিরোজিও হিন্দু কলেজে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করলে অন্যান্য ছাত্রদের মত কৃষ্ণমোহনও তার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং নব্যবঙ্গ দলের অগ্রগণ্য সদস্য হয়ে ওঠেন। পরবর্তীকালে একাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি তার যুবক সভ্যদের নেতৃত্ব দিতে থাকেন। ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে কলেরা রোগে কৃষ্ণমোহনের পিতার মৃত্যু হয়। ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি হিন্দু কলেজ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে হেয়ারের স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঠাকুর ''রিফর্মার'' নামে সংবাদপত্র বার করলে তিনি তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ওই বছর মে মাসে ''ইঙ্কোয়েরার'' নামে একটি পত্রিকা বার করেন এবং তাতে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজ সম্পর্কে সমালোচনা করেন। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি একটি বিদ্রূপপূর্ণ পুস্তক প্রকাশ করে তাতে রাধাকান্ত দেবকে গাধাকান্ত দেব নামে অভিহিত করেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে ডিরোজিওর শিষ্যদের আড্ডা ছিল। একদিন তারা মহাবিভ্রাট বাধালেন।১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে আলেকজান্ডার ডাফ কলকাতায় এসে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে শুরু করেন। রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন এবং পরে মাইকেল খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন।

রবীন্দ্রনাথ তথ্যচিত্রে সত্যজিৎ

এখনকার মতন পেসমেকার থাকলে হয়তো আরও অনেকদিন বাঁচতেন তাঁর মা, আক্ষেপ করেছিলেন সত্যজিৎ রায়। সত্যজিৎ রায় যখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওপর ডকুমেন্টারি তৈরি করছেন তখন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তাঁর মা সুপ্রভা দেবী, ছবিটা তিনি দেখে যেতে পারেন নি, সত্যজিৎ রায়ের ভাষায় গানকে ভালোবাসা আর কাজকে ভালোবাসা এ দুটো মা তাঁকে দিয়েছেন। সত্যজিৎ রায়ের বাবা সুকুমার রায় কে আমরা চিনি তাঁর মৃত্যুহীন সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে। তিনি সরস ও সজীবতার মূর্ত প্রতীক। আড়াই বছর যমে মানুষে টানাটানি হয়েছে,কালাজ্বরের তখন চিকিৎসাও ছিল না। নিজের প্রথম বই 'আবোলতাবোল' বই আকারে প্রকাশিত হওয়া তিনি দেখে যেতে পারেন নি,যদি পারতেন নিশ্চিতভাবে বলা যায় অসম্ভব খুশি হতেন কি অনবদ্য সৃষ্টি তিনি করেছেন। আবালবৃদ্ধ বনিতা উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী,সুকুমার রায়,সত্যজিৎ রায়,লীলা মজুমদারকে যতটা চেনেন, হয়তো সত্যজিৎ জননী সুপ্রভা দেবী কে একই ভাবে চেনেন না! কালীনারায়ণ গুপ্তর নাতনি সুপ্রভা দেবী অসাধারণ প্রতিভা ছিলেন। মাসি কণক দাশের থেকে সুপ্রভা দেবীর ভাল গলা ছিল,কিন্তু অকালবৈধব্য ও দারিদ্র্য সব নষ্ট করে দিয়েছিল এই বক্তব্য তাঁর কিংবদন্তি পুত্রের। মানিকবাবুদের ব্যবসা তখন উঠে গিয়েছে,পৈত্রিক বাড়ি ছেড়ে সুপ্রভা দেবী ছেলে কে নিয়ে ছোট ভাইয়ের আশ্রয়ে এলেন। লেডি অবলা বসু কে ধরে নিজে চাকরি নিলেন বিদ্যাসাগর বাণীভবনে। সেলাইটা জানতেন, এমব্রয়ডারি করে সত্যজিৎ রায় কে বড় করেছেন, পরিশ্রম করতেন ভোর থেকে রাত পর্যন্ত। বহুমুখী প্রতিভার নারী সুপ্রভা দেবীর গুণের শেষ নেই। ১৪বছর বয়সে মানিকবাবু ম্যাট্রিক পাশ করেছেন, ৯বছরে তাঁকে বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে ক্লাস ফাইভে ভর্তি করা হয়। এর আগে তাঁর পড়াশোনা যেটুকু শেখা সবটাই মায়ের কাছে। অভাব থাকলেও সুপ্রভা দেবী ছেলেকে ভাল স্কুল, কলেজে পড়িয়েছেন। মা অবশ্য শেষ পর্যন্ত চাকরি ছেড়েছিলেন, সত্যজিৎ রায় মহাশয় ডি জে কিমারে চাকরি পাওয়ার পর আর তাকে আর চাকরি করতে দেন নি। প্রথম পদ জুনিয়র ভিসুয়ালাইজার বেতন ৬৫টাকা সঙ্গে ১৫টাকা ডি এ। চাকরি জীবনে উন্নতির শিখরে পৌঁছতে থাকেন,বাড়তে থাকে বেতন,'পথের পাঁচালী'-এর পরে যখন চাকরি ছেড়ে দিলেন তখন বেতন দু'হাজার টাকা।১৯৫৫সালে 'পথের পাঁচালী' মুক্তি পাবার পরে সত্যজিৎ রায় বিজ্ঞাপন জগতের কাজ ছেড়ে দেন। নেপথ্যের কারণ হল বিজ্ঞাপন করতে গেলে ক্লায়েন্টদের চাহিদা অনুযায়ী জিনিস তৈরি করতে হত।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

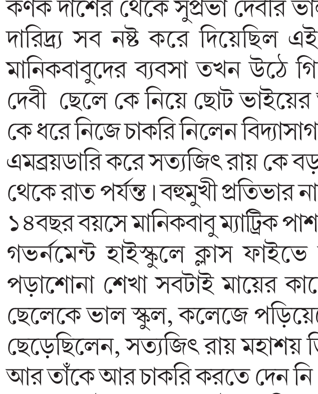

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বললেন, যিনি কর্মবীর তিনি জগতে কাউকে ভয় পান না। তিনি নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে পারেন সামনের দিকে। কাজ করলে তার শুভ ফল পাওয়া যায়। ভালো কাজে ভালো ফল আসবে। খারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া যাবে। কর্ম করে যেতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। কর্ম করতে হবে। সৎ কর্ম করতে হবে। যতদিন বাঁচি ততদিন কাজ করি। এটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। সেই পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে মানব জাতিকে। গীতায় বলেছে কর্মযোগের কথা। কর্মযোগের সাধনা করতে হবে। এক নিষ্ঠভাবে কাজ করতে হবে। কাজের সাধনা করতে হবে। কর্মই সাধনা।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মা হচ্ছেন সর্বশক্তির অধিকারিনী। তিনি শক্তি দিয়ে থাকেন। তিনি শক্তি দেন বলেই তাঁর সন্তানরা মাথা উঁচু করে চলাফেরা করতে পারে। তিনি আছেন বলেই শত্রুকে বিনাশ করা সম্ভব হয়। তিনি আছেন বলেই শুভ শক্তির উদয় ঘটে। তিনি হচ্ছেন ভারত এত শক্তিশালী। তিনি সব কিছু সহ্য করতে পারেন। মা ভবতারিনীর আরতি হওয়ার আগে মা সারদাকে পুজো করতেন ঠাকুর। নারী জাতিতে সম্মানে রাখলে একটি সমাজ সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকে। স্ত্রী জাতি কাউকে দোষরোপ করে না। স্ত্রীজাতি কাউকে ঘৃনা করতে শেখায় না। মা ভবতারিনীর স্নেহ, ভালোবাসা এবং প্রীতি হচ্ছে অলঙ্কার। এই অলঙ্কার আছে বলে স্ত্রীজাতি সবার উপরে স্থান গ্রহণ করে থাকেন। মা ভবতারিনী হচ্ছেন চক্ষু দানকারী। তিনি চোখ দিয়ে জগতকে চেনাতে শেখান। তিনি আছেন বলেই তার সন্তানরা শক্তিশালী এবং বলবান হয়ে থাকেন। মা তার সন্তানদের জ্ঞান চক্ষু দান করে থাকেন। তিনি আছেন বলে জগত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বসু বিজ্ঞান মন্দিরের বিজ্ঞান চর্চা উন্নতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন ডাক্তার নীলরতন

রবীন্দ্র কুমার শীল

কলকাতার মধ্যে ১১৭ নম্বর বউবাজার স্ট্রিটের একটি বাড়িতে গড়ে উঠেছিল 'ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুল'। ১৮৮৭ সালে এই চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষার প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেছিলেন রাধাগোবিন্দ কর (ডাক্তার আরজি কর)। ১৮৯২ সালে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নতুন সেশন শুরু হযে চলেছে। নবাগত ছাত্রদের কাছে প্রারম্ভিক বক্তৃতা দেওয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন একজন চিকিৎসক শিক্ষক। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩১ বছর। তিনি নতুন ছাত্রদের সমানে ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন,' প্রথম আপনাদের এমনভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে যে প্রত্যেক বস্তুর আকার, পরিমাণ, বর্ণ, কঠিনতা, আস্বাদন ইত্যাদি তাহাতে পরিস্কারভাবে অঙ্কিত হয়, প্রত্যেক ধারনা যাহাতে নির্দিষ্ট ও পরিস্কার হয়। তদ্বিষয়ে আমাদিগকে ও আপনাদিগকে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। এইভাবে মনকে প্রস্তুত করিয়া প্রথমে এই শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক ভাগ শিক্ষা করিতে হইবে। তারপর এক একটি করিয়া মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া, প্রত্যেক সন্ধি, প্রত্যেক মাংসপেশী, প্রত্যেক শিরা, ধমনী, স্নায়ু ও আভ্যন্তরিক যন্ত্রের আবিস্কৃত অবস্থিতি মনে ধারনা করিতে হইবে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। অতঃপর প্রত্যেক শরীর বিধানের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ সকল দ্বারা পরীক্ষা করিয়া তাহাদের আকার, গঠন ওবং তৎসম্পর্কীয় আরও অনেক বিষয় শিক্ষা করিতে হইবে। এইভাবে শরীরের আবিস্কৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া পরে রগ্ন দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া, রুগ্ন অবস্থায় কোন যন্ত্রের ও কোন নিদানের কী অবস্থা হয় তাহা দেখিতে হইবে। নীরোগ অবস্থা বা রুগ্ন অবস্থায় নানা প্রকার বিধানের পার্থক্য না জানিলে চিকিৎসাকার্য চলিতে পারে না। এই পার্থক্য মনের সম্মুখে রাখিয়া উপযুক্ত ঔষধাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই রূপে সুস্থ শরীরতত্ত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শিক্ষা করিয়া রোগ নিবারকদ্রব্যাদির জ্ঞানলাভ করিতে হইবে।'

'উপরিউক্ত সকল বিষয়ই আপনাদিগকে নিজের হাতে শিক্ষা করিতে হইবে। এজন্য কখনও নানা বৃক্ষলতাসুশোভিত কাননে, কখনও বা ব্যবচ্ছেদ ঘরের পূর্তিগন্ধময় বায়ুতে, কখনও বা মুমূর্ষু রোগীর পার্শ্বে, কখনও বা শিক্ষামন্দির ইত্যাদি স্থানে প্রকৃতির হস্ত হইতে আপনাদিগকে সত্য আহরণ করিতে হইবে। এ বিষয়ে অধ্যাপকগণ আপনাদিগদের সহায়তা করিবে মাত্র।'। আমাদের আশা হয়, কলিকাতা মেডিকেল স্কুল কলে বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে শত শত সুচিকিৎসক প্রেরণ করে আমাদের দেশের এই দুর্দশা দূর করিতে কিছু পরিমানে কৃতার্থ হইবেন।' এই অসাধারণ বক্তৃতার মাধ্যমে বুঝতে পারা যায় যে নবাগত ছাত্ররা কোন পথ ধরে শিক্ষা গ্রহণ করলেসুচিকিৎসক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ষোল আনা সফল হতে পারে। তখন বর্তমান কালের মতো এত অত্যাধুনিক চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ছিল না। যেসব চিকিৎসার যন্ত্রপাতি তা অতি সামান্য। কিন্তু সেই সময়ে যেসব আসাধারণ চিকিৎসক

বাংলায় মাটিতে প্রকাশ পেয়েছিল তা আজকেও তাঁদের নাম স্মরণ করতে হচ্ছে। কারণ তাঁরা ছিলেন প্রকৃত অর্থে চিকিৎসক সেবক। চিকিৎসাকে সেবা হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। পেশা হিসাবে নয়। বর্তমান কালে অধিকাংশ ছাত্ররা পেশা হিসাবে চিকিৎসাকে গ্রহণ করে থাকে। তার ফলে অচিরেই দেশের জনগণ তাদেরকে মনের মণিকোঠা থেকে সরিয়ে দেয়। কিন্তু সুবক্তা এবং গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকার নীল রতন সরকার এখন ভারতের চিকিৎসা মহলে সুপরিচিত একটি নাম। চিকিৎসা শাস্ত্র অধায়ন করতে এসে ছাত্ররা ঠিক কোন কোন বিষয়ের ওপরে গভীর ভাবে মনোযোগ দেবে তা নিয়ে এই বক্তৃতা প্রকাশ পেয়েছিল ১৮৯২-৯৩ সালে বাংলা ভাষায় চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা 'ভিষক দর্পণ' এর অতিরিক্ত পত্রে। সুবক্তা নীল রতন সরকারের এই বক্তৃতাটিই ছিল চিকিৎসা বিজ্ঞান ছাত্রদের কাছে একটি পাঠ্য পুস্তক স্বরূপ। বাংলায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের বই তৎকালীন সময়ে ছিল ল অপ্রতুল। তবুও কলকাতা মেডিকেল কলেজে বাংলা বিভাগ খোলা হয়েছিল। তার পরীক্ষক ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। ডাক্তার নীল রতন সরকারের এই বক্তৃতাটি 'বঙ্গে চিকিৎসা এবং চিকিৎস ব্যবসায়' নামে শিরোনামে প্রকাশ লাভ করে। ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুলের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন নীল রতন সরকার। আরও বহু চিকিৎসক এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁরা হলেন ডাক্তার রাধা গোবিন্দ কর, ডাক্তার সুন্দরী মোহন দাশ, ডাক্তার জগবন্ধু বসু, ডাক্তার লালমাধব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের রোগীর পাশে থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে যেতে হতো চাঁদনি হাসপাতালে কিংবা মেয়ো হাসপাতালে। ১৮৯৭ সালে ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুল উঠে গেল ২৯৮ নম্বর আপার সারকুলার রোডে বর্তমানে এর নাম আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় রোড। সঙ্গে খোলা হয়েছিল একটি ছোট হাসপাতাল। সেখানে রোগীদের ভর্তি করা হতো। ১৯০৩ সলে বেলগাছিয়াতে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থানান্তরিত হয়। ১৬৫ বউবাজার স্ট্রিটে আরও একটি চিকিৎসা শিক্ষালয় স্থাপন করা হল। প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন নীল রতন সরকার। সঙ্গে ছিলেন বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট চিকিৎসক। অন্যান্যদের মতো তিনিও চাইছিলেন কলকাতা মেডিকেল কলেজের মতো আরও একটি উন্নতমানে চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হোক যেখানে এদেশের চিকিৎসকগণ থাকবেন শিক্ষক মণ্ডলীতে। স্বদেশি চিকিৎসকদের দিয়ে তৈরি করা হবে এই হাসপাতাল। তারা চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা দেবেন এবং রোগীদের চিকিৎসা করবেন। বিদেশি চিকিৎসকদের ওপরে নির্ভরতাকে কমাতে হবে। ছাত্ররা পাশ করেই এই হাসপাতালে যোগ দেবেন এবং উজ্জ্বল চিকিৎসক হয়ে দেশের সম্মানকে আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যাবে। এই কলেজটির নামকরণ করা হল ' কলেজ অব ফিজিসিয়ানস্ অ্যান্ড সার্জনস অব বেঙ্গল'। নীল রতন সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন আর প্রথিতযশা চিকিৎসক ডাক্তার সুরেশ প্রসাদ সর্বাধিকারী। কিছুদিনের মধ্যে কলেজটির ঠিকনা হল ২৯৪ আবার সাকুলার রোড। আজকে যেখানে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় এবং ফেডারেশন হল সেখানে উঠে গিয়েছিল কলেজটি। ১৮৯৭-৯৮ সালে প্রথম এলএমএফ পরীক্ষার পরীক্ষকের তালিকায় ছিলেন - শরীরতত্ত্ব ঃ নীল রতন সরকার, এম.এ, এমডি। এসবি মিত্র, এমবিবিএস (লণ্ডন), রসায়নে -চুনীলাল বসু, এমবি, এফসিএম, সত্যেন্দ্রনাথ সেন এমবি। শরীরতত্ত্বেঃ এসপি সর্বাধিকারী বএ, এমডি, ডিএফসিইউ, সুরথচন্দ্র বসু এম.এ, এমবি ইত্যাদি। ১৯০৪ সালে 'ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুল' এবং 'কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ অ্যাণ্ড সার্জনস্ অব বেঙ্গল' দুটি চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মিলে নাম হল 'ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুল অ্যাণ্ড কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ অ্যাণ্ড সার্জনস্ অব বেঙ্গল'। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাংলায় চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বাংলায় চার বছর এবং ইংরেজেতিতে পাঁচ বছর শিক্ষা দান করা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। ১৯১৬ সালে এই কলেজটি বেলগাছিয়া মেডিকেল কলেজ নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৯১৯ সালে এই কলেজর নাম আবার পরিবর্তন করা হল। নাম হল 'কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ'। ১৯২২ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত এই কলেজ পরিচালনা সমিতির সভাপতি ছিলেন নীলরতন সরকার। ডাক্তার সরকার সারা জীবন ধরেই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' পরিচালক কমিটির সদস্য ছিলেন। আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস ছিলেন তাঁর বন্ধু। তাঁর সঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খুবই বিশ্বাস করতেন নীল রতন সরকারকে। নীল রতন সরকার 'বিশ্বভারতী'র প্রধান ট্রাস্ট ছিলেন। তিনি 'রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজ', 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্যা কাল্টিভেশন অব সায়েন্স' যাদবপুর জাতীয় শিক্ষা পরিষদ' ইত্যাদি বহু নামী প্রতিষ্ঠানের পরিচালন বিভাগের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠা করর‍া জন্য বহু অর্থ দানও করেছিলেন। স্যার তারকনাথ পালিত, স্যার রাসবিহারী ঘোষ এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় গড়ে উঠেছিল। সেই সময়েকার বিখ্যাত পত্রিকা 'প্রবাসী'র সম্পাদক কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর জামাতা। তিনি লিখেছিলেন-'' জাতীয় শিক্ষা পরিষদ এবং বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউটের (এখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) আদি প্রতিষ্ঠাদিগের মধ্যে অন্যতম ছিলেন নীল রতন সরকার। বেঙ্গল টেকনিক্যাল স্থান পাইয়াছিল তারকনাথ পালিতের ঐ আপার সারকুলার বোরেড গৃহে ও উহার সংলগ্ন বিস্তৃত জমিতে। কিন্তু তখন আয় প্রায় কিছুই ছিল না। তখনকার ছাত্রদের কাছে শোনা যায় যে একমাত্র আয় ছিল সকাল হইতে বেলা একটা পর্যন্ত ডাক্তার সরকারের সমস্ত উপার্জন।' ১৮৯৩ সালে নীল রতন সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হয়ে ছিলেন। পরে ১৯১৯-১৯২১ সাল পর্যন্ত তিনি এর উপাচার্য হয়েছিলেন। ১৯২৪ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত পোস্ট গ্রাজুয়েট কাউন্সিল অব আর্টস এর সভাপতি। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত ডিন অব ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্স। লণ্ডনে এম্পায়ার ইউনির্ভাসিটিজ কংগ্রেসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। ওই বছরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডিসিএল এবং এডিনবার্গ বিশ্ব বিদ্যালয় তাঁকে এসএলডি উপাধিতে ভূষিত করে।

নীলরতন সরকার জন্মগ্রহণ করেন ১ অক্টোবর ১৮৬১ সালে। ১৮৭৬ সালে তিনি এন্ট্রান্স পাশ করেন। আর্থিক অনটনের কারণে তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে পারেননি। ভর্তি হলেন ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলে। ১৮৮০ সালে তিনি সেখান থেকে বাংলা বিভাগে ডাক্তারি পাশ করেন। তিনি চুপ করে বসে থাকলেন না। পরে তিনি এফএ, বিএ পাশ করে চাতরা স্কুলে প্রধান শিক্ষকতার পদ গ্রহণ করেছিলেন। সরোজিনী নাইডুর পিতার ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত গ্রে স্ট্রিটের একটি স্কুলে শিক্ষকতা করতে শুরু করলেন। ওই স্কুলে নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) তাঁর সহকর্মী ছিলেন। তিনি থেমে থাকলেন না। কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে পারেনি অর্থাভাবের জন্য। মনের সেই ক্ষোভকে প্রশমন করলেন। ১৮৮৫ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেন এবং এমবি পাশ করলেন ১৮৮৮ সালে। এরপরও তিনি থেমে থাকলেন না। ১৮৮৯ সালে এমএ পাশ করলেন এবং শেষে ১৮৯০ সালে এমডি ডিগ্রি লাভ করলেন। সারা জীবন ধরেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উন্নতির জন্য পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন।

ডাক্তার নীল রতন সরকারের ভাগ্নে প্রশান্ত মহলানবিশ তাঁর মামার সম্পর্কে লিখেছেন, ' যদিও তিনি সারা জীবন ডাক্তারি করেছেন, এই বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ছিল আন্তরিক। তাঁর মনও ছিল এক্সপেরিমেন্টাল- সব বিষয়ে নতুন নতুন উপায়ে পরীক্ষা করে দেখতে ভালোবাসতেন। শেষ বয়স পর্যন্ত দেখেছি শেখবার জন্য জানবার জন্য তার কৌতুহল। নানা বিষয়ে নতুন নতুন বই কিনতেন এবং কর্মস্থল জীবনের সামান্য অবসরটুকু কাটতো এই সব বই পড়ে। সব সময়ে খোঁজ নিতেন দেশের কোথায় কেমনভাবে বিজ্ঞান চর্চা চলছে। কোথাও কোনও ভালো কাজ হয়েছে শুনলে তাঁর মন খুশিতে ভরে উঠত। মহেন্দ্রলাল সরকারের সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। আর বসু বিজ্ঞান মন্দিরের সঙ্গেও চিরদিন ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। বিজ্ঞান -মন্দির প্রতিষ্ঠা হওয়ার অনেক আগে থেকেই জগদীশচন্দ্র বোসের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব। বন্ধুকে নানা রকম সাহায্য করেছেন।' ভগিনী নিবেদিতা তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন।

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ছিলেন তাঁর ছাত্র। ১৯০৬ সালে বিধানচন্দ্র রায় যখন মেডিকেল কলেজ থেকে এলএমএফ পরীক্ষা দিচ্ছেন তখন তাঁর পরীক্ষক ছিলেন নীলরতন সরকার। ডাক্তার সরকারের চিকিৎসা-প্র্যাক্টিসের ৫০ বছর উপলক্ষ্যে তাঁর ছাত্র বিধান চন্দ্র রায় বলেছিলেন, ' আই হ্যাভ বিন স্যার নীলরতন'স পিউপিলস। হি হ্যাজ বিন মাই টিচার অ্যাণ্ড গাইডেড ইন দ্য প্রফেশনাল লাইফ। হি ওয়াজ মাই এক্সামিনার .....' । এই মহান ব্যক্তি ১৮ মে ১৯৪৩ সালে প্রয়াত হন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছিলেন খাঁটি বিজ্ঞানী যিনি স্বদেশের বিজ্ঞানচর্চা নিয়ে ভাবতেন

বিশেষ প্রতিবেদক

আমি ক্লাসে এতো করিয়া ছাত্রদের পড়াইলাম,যে পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপরে পড়িয়া চন্দ্র গ্রহণ হয়। তাহারা তা পড়িল,লিখিল,নম্বর পাইল,পাশ করিল। কিন্তু মজার ব্যাপার হইল যখন আবার সত্যি সত্যি চন্দ্রগ্রহণ হইল তখন চন্দ্রকে রাহু গ্রাস করিয়াছে বলিয়া তাহারা ঢোল করতাল শঙ্খ লইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

আমাদের দেশে বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞান মানসিকতার এই তফাৎ এখনো যে ভীষণভাবে প্রবল প্রায় ১০০ বছর আগেই তাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখি গিয়েছেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। শুধুমাত্র ভারতের আধুনিক রসায়ন চর্চার পথিকৃৎ হয়েই থেমে থাকেননি তিনি, ছিলেন ছাত্রদরদী শিক্ষক , শিল্পদ্যোগী এবং দেশীয় জাতীয়তা বাদের প্রবক্তা।

প্রফুল্লচন্দ্রর সমকালীন ভারতবর্ষ কিরকম ছিল তা এককথায় বলতে গেলে ডিকেন্সের ভাষায় বলতে হয় "It was the best of times– it was the worst of times". ১৮৬১ সালে যশোরের রাড়ুলি গ্রামে জন্ম হয়েছিল তাঁর। প্রফুল্লচন্দ্রর সমসাময়িক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, মদন মোহন মালব্য,আশুতোষ মুখার্জী, লালা লাজপত রাই এবং গান্ধীজী, শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সেই সময় আধুনিক চেতনা এবং জাতীয়তা বাদী চিন্তাধারার বিকাশ ঘটছে সারা দেশে।

অন্যদিকে ইংরেজ শাসনে শিক্ষা এবং কর্মজগতে ব্যাপক ভাবে বৈষম্যের শিকার হতে হত ভারতীয়দের। শিক্ষা বিভাগে তখন দুটি পর্যায়। Imperial service যা কিনা শ্বেতাঙ্গদের জন্য সুরক্ষিত আর Provincial service যা শিক্ষিত ভারতীয়দের জন্য পড়ে থাকতো। প্রথমটির মাইনে দ্বিতীয়টির দ্বিগুণ।

প্রফুল্লচন্দ্র গিলক্রিস্ট স্কলারশিপ নিয়ে এডিনবরা ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সুযোগ পান এবং ডি এস সি ডিগ্রি লাভ করে ভারতে আসেন। মনে রাখতে হবে সেই সময় এই স্কলারশিপ পেতেন হাতে গোনা কয়েকজন ভারতীয়, সেবারে প্রফুল্লচন্দ্রর সাথে পেয়েছিলেন আর একজন ভারতীয়। যোগ্যতম হওয়া সত্ত্বেও প্রফুল্লচন্দ্র Imperial Service এ যোগ দিতে পারেন নি। ১৮৮৯ সালে মাত্র ২৫০ টাকা মাইনেতে প্রেসিডেন্সি কলেজে

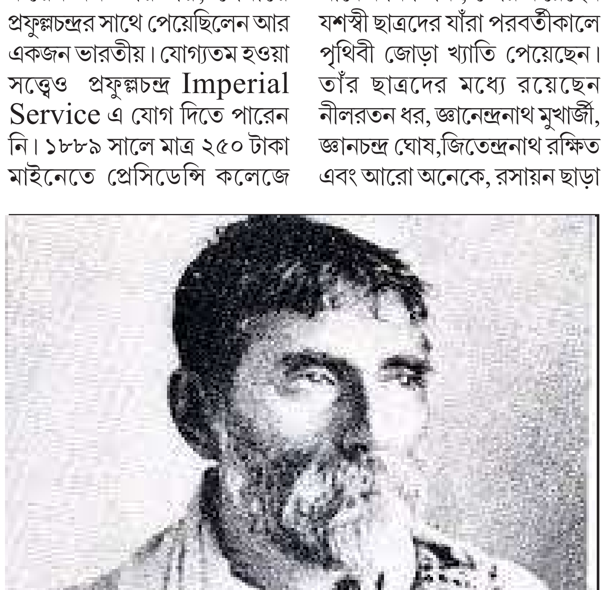

সাময়িক সরকারি অধ্যাপক পদে যোগ দেন তিনি। সেসময় প্রেসিডেন্সি ছিল রসায়ন চর্চার এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান এমনকি অন্য কলেজ থেকেও ছাত্ররা প্রেসিডেন্সিতে এসে লেকচার শোনার সুযোগ পেতেন। অধ্যাপক আলেকজান্ডার পেডলার হাতে কলমে রসায়নের পরীক্ষা করে দেখাতেন ছাত্রদের, প্রফুল্ল চন্দ্র শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন তাঁকেও। গবেষণার কাজে প্রফুল্ল চন্দ্রকে সাহায্য করতেন স্বয়ং জগদীশ চন্দ্র বোস। ১৮৯৪ সালে প্রফুল্লচন্দ্রর তৎপরতায় এডিনবরার আদলে প্রেসিডেন্সিতে রসায়নের নতুন ল্যাব তৈরি হয়। এর ঠিক দু বছরের মধ্যেই ১৮৯৬ সালে প্রফুল্লচন্দ্র আবিষ্কার করেন মারকিউরাস নাইট্রাইট, নেচার পত্রিকায় তা প্রকাশিত হলে সারা বিশ্বের রসায়নবিদদের মধ্যে প্রফুল্লচন্দ্রর নাম ছড়িয়ে পড়ে। শুধুমাত্র গবেষক হিসেবেই থেমে থাকেন নি তিনি , তৈরি করেছেন যশস্বী ছাত্রদের যাঁরা পরবর্তীকালে পৃথিবী জোড়া খ্যাতি পেয়েছেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন নীলরতন ধর, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জী, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ,জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত এবং আরো অনেকে, রসায়ন ছাড়া অন্য বিভাগে তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন মেঘনাদ সাহা এবং সত্যেন বোস। শান্তিস্বরূপ ভাটনগর তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন যদি তখনকার সব ভারতীয় রসায়নবিদদের যদি মতামত নেওয়া হতো যে নিজে দের মৌলিক গবেষণা করে পেপার পাবলিশ করার অনুপ্রেরণা তাঁরা কার কাছে পেয়েছেন তাহলে অধিকাংশই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রর নাম বলতেন। প্রসঙ্গত ভাটনগরের শিক্ষক অতুল চন্দ্র ঘোষের ও মেন্টর ছিলেন প্রফুল্ল চন্দ্র। সারা জীবনে তাঁর প্রায় ১২০ টি গবেষণা পত্র বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানের জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রফুল্লচন্দ্রর অমুল্য কীর্তি History of Hindu Chemistry। দুই খন্ডের এই সুবিশাল বইটিতে ভারতের রসায়ন চর্চার সুবিশাল ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি। অলস বাঙালী কে চাকরির মোহ ত্যাগ করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য ব্যবসা করার কথা সমসময় বলেছেন প্রফুল্লচন্দ্র, তৈরি করেছেন বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিকল ওয়ার্কস। উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় প্রযুক্তিতে ওষুধ ও কেমিক্যাল তৈরি করা আর শিক্ষিত যুবকদের চাকরির সুযোগ তৈরি করা। ১৮৯২ সালে যখন এই প্রতিষ্ঠান শুরু হয় প্রফুল্লচন্দ্র তখন প্রেসিডেন্সিতে কর্মরত। প্রতিদিন বিকেলে ক্লাস শেষ হওয়ার পর অফিসে আসতেন তিনি, খতিয়ে দেখতেন কাজকর্মের অগ্রগতি। প্রফুল্লচন্দ্রর ভাষায় কলেজ ল্যাব থেকে ফার্মেসি ল্যাবে তাঁর এই বিচরণ ছিল তাঁর দৈনন্দিন বিনোদন। আপার সার্কুলার রোডে খুব সামান্য পুঁজি নিয়ে বেঙ্গল কেমিক্যাল শুরু হয়েছিল, ১৯০১ সালে তা লিমিটেড লায়াবিলিটি কোম্পানি তে পরিণত হয় তখন কার আমলে তার পুঁজি ছিল প্রায় ২ লাখ। এরপর ফ্যাক্টরি আউটলেট তৈরি হয় মানিকতলা মেন রোডে । রাজশেখর বসু বাংলা সাহিত্যে আমরা যাকে পরশুরাম বলে চিনি একসময় ছিলেন এই ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার।

এবার আসি জাতীয়তাবাদী প্রফুল্লচন্দ্রর কথায়। এডিনবরা বিশ্ববিদ্লয়ে থাকাকালীন তিনি প্রতিযোগিতার জন্য একটি প্রবন্ধ লিখে জমা দেন যার বিষয় ছিল "India before and after the mutiny" . এতে ভারতে ব্রিটিশ রাজের তীব্র সমালোচনা করা ছিল। প্রবন্ধটি এতটাই প্রশংসিত হয় যে অন্য সব লেখাকে টপকে দ্বিতীয় পুরস্কার পান তিনি। প্রফুল্ল চন্দ্রর এই কৃতিত্বের উল্লেখ আছে।

বহু মজার ঘটনার সাক্ষী ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

বিশেষ প্রতিবেদক

একদিন রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয় ভৃত্য বনমালীকে বললেন 'আচ্ছা বনমালী,তুই কি জানিস যে আমি খুব বড়লোক? বনমালী জবাব দিল - হ্যাঁ বাবামশায়,জানি। আবার প্রশ্ন -'কিসে বড়লোক বলতো,দ্বারকা নাথের লাতি বলে'? বনমালী হাত কচলাতে কচলাতে উত্তর দিল বলব? বলব? আপনি নেকার জোরে বড়লোক? অক্ষরজ্ঞানহীন বনমালীর মুখ থেকে বেরিয়েছিল এই ধ্রুবসত্যগ্ধ সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই রবি কবির জীবনে সফল ভৃত্যদের তালিকায় সবার উপরে বনমালীর নাম থাকবে। বনমালীকে তিনি মাঝে-মাঝে 'নীলামণি' বলতেন,আর কবির কখন কি দরকার সব তাঁর নখদর্পণে ছিল। রবীন্দ্রনাথ আবার বনমালীর ভাষা আর চালচলন নিয়ে মজা করতে বেশ পছন্দ করতেন। তিনি ও মৈত্রেয়ী দেবী বিষয়টি বেশ উপভোগ করতেন।

রবীন্দ্রনাথ শুধু কি বনমালীর মনিব ছিলেন! মোটেও নয়,তিনি ছিলেন তাঁর বাবামশায়। অপত্যস্নেহে রবীন্দ্রনাথ দেখতেন বনমালীকে। স্নেহ,ভালবাসা,রসিকতার সঙ্গে মাঝে মাঝে কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করলেও বনমালীর সুখ-সুবিধার বিষয়ে তিনি ছিলেন অসম্ভব সচেতন। একদিন কবি মৈত্রেয়ী দেবী কে বললেন আমি ঠিক করেছি বনমালীর মত বলব 'নাম্বা'। এতদিন ওকে বলছি 'নাম্বা' নয় 'লম্বা' কিন্তু ও যখন কিছুতেই শুনবে না তাহলে তাঁকে ওর ভাষাটা নিতে হয়। কবি ছবি আঁকবেন বলে তৈরি হচ্ছেন,মৈত্রেয়ী দেবী কবিকে জিজ্ঞেস করলেন 'আচ্ছা কি কি রং গুলব'? উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বললেন আহা আগে কাগজটাকে 'নাম্বা'করে কাটো তবে তো। সেদিন বনমালী ঘুমিয়ে পড়েছিল। দুপুর বেলা বেশ ঝড় উঠেছে, কবি তখন লিখছেন, ঝড়ের দাপটে ঘরের জানালাগুলো জোরে জোরে খুলছে আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তবে এসবের মধ্যে বনমালী ফুরসৎ বুঝে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। এত হৈ হট্টগোলে তাঁর আর ঘুম ভাঙলো না। রবীন্দ্রনাথের মন চাইল না তাঁকে জাগিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ঘুম ভাঙানোর। তিনি লেখা ছেড়ে একটি একটি করে সব জানালা বন্ধ করলেন। ভেবেছিলেন বনমালীর ঘুম ভাঙবে। আবার স্বস্থানে ফিরে কবি স্মিতহাস্যে বললেন 'ঘুমিয়েছে বেচারাগ্ধ হঠাৎ জাগালে ধড়মড় করে উঠে শেষটা একটা অনর্থ করে বসবে।এসব টুকিটাকি কাজ গৃহস্থ লোককে করে নিতে হবে বৈকি' ভৃত্য হলে কি হবে বনমালী কিন্তু একবার স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সামনে শান্তিনিকেতনে তাঁর শেষ জন্মদিনে বশীকরণ' নাটকে অভিনয় করেছিলেন। অনুষ্ঠানের প্রত্যক্ষদর্শিনী নির্মলকুমারী লিখেছেন;সন্ধ্যাবেলা উদয়নের পূর্বদিকের আঙিনায় সামিয়ানার নীচে দর্শকদের বসবার জায়গা এবং চাতালের উপরে অভিনয়ের আয়োজন। কবি নিজে চাতালের একধারে আরাম চৌকিতে বসলেন। প্রথমে কয়েকটা গান ও সঙ্গে সঙ্গে নাচ হল-ছেলেমেয়েরা মিলে করলে;তারপর 'বশীকরণ' নাটকটিক অভিনয় 'অভিনয় খুব ভালোই হল সকলে নিজের অংশ খুব ভালো করে করেছিল। এর মধ্যে সত্যি সত্যিই উল্লেখযোগ্য হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের পুরাতন ভৃত্য বনমালী। তাকে চাকরের ভূমিকাতেই নামানো হয়েছিল। বনমালীর আবির্ভাবে সবাই হেসে খুন ও কিন্তু তাতে একটুও কাবু না হয়ে ঠিক স্বাভাবিকভাবেই 'আজ্ঞে হ্যাঁ মাঠাকরুণ' এবং অতিথিকে জলখাবার এনে দেওয়া,হাত ধোয়ানো ইত্যাদি সব বেশ সপ্রতিভ ভাবে করে গেল'। এত ভালো অভিনয় করে গেল বনমী যা দেখে সবাই এবাক হয়ে গেল এবং প্রশংসা করতে শুরু করে দিল। রবীনন্দ্রনাথ সারা জীবন ধরে বহু চমকপদ ঘটনা ঘটিযেছেন যা উল্লেখযোগ্য।

সংকলনেঃ অরুণাভ সেন।।

কৃষক বন্ধুর টাকা নিয়ে দুর্নীতি এবং জালিয়াতি, দালাল চক্রের পর্দাফাঁস

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২১ জুন ঃ কৃষক বন্ধুর টাকা নিয়ে বড়-সড় দুর্নীতির অভিযোগ। নিজেদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত কৃষকরা। কৃষকদের নামে আইডি একটিভ হলেও সেই টাকা ঢুকছে অন্য অ্যাকাউন্টে। এমনকি নাবালকদের অ্যাকাউন্ট তৈরি করে সেখানে ঢোকানো হচ্ছে টাকা। দুর্নীতির পেছনে সক্রিয় দালাল চক্র। কিন্তু কোন খবর নেই প্রশাসনের কাছে। আর দুর্নীতির বিষয় সামনে আসতেই আজব যুক্তি তৃণমূলের। তৃণমূলের দাবি প্রশাসনে বিজেপির লোকেরাই বসে আছে। সম্পূর্ণ দুর্নীতিই হচ্ছে তৃণমূলের মদতে অভিযোগ বিজেপির। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানোতোর। আবার দুর্নীতিস্থল সেই মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর। যেখানে বন্যা ত্রাণ থেকে শুরু করে বারবার বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের টাকা দালাল চক্রের মাধ্যমে ভুয়ো অ্যাকাউন্টে গেছে। এবার সেখানেই হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের তেলজান্না সুইস গেট এলাকার প্রায় শতাধিক কৃষক, কৃষক বন্ধুর টাকা থেকে বঞ্চিত। নির্দিষ্ট জমির ভিত্তিতে সেই কৃষকদের আইডি হয়েছে। কিন্তু কৃষক বন্ধুর টাকা ঢোকে নি তাদের অ্যাকাউন্টে। স্থানীয় সিএসপিতে গিয়ে তারা জানতে পারেন তাদের টাকা ঢুকছে নাবালকদের অ্যাকাউন্টে। একজনের কাছেই থাকছে ১০০ থেকে ১৫০ টি অ্যাকাউন্ট। তার মাধ্যমেই চলছে দুর্নীতি। একই পরিবারের ৫ থেকে ৬ জন নাবালকের অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাচ্ছে টাকা। বিহারের অ্যাকাউন্টেও টাকা যাচ্ছে বাংলার কৃষকদের। কিন্তু প্রশ্ন কি ভাবে সম্ভব হচ্ছে এই ধরনের জালিয়াতি। তবে কি দালালদের সঙ্গে যুক্ত থাকছে প্রশাসনের একাংশ। এত বড় জালিয়াতি হওয়া সত্ত্বেও কি ভাবে টের পাচ্ছে না প্রশাসন। প্রশাসনিক আধিকারিকদের বক্তব্য কৃষকরা তাদের কাছে লিখিত অভিযোগ করেননি। অভিযোগ এলেই প্রশাসন তদন্ত করবে। আবার তৃণমূলের দাবি ব্যালট ভোটের বেশির ভাগটাই পাচ্ছে বিজেপি। অর্থাৎ প্রশাসনে বিজেপির বেশি লোক বসে রয়েছে। তাদের মদতেই এটা হচ্ছে। বিজেপির অভিযোগ তৃণমূলের এই কাটমানি সংস্কৃতি নতুন নয়। খোদ মুখ্যমন্ত্রী এই কথা বলেছে। এভাবে ব্লক জেলা থেকে রাজ্য পর্যন্ত টাকা আত্মসাৎ করছে তৃণমূল নেতারা। অভিযোগকারী কৃষক মোঃ মনসুর আলী বলেন, আমরা আমাদের প্রাপ্য টাকা পাচ্ছি না। আমাদের জন্য আসা সেই টাকা ঢুকে যাচ্ছে অন্য অ্যাকাউন্টে। ছোট ছোট ছেলেদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকছে। এটা কিভাবে সম্ভব। আরেক অভিযোগকারী কৃষক আক্তার হোসেনের বক্তব্য, এর পেছনে বড় দালাল চক্র রয়েছে। আমরা কৃষকরা বঞ্চিত হচ্ছে। আমরা চাই প্রশাসন দ্রুত সঠিক পদক্ষেপ নিক। স্থানীয় সিএসপির ম্যানেজার ওয়াসিম আকরাম জানান, কয়েকজন কৃষক আজ এসেছিলেন। যেটা দেখলাম ওদের টাকা অন্য একাউন্টে ঢুকে যাচ্ছে। কৃষকদের অভিযোগ সঠিক। ব্লক যুব তৃণমূলের সভাপতি মনিরুল আলমের দাবি, দেখছেন না ব্যালট ভোটে বিজেপি এগিয়ে থাকছে। মমতা ব্যানার্জি সরাসরি গ্রাহকদের টাকা দিচ্ছে অ্যাকাউন্টে। কিন্তু প্রশাসনে তা এখন বেশি বিজেপির লোক। আমরা বলব বিষয়টি সঠিক তদন্ত করে পদক্ষেপ নিতে। বিজেপি নেতা রূপেশ আগরওয়ালের কটাক্ষ, এটাতো তৃণমূলের সংস্কৃতি। এইভাবেই তো চলে। প্রশাসনের সাহস নেই তৃণমূল নেতাদের মদত ছাড়া এসব হবে। আর কৃষকরা বঞ্চিত হচ্ছে। হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের জয়েন্ট বিডিও সোনাম ওয়াংদী লামা জানান, সংশ্লিস্ট দপ্তর কে বলবো। তদন্ত করে ব্যবস্থা নিতে। কৃষি আধিকারিক প্রভাত উৎপল আচার্য্য জানান, আমাদের কাছে লিখিত অভিযোগ আসেনি। এলেই আমরা তদন্ত করবো।

নিয়োগ দুর্নীতিতে মামলায় সিবিআইয়ের ডাক তেহট্টের তৃণমূল বিধায়ক তাপস সাহাকে

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ২১ জুন ঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নদীয়ার তেহট্টের তৃণমূল বিধায়ক তাপস সাহাকে ফের তলব করল সিবিআই। এদিন শুক্রবারই তাঁকে নিজাম প্যালেসে হাজিরা দিতে বলেছে সিবিআই-এর দুর্নীতি দমন শাখা। তাপস ছাড়াও এই মামলায় অভিযুক্ত আরও ৩ জনকে তলব করা হয়েছে। শুক্রবার বেলা ১১টা নাগাদ সিবিআই দফতরে পৌঁছান বিধায়ক। সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, তদন্তে আমায় আবার ডাকা হয়েছিল। তদন্তে সহযোগিতা করব। তার পরই কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে সিবিআই দফতরের ভিতরে ঢুকে যান তিনি। নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে টাকার বিনিময়ে সরকারি চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তাপসের বিরুদ্ধে। এই মামলায় আগেও তাপসকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সিবিআই। রাজ্যে শিক্ষক

নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির যে অভিযোগ উঠেছে, তাতে তাপসেরও বড় ভূমিকা রয়েছে বলে অভিযোগ। সেই অভিযোগের জেরেই ২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে তাপসের তেহট্টের বাড়িতে বিশেষ অভিযান চালায় সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ১২ জন আধিকারিক তল্লাশি করেন তাপসের বাড়ি, তাঁর আপ্তসহায়কের বাড়ি, এমনকি বাড়ির পাশের পুকুরপাড়ও। তবে প্রায় ১৫ ঘণ্টার ওই অভিযানের পর তাপসের বাড়ি থেকে কিছু নথি পাওয়া গেলেও তাপসকে গ্রেফতার করেনি সিবিআই। পরে তাপস দাবি করেছিলেন, সিবিআই তাঁকে বলেছে, তিনি নাকি 'রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার'। যদিও সিবিআই সূত্রে এই দাবির কোনও সত্যতা মেলেনি। এর মধ্যেই তাপসকে কলকাতায় ডেকে পাঠায় সিবিআই। তলব পেয়ে সেই সময়ও নিজাম প্যালেসে হাজিরা দিয়েছিলেন তিনি। স্কুল ও সরকারি দফতরে চাকরি দেওয়ার নামে টাকা তোলার অভিযোগ ওঠার এর আগে তাপসের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত প্রবীর কয়ালকে গ্রেফতার করেছিল রাজ্য পুলিশের দুর্নীতি দমন শাখা। তদন্তকারী সংস্থাটির সূত্রে দাবি করা হয়েছে, তাপসের নির্দেশেই বাজার থেকে টাকা তুলেছিলেন প্রবীর। তাপস অবশ্য দাবি করেছিলেন, 'নব্য তৃণমূল' তাঁকে ফাঁসিয়েছে। কিন্তু দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পাশে রয়েছেন বলেও দাবি করেন তাপস।

জঞ্জাল ফেলার জন্যেও পুরসভায় দিতে হবে টাকা, সিদ্ধান্ত ইংরেজবাজার পুরসভার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২১ জুন ঃ জঞ্জাল ফেলার জন্যেও এবার থেকে দিতে হবে টাকা। শহরের বাসিন্দাদের দৈনিক হিসাবে এই টাকা পুরসভায় দিতে হবে। এমনি সিদ্ধান্ত এবার নিতে চলেছে মালদার ইংরেজবাজার পুরসভা। এই প্রথম ইংরেজবাজার পুরসভার বাসিন্দাদের জঞ্জাল পরিষ্কারের জন্য পুরসভাকে কর দিতে হবে। যদিও এখনও কার্যকর হয়নি এই সিদ্ধান্ত। ইতিমধ্যে পুরসভার বোর্ড অফ কাউন্সিলের বৈঠকে এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। হয়তো খুব শিগগিরই এই নতুন পুর কর চালু হতে চলেছে ইংরেজবাজার শহরে। শুধুমাত্র বাড়ির জঞ্জাল ফেলার জন্য নয়, শহরের হোটেল, রেস্তোরাঁ সহ অন্যান্য ব্যানিজিক প্রতিষ্ঠান গুলিকেও এই কর দিতে হবে। পুরসভা সূত্রে জানা গেছে, বাড়ির জঞ্জাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে দৈনিক এক টাকা করে কর ধার্য করা হয়েছে। বিভিন্ন ব্যানিজিক প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে দৈনিক পাঁচ টাকা দিতে হবে। এছাড়াও হোটেল ও রেস্তোরাঁয় ক্ষেত্রে দৈনিক ২৫ টাকা করে পুরসভা কে কর দিতে হবে জঞ্জাল সংগ্রহের জন্য। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশেই এই সার্ভিস ট্যাক্স চালু করার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে বলে জানান ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরী। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। সেখানেই এই সার্ভিস ট্যাক্স চালুর কথা উল্লেখ রয়েছে। বর্তমানে জঞ্জালের উপর সার্ভিস ট্যাক্স না থাকায় সাধারণ মানুষ যত্রতত্র নোংরা আবর্জনা ফেলে দিচ্ছে। এতে শহরের পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। রাস্তা সহ সেখানে সেখানে আবর্জনার স্তূপ তৈরি হচ্ছে। পুরসভার সাফাই কর্মীরা নিয়মিত পরিষ্কার করার পরেও সমস্যা থেকে যাচ্ছে। সরকারি ভাবে কর চালু করলে সাধারণ মানুষ সচেতন হবে এমনটাই দাবি পুর কর্তৃপক্ষের। যদিও এখনও চালু হয়নি এই কর। বর্তমানে বিষয়টি পুরসভার কতৃপক্ষের কাছে আলোচনা পর্যায়ে রয়েছে।

বর্ষার শুরুতেই জলপাইগুড়ির সবজির বাজারে আগুন, বাজার পরিদর্শনে মহকুমা শাসক

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২১ জুন ঃ বর্ষা শুরু হয়েছে আর তাই এখন সবজির বাজার আগুন। সাধারণ মধ্যবিত্তের চিন্তার ভাঁজ। উত্তরবঙ্গে টানা বেশ কয়েকদিন ভারী বৃষ্টি। গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে নাজেহাল জলপাইগুড়িবাসী। এরই মধ্যে দ্বিগুণ দামে বিক্রি হচ্ছে রকমারি সবজি। যে সমস্ত সবজি। কয়েকদিন আগেই আলুর দাম ২০ থেকে ২৫ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছিল বর্তমানে সেই সমস্ত সবজি গুলো বর্ষাকালের আলুর দাম বেড়ে ৩০ থেকে ৩৫ টাকা হয়েছে। পটলের কিলো হয়েছে ৫০ থেকে ৬০ টাকা সহ অন্যান্য সবজির দাম ৫০ টাকা কিলো পিয়াজ, লঙ্কার মত চোখে ঝাজ বাড়াচ্ছে ক্রেতাদের। ফলে সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের পকেটের কিছুটা হলেও টান পড়েছে সবজির বাজার করতে এসে বলে অভিযোগ। জলপাইগুড়ি শহরের এক সবজি ক্রেতা বলেন কয়েকদিন আগে সবজি কিছুটা সস্তা ছিল, কিন্তু এখন সবজির দাম অনেকটাই বেড়ে গেছে। লঙ্কা পেঁয়াজ থেকে শুরু সব ধরনের সবজির দাম আগুন। যদিও বিক্রেতাদের বক্তব্য কয়েকদিন লাগাতার বৃষ্টির জন্য এখন সবজির দাম একটু বেশি রয়েছে কিন্তু বৃষ্টি কমে গেলে সবজির দামে কিছুটা কমবে বলে আশা বিক্রেতাদের। তবে বর্ষাকালে সবজির দাম উদদমুখী হবে সেটা সকলেরই জানা। তাই সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে এই সময়ে সবজি কিনতে।টান পড়েছে তাদের পকেটে। অন্য দিকে প্রশাসনের কর্মকর্তারা সবজি বাজারের দিকে নজর রাখছে। ইতিমধ্যেই জলপাইগুড়ি সদর মহকুমা শাসক তমজিত চক্রবর্তী বাজারের হালহাকিকত সরজমিনে খতিয়ে দেখেন।

টিএসএস বিল্ডিং এবং সিমুলেটর বিল্ডিংয়ের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে

কলকাতা, ২১ জুন ঃ ২১.০৬.২০২৪ তারিখে গীতাঞ্জলিতে ট্র্যাকশন সাব স্টেশন (টিএসএস) বিল্ডিংয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল। শ্রী পরেশ গোস্বামী, টেক-III, শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, জেনারেল ম্যানেজার, মেট্রো রেলওয়ের উপস্থিতিতে এই টিএসএস বিল্ডিংয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। এদিন নোয়াপাড়া কারশেডে ড্রাইভিং সিমুলেটর ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। মেট্রো রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ সেফটি অফিসার শ্রী রাজেশ কুমার জিএম এবং অন্যান্য সিনিয়র অফিসারদের উপস্থিতিতে এই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

সাফল্য, প্রধাননগর থানার পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২১ জুন ঃ আবারও বড়সড় সাফল্য পেল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ডাকাতির পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়ে ৩ জনকে গ্রেফতার করলো পুলিশ। ধৃতদের নাম প্রণয় মন্ডল (২৮), রাকেশ মন্ডল (২৪) এবং অসীম সরকার (৩২)। সকলেই শিলিগুড়ির সমরনগর এলাকার বাসিন্দা। জানা গেছে, গতকাল গভীর রাতে বাঘাযতীন কলোনীর পার্বতীঘাট এলাকায় বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতি জড়ো হয়েছে বলে খবর আসে পুলিশের কাছে। পুলিশ সেই এলাকায় অভিযান চালিয়ে তিনজনকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ধারালো অস্ত্র। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতরা ডাকাতির পরিকল্পনা করতে জড়ো হয়েছিল। শুক্রবার ৩ জনকে শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

ভগ্নদশায় স্কুলের ক্লাসরুম, পরিদর্শনে মন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২১ জুন ঃ ভগ্নদশায় রয়েছে কোচবিহার নিউ

টাউন স্কুলের বেশ কয়টি ক্লাসরুম। যেকোনো সময় ঘটে যেতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা। এই পরিস্থিতিতে যাতে দ্রুত স্কুলের ক্লাস ঘর নির্মাণ করা যায় সেই উদ্দেশ্যে নিউটন গার্লস স্কুল পরিদর্শনে গেলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ এবং কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রের নবনির্বাচিত সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। এদিন স্কুল পরিদর্শনের পর তারা জানান যেহেতু ক্লাসরুমগুলির অবস্থা ভালো নেই যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে সেই কারণে যত দ্রুত সম্ভব স্কুল ঘরগুলি নির্মাণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

এলসি গেট -এর প্রতিস্থাপনের জন্য রোড আন্ডার ব্রিজের ব্যবস্থা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এলএমজি/ইএনজিজি/৮৯ অফ ২০২৪, তারিখ: ১২-০৬-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; ক্রম নং.-১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ এডিইএন/বদরপুর ঘাট -এর আওতাধীন কাটাখাল জং. - ভৈরবী অংশের মধ্যে এলসি গেট নং. ২কেবি, ১২কেবি, ১৪কেবি, ১৫কেবি, ২৩ কেবি এবং ২৯কেবি (মোট= ০৬টি) -এর প্রতিস্থাপনের জন্য রোড আন্ডার ব্রিজের (আরইউবি) ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য: ১২,৪০,৩৭,৭৬৭/- টাকা; বায়না মূল্য: ৭,৭০,২০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৮-০৭-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টায় এবং খোলা ১৯-০৭-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৮-০৭-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ABRIDGE OFFLINE SHORT TENDER NOTICE
SNIT No.-EE/MID/SNIT-01/2024-25

The **Exe. Engg., Malda Irrigation Divn., Green Park, Malda** invites Offline Short Notice Tender. Last Date of application **25/06/2024 & Time up to 12.00 PM**. Details may be had from the office of the undersigned. For details visit the site **http://www.wbiwd.gov.in**

Sd/- Executive Engineer
Malda Irrigation Division
Green Park, Malda

বিজ্ঞপ্তি

আমি, শ্রী মিহির সরকার পিতা- বৃন্দাবন সরকার ইংরাজী ০৪।০৬।২০১৫ তারিখে ২১৭/ ২০১৫ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে এ.ডি.এস.আর- কল্যানী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩৯ নং প্রিয়নগর মৌজায় এল. আর- ২২২/৯০৬ নং দাগে হাল এল. আর- ৯০৯/১ নং খতিয়ানে মোট ৮.২৫ শতক সম্পত্তি বিগত ইংরাজী ১৬।০১।২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর- কল্যানী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩৬৬ নং বিক্রয় কোবলা দলিল মূলে শ্রী সুধাংশু শিকদার পিতা- মৃত সাতুড়ী শিকদার ঠিকানা- প্রিয়নগর, কাজীর বাগান, পোঃ- ভাগীরথী শিল্পাশ্রম, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২৪৮) পক্ষে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তারদ্বয় (১) সঞ্জয় ঘোষ পিতা- মুকুন্দ লাল ঘোষ ঠিকানা- শিকারপুর, ঘোষপাড়া (২) মৃণাল শিকদার পিতা- উপেন্দ্র শিকদার ঠিকানা- প্রিয়নগর, উভয়ের পোঃ- ভাগীরথী শিল্পাশ্রম, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২৪৮- নিকট হইতে ক্রয় করি এবং বি. এল. এল. আর. ও চাকদহ অফিসে রেকর্ড করিবার জন্য আবেদন করি, যাহার মিউটেশন কেস নং- এমএন/ ২০২৪/ ১৩০১/ ১৪৯৫, উক্ত আমমোক্তার নামা বা অত্র দাগে মিউটেশন এর বিষয় বক্তব্য থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে চাকদহ বি এল আর ও অফিসে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।

মিহির সরকার
মোঃ ৭০০ ১৬৮৪৪৭১

Office of the
HEERAPUR GRAM PANCHAYAT
Vill.+P.O.-Dakshin Hirapur, Uluberia, Howrah
Notice Inviting E-Tender

Notice inviting e-tender for works, List of Tender Notice:-1.E-Nit No 01 to 08/15 th CFC/2024-25 dated 20.06.2024. Bid submission Date: from 5.30PM on 20.06.2024 to 4 P.M. on 28.06.2024. Date of opening of Technical Bid:- at 11.45 A.M. on 01.07.2024. Details are available in the office of the undersigned or website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Hirapur Gram Panchayat
ULUBERIA-I, HOWRAH

Office of Moukhali Gram Panchayat
Under Bishnupur-II Panchayat Samity
South 24 Parganas
Notice Inviting E-Tender No.: MGP/203/2024, Date.-18.06.2024

The Prodhan, Moukhali Gram Panchayat, Bishnupur-II Panchayat Samity, South 24 Pgs. Invites online percentage rate tenders for the work of: Construction of Soak pit at 14nos. School. Fund: SBM. Bid submission starting from 18.06.2024 at 5.30 PM. up to 25.06.2024 at 11.00 PM. Date of Opening of tender 28.06.2024 at 11:30 A.M. For details visit website www.wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Moukhali Gram Panchayat

NOTICE INVITING E-TENDER

e-Tender is hereby invited on behalf of Chairman, Habra Municipality for works within Habra Municipality.

Sl. No.	Ref. e-Tender No.	Last Date of submission of e-Tender
1	WBMAD/HM/PWD/NIT e-564(2nd Call)/ 2023-24	09/07/2024 up to 5.00 PM

For details please see at the website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman, Habra Municipality

Office of the Prodhan
Krishnapur Gram Panchayat
Kaliachak-III Dev. Block, Malda.
Vill+P.O.: Krishnapur, P.S. : Baishnabnagar, Dist : Malda
E-NIT No. : 1(e)/KGP/2024-2025

On behalf of District Magistrate, Malda,West Bengal Tender is hereby invited by the Prodhan, Krishnapur Gram Panchayat for the 4(Four) Nos. similar works. Period of downloading bidding documents from 22th June, 2024 at 11.00 Hrs. Deadline for receiving of Bids online 3rd July, 2024 at 16.00 Hrs. Time and Date and place for opening of Technical Bids online 5th July, 2024 at 16.15 Hrs. For details visit website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Krishnapur Gram Panchayat

Office of the
MAHESHPUR GRAM PANCHAYAT
Birshibpur, Uluberia, Howrah
NOTICE INVITING e-TENDER

Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan on behalf of Maheshpur Gram Panchayat, Uluberia, Howrah from eligible bonafied contractors/agencies/bidders vide NIT reference/memo no. 69/MGP, Dated : 19.06.2024 at the jurisdiction area of Maheshpur Gram Panchayat within Uluberia-I Block, Howrah, W.B. Last date for the online receipt of Tender is 27/06/2024 at 16:00. Details will be available at the website: https://wbtenders.gov.in

Sd/-PRODHAN
Maheshpur Gram Panchayat
Uluberia, Howrah.

Office of the Raghabpur Gram Panchayat
Vill-Bongabari, Post-V.Nagar,
Purulia-II Panchayat Samity, Purulia

Notice inviting e-Tender No:- WBPUR/RGP/P-II/NIT(e)-01/2024-25 of the Pradhan, Raghabpur Gram Panchayat, having different works in the e tender portal as per given schedule. Date of uploading of N.I.T & other Documents(online) (publishing Date): 22.06.2024. Documents download/sell start date (online) 22.06.2024. Documents download/sell end date (online) 29.06.24. Bid submission start date (online) 22.06.24. Bid submission closing (online) 29.06.24. Bid opening date for Technical Proposals 02/07/2024. For details please contact Gram Panchayat Office.

Sd/- Pradhan
Raghabpur Gram Panchayat
Purulia-II Panchayat Samity

সেঞ্চুরি প্লাইবোর্ড ইন্ডিয়া লিমিটেড
পি-১৫ /১, তারাতলা রোড, কলকাতা,
পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৮৮

নোটিশ এতদ্বারা প্রদত্ত যে শেয়ার শংসাপত্র নং ৮০ বিশিষ্ট নং(গুলি) ৩৭৩৬৪১-৩৭৬৬৪০ শেয়ারের ফলিও নং ০০১৫৮৬ এর ক্ষেত্রে মরহুমের নামে নিবন্ধিত। প্রয়াত আশর্চ লাল কুমার হারিয়ে গেছে বলে জানা গেছে এবং কোম্পানি দাবিদার মিঃ গিরিশ কুমারের কাছ থেকে ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট (গুলি) ইস্যু করার জন্য আবেদন পেয়েছে যদি কোম্পানির নিবন্ধক মহেশ্বরী ডেটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেডের দ্বারা কোনো আগ্রহী ব্যক্তির কাছ থেকে কোনো আপত্তি পাওয়া যায়। মহেশ্বরী ডাটামেটিস প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড, ৫ম তলা, কলকাতা ৭০০০০১, এখানে প্রকাশিত হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে কোম্পানি আবেদনকারীকে (গুলি) ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট (গুলি) ইস্যু করতে এগিয়ে যাবে।
তারিখঃ ২১.০৬.২০২৪

e-Tender Notice

The Prodhan Katlamari-II Gram Panchayat invites e-Tender through e-Procurement System from the bonafied and resourceful Contractors & outsiders for NIeT No. 01/15th FC/Katla-2/2024-25, Memo No. 24 / Katla-II / 2024, Dated: 15/06/2024. Last date of Bid submission: 24/06/2024 up to 2.00PM. For details please visit http://wbtenders.gov.in

Sd/-
Prodhan Katlamari-II G.P.
Raninagar-II Block, MSD

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ টিআরডি-ডব্লুসি-টি-২০২৪-২৫-১৩, তারিখঃ ১৮.০৬.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল, স্টেশন রোড, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য বৈধ ইলেক্ট্রিক কন্ট্রাক্টর লাইসেন্স ও সুপারভাইজরি লাইসেন্স আছে এবং নিম্নলিখিত কাজ আর্থিকভাবে সম্পূর্ণ করতে সক্ষম এরূপ টেন্ডারদাতাদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার কেস নম্বরঃ টিআরডি-ডব্লুসি-টি-২০২৪-২৫-১৩। কাজের নাম ঃ** (ক) রাণিগঞ্জ– প্যানেল ইন্টারলকিং-এর বদল। (খ) পানাগড়– প্যানেল ইন্টারলকিং-এর বদল। (গ) সীতারামপুর– ২০২৪ সালের লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সীতারামপুর ফ্রেইট সিক লাইনের মানোন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৫৮,২৫,৬৬৮.৫৭ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,১৬,৫০০ টাকা। **খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৪.০৭.২০২৪ তারিখে সকাল ১১টা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। **কাজের জন্য প্রস্তাবের বৈধতা ঃ** খোলার তারিখ থেকে ৪৫ দিন। সম্পূর্ণ বিবরণ রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ দেখা যাবে।

(ASN-91/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

ISLAMPUR GRAM PANCHAYAT
ISLAMPUR, JB PUR, HOWRAH
NOTICE INVITING E-TENDER
NIET REF NO.5-88,97-106/NIET/15 TH FC/IGP/2024

E-TENDERS ARE HEREBY INVITED BY THE UNDERSIGNED FROM REPUTED, BONAFIDE & RESOURCEFUL CONTRACTOR HAVING GOOD CREDENTIAL OF WORKING WITH GOVT DEPTTS, UNDERTAKING, AGENCIES FOR DIFFERENT CIVIL WORKS i.e. Tube well repair, sinking of new tubewell, road, drain etc. Document download start date:- 20/06/2024. End date:- 26/06/2024. For details pl visit :- https://wbtenders.gov.in

Sd/-Pradhan,
Islampur Gram Panchayat

Office of the
Bagnan I Gram Panchayat
Bagnan,Howrah
Sub.- GRAM PANCHAYAT TENDER NOTICE

Sealed Tenders are invited by the Pradhan, Bagnan I Gram Panchayat, Bagnan, Howrah, for 1 nos. of work vide Memo No.- BGP-1/107/2023 24 Dated- 20/06/2024 NIET NO - WB/HOW/BAG1GP/NIET-04/24-25, Date of Application: from 22.06.24. 11 A.M to 29.06.2024. 11A.M, Date of Submission of Bid: 22.06.24. 11A.M to 29.06.2024. 11AM, Date of Opening of Bid (Technical):- 01.07.2024, at 11AM. Date of Opening of Bid (Financial):- To be Notified latter on .Detail information available at this GP Office during the working hours.

Sd/-
Pradhan, Bagnan I Gram Panchayat, Bagnan, Howrah.

ধুলিয়ান পৌরসভা
ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ
নোটিশ

এতদ্বারা সমস্ত জনসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, ধুলিয়ান পৌরসভার অধীনস্থ সংহতি উদ্যানটি এক বৎসরের জন্য লিজ দেওয়া হইবে এবং ধুলিয়ান পৌরসভার অধীনস্থ টোল প্লাজাটি এক বৎসরের জন্য লিজ দেওয়া হইবে। আগামী ০২।০৭।২০২৪ তারিখ দুপুর ২ ঘটিকা হইতে উক্ত ডাককার্য অনুষ্ঠিত হইবে। বিস্তারিত বিবরণ ধুলিয়ান পৌরসভার নোটিশ বোর্ডে উপলব্ধ।

স্বাক্ষর /-
পৌরপ্রধান
ধুলিয়ান পৌরসভা

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস্
ওপেন ই–টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

নং. সিওএস/সিআরজে/পিইউবি/ই-টেন্ডার/১৯/০১৬২ তারিখঃ ১৫/০৬/২০২৪। নিম্নলিখিত ই–টেন্ডারগুলি **www.ireps.gov.in** লিংকের অধীনে অ্যাক্সেস করা যাবে। লিংক **www.ireps.gov.in → login → E-Tender Stores/Supply** অ্যাক্সেস করে কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক্যালি এরূপ ই-টেন্ডারের জন্য অফার জমা করা যাবে। নির্দিষ্ট টেন্ডার সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণ অথবা আইআরইপিএস সম্পর্কিত তথ্য, যদি থাকে, পাওয়ার জন্য ভেন্ডরগণ নিম্নলিখিত আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনঃ ডেপুটি সিএমএম/এইচকিউ/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন, ০৩৪১-২৫২৫৫৯৪ অথবা এসএমএম/কন/এইচকিউ, ০৩৪১-২৫৩৫৬৩১, **অফিসের ঠিকানাঃ পিসিএমএম/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন–এর অফিস। ক্রমিক নং.; টেন্ডার নং.; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ; পরিমাণ; বায়না মূল্য জমা (টাকা); টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় (আইএসটি)** নিম্নরূপঃ [১]; **৭৫২৪৩৭০০;** স্পেসি নং.ঃ- সিএলডব্লু/এমএস/৩/০০৯ অল্ট–৩ অনুযায়ী ডব্লএজি–৯এইচসি-র জন্য ড্যাম্পারের সেট। [সংলগ্ন সেট বিবরণ অনুযায়ী বিস্তারিত বিবরণ]। [**ওয়্যারেন্টি সময়সীমাঃ** ডেলিভারির তারিখের পরে ৭২ মাস]; **৮৯৪.০০ সেট;** ২০০০০০০.০০ টাকা; **১৮/০৭/২০২৪ তারিখ সকাল ১১টায়।** [২]; **৭০২৪০০৯১;** ড্রইং নং. এসকে-ডিপি-৩৮৪৮ অল্ট.১ এবং স্পেসি. নং. এমপি.০.২৮০০.১৯ (রেভ.০১) জুন ২০১৯ অনুযায়ী ডব্লএজি–৯এইচসি-র জন্য বুল গিয়ার ১০৭ টিথ; [**ওয়্যারেন্টি সময়সীমাঃ** ডেলিভারির তারিখের পরে ৭২ মাস]; **২৯২১.০০ টি;** ২০০০০০০.০০ টাকা; **০১/০৮/২০২৪ তারিখ সকাল ১১টায়।** [৩]; **৭০২৪০০৮৪;** সিএলডব্লু–ড্রইং নং. ১২০৯-০১-০১৩-০১৪ অল্ট–৯ অনুযায়ী ডব্লএজি–৯ লোকোর জন্য গিয়ার কেস কমপ্লিট। [**ওয়্যারেন্টি সময়সীমাঃ** ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস]; **৬২৮৬.০০ টি;** ৫০০০০০০.০০ টাকা; **১৮/০৭/২০২৪ তারিখ সকাল ১১টায়।** [৪]; **৭০২৪০০৮৯;** বুল গিয়ার ১০৭ টিথ; ড্রইং নং. এসকেডিপি–৩৮৪৮ অল্ট.১ তৎসহ পিনিয়ন ২১ টিথ; ড্রইং নং. এসকেডিপি–৩৮৪৭ অল্ট.১, স্পেসি. নং. এমপি.০.২৮০০.১৯ [রেভ–০১] জুন ২০১৯–এর সেট। [ডব্লএজি–৯ টাইপ ইলেকট্রিক লোকোমোটিভের জন্য প্রতি সেটে রয়েছে ০৬টি বুল গিয়ার ১০৭ টিথ এবং ০৬টি পিনিয়ন ২১ টিথ] [**ওয়্যারেন্টি সময়সীমাঃ** ডেলিভারির তারিখের পরে ৭২ মাস]; **৪১৪.০০ সেট;** ২০০০০০০.০০ টাকা; **০১/০৮/২০২৪ তারিখ সকাল ১১টায়।** [৫]; **৮১২৪০৯৯৩;** মডিফায়েড ববিন সহ মাইকা গ্লাস ফেব্রিক টেপ, সাইজঃ ০.১২x১৫ মিমি. (১৮মি. রোলে), ববিনের ইনার ডায়াঃ ২৫.৩ +/- ০.১ মিমি, রোলের আউটার ডায়াঃ অনধিক ৭০ মিমি, স্পেসিফিকেশন নং.ঃ ৪টিএমএস.০৯৬.১০৫ এসটিআর নং. সিএলডব্লু/টিএম/০১৭১ [রেভ–২] শেলফ লাইফ ১২ মাস। [**ওয়্যারেন্টি সময়সীমাঃ** ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস]; **৪৬৮০০০.০০ মিটার;** ৫৮৫০০.০০ টাকা; **১৩/০৭/২০২৪ তারিখ সকাল ১১টায়।** [৬]; **৭৫২৪৪০১৩;** ড্রইং নং. ১২০৯-০৬.২৪২-০০৮, অল্ট.২ অনুযায়ী ডব্লএজি–৯এইচসি লোকোর জন্য স্টেপ অ্যাসেম্বলী। [**ওয়্যারেন্টি সময়সীমাঃ** ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস]; **৮৩৩.০০ সেট;** ০.০০ টাকা; **১১/০৭/২০২৪ তারিখ সকাল ১১টায়।** [৭]; **৭৫২৪৩৮৮১;** স্পেসি. সিএলডব্লু/এমএস/৩/০৬৮ অল্ট–১৫ অনুযায়ী ডব্লএজি–৯এইচসি-র জন্য স্টিল সকেট [সেট বিবরণ সংলগ্ন আছে]। [**ওয়্যারেন্টি সময়সীমাঃ** ডেলিভারির তারিখের পরে ৭২ মাস]; **৪০৬.০০ সেট;** ০.০০ টাকা; **১০/০৭/২০২৪ তারিখ সকাল ১১টায়।**

প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস্ ম্যানেজার
সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন
PR3-475
আমাদের লাইক করুন: www.facebook.com/clwrailways

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT

The Municipal Secretary, KMC invites e-tender for the following work:
NIT No. : KMC/MS/BS_NG/2024/1
Name of the work: **Temporary Logistic arrangement in connection with the observance of Baishe Shravan at Nimtala Ghat on 07.08.2024.** Estimated amount (inclusive of GST): **₹ 3,86,273.00.** Earnest money: **₹ 7,800.00.** Period of completion: **5 days.** Last date and time of submission of bid: **06.07.2024 at 4 p.m.** Technical bid open date: **08.07.2024 at 4 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **21.06.2024 at 2 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-IV, BR-X, KMC invites tender online, two part bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/11/24-25
Name of the work: **Operation & maintenance of street lighting system in Ward No.-92, BR-X.** Estimated amount: **₹ 4,90,810.00.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **365 days.** Last date and time of completion of bid: **05.07.2024 up to 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **25.06.2024 from 2 p.m.**
(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/3/24-25
Name of the work: **Restoration work of street lighting arrangement due to damaged by the Cyclone 'Remal' with heavy rainfall at Golf Green, Graham Road, Bikramgarh and other areas in Ward No.-95, BR-X.** Estimated amount: **₹ 1,75,085.52.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **03.07.2024 up to 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **20.06.2024 from 2 p.m.**
(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/09/24-25
Name of the work: **Improvement of lighting in different places in KMC Ward No.-91.** Estimated amount: **₹ 3,96,057.00.** Earnest money: **₹ 8,000.00.** Period of completion: **20 days.**
(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/05/24-25
Name of the work: **Operation & maintenance of street lighting system in Ward No.-97, BR-X.** Estimated amount: **₹ 4,96,220.00.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **365 days.**
(5) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/07/24-25
Name of the work: **Development of street lighting arrangement at Charu Chandra Place East, Swiss Park, Dr. Deodhar Rahaman Road and adjacent areas in KMC Ward No.-89.** Estimated amount: **₹ 3,99,854.00.** Earnest money: **₹ 8,000.00.** Period of completion: **20 days.**
(6) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/04/24-25
Name of the work: **Operation and maintenance of street lighting system in Ward No.-81, BR-X.** Estimated amount: **₹ 4,83,980.00.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **365 days.**
(7) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/06/24-25
Name of the work: **Development of lighting arrangement at Humayun Kabir Sarani & adjacent areas in Ward No.-81 under BR-10.** Estimated amount: **₹ 4,99,618.00.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of completion of bid: **01.07.2024 up to 12 noon (For Sl. No. 3 to 7).** The bid forms and other details are available on and from **21.06.2024 from 2 p.m. (For Sl. No. 3 to 7).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 7).**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-V, G.R.U., KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/LTG/RS/05/24-25/09
Name of the work: **Repairing and renovation work of street lighting system at Halder Para, Lal Bari and others in Ward No.-138, BR-XV.** Estimated amount: **₹ 4,90,672.23.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **30 days.**
(2) NIT No. : KMC/LTG/CM/05/24-25/10
Name of the work: **Engagement of electrical night gang for emergency breakdown restoration disaster preparedness of lighting system to avoid any type of accident and public safety under Borough-XV.** Estimated amount: **₹ 2,97,892.79.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **214 days.** Last date and time of submission of bid: **05.07.2024 (5 p.m.) (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **25.06.2024 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).** For corrigendum/addendum, if any, the same website has to be seen **(For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-V, BR-XIII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/LTGV/115/24-25/OM (1st Call)
Name of the work: **Operation and maintenance work of street lighting installation and other allied electrical works in Ward No.-115.** Estimated amount: **₹ 4,95,760.52.** Earnest money: **₹ 9,920.00.**
(2) NIT No. : KMC/LTGV/116/24-25/OM (1st Call)
Name of the work: **Operation and maintenance work of street lighting installation and other allied electrical works in Ward No.-116.** Estimated amount: **₹ 4,98,002.72.** Earnest money: **₹ 9,990.00.**
(3) NIT No. : KMC/LTGV/117/24-25/OM (1st Call)
Name of the work: **Operation and maintenance work of street lighting installation and other allied electrical works in Ward No.-117.** Estimated amount: **₹ 4,98,692.55.** Earnest money: **₹ 9,990.00.**
(4) NIT No. : KMC/LTGV/118/24-25/OM (1st Call)
Name of the work: **Operation and maintenance work of street lighting installation and other allied electrical works in Ward No.-118.** Estimated amount: **₹ 4,95,452.47.** Earnest money: **₹ 9,910.00.**
(5) NIT No. : KMC/LTGV/119/24-25/OM (1st Call)
Name of the work: **Operation and maintenance work of street lighting installation and other allied electrical works in Ward No.-119.** Estimated amount: **₹ 4,95,766.58.** Earnest money: **₹ 9,930.00.**
(6) NIT No. : KMC/LTGV/120/24-25/OM (1st Call)
Name of the work: **Operation and maintenance work of street lighting installation and other allied electrical works in Ward No.-120.** Estimated amount: **₹ 4,93,682.95.** Earnest money: **₹ 9,900.00.**
(7) NIT No. : KMC/LTGV/122/24-25/OM (1st Call)
Name of the work: **Operation and maintenance work of street lighting installation and other allied electrical works in Ward No.-122.** Estimated amount: **₹ 4,95,552.46.** Earnest money: **₹ 9,920.00.** Period of completion: **365 days (For Sl. No. 1 to 7).** Last date & time of submission of bid: **04.07.2024 (4 p.m.) (For Sl. No. 1 to 7).** The bid forms and other details are available on and from **21.06.2024 (4 p.m.) (For Sl. No. 1 to 7).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 7).**

(95/24-25)

গৃহকোণ

বাড়িতে একটি বসার ঘর থাকলে সেটা কীভাবে সাজাবেন

অতিথিকে আপ্যায়িত করার জন্য বসার ঘরের বিকল্প নেই। অনেক বাড়িতেই দুটি বসার ঘর থাকে। একটি পারিবারিক, অন্যটি বাইরের অতিথিদের বসার জন্য। পারিবারিক বসার ঘরে পরিবারের সবাই অবসরে বসে টিভি দেখে, বই পড়ে, গান শোনে বা বিশ্রামের জন্য কিছুটা সময় কাটায়। কিন্তু সব বাসায় এমনটা সম্ভব নাও হতে পারে। এখনকার শহুরে বাসাগুলোয় জায়গা ভীষণ কম। বাড়িতে একটি বসার ঘর থাকলে সেটা কীভাবে সাজাবেন। সে বিষয়ে রইল পরামর্শ বাড়ির বসার ঘরটি এমন একটি স্থান, যা আপনার ব্যক্তিত্ব, জীবনধারা, আরাম শৈলী ও রুচিকে প্রতিফলিত করে। আগেই বলেছি, বাসাবাড়িতে এখন জায়গা খুব কম। ফলে মনমতো ঘর সাজানোর সুযোগ থাকেই না, প্রয়োজনীয় আসবাবের জায়গা করাটাই মুশকিল হয়ে পড়ে। বসার ঘরটি যদি একটু বড় হয়, তাহলে দুপাশে দুই ধরনের বসার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এক পাশে কম উচ্চতার সোফা, এক কোণে টিভি। চাইলে কার্পেট, শতরঞ্জি বা শীতলপাটি দিয়ে মেঝেতে বসার ব্যবস্থাও করতে পারেন। এর ওপর ছোট-বড় কয়েকটি রঙিন কুশন দিন। জায়গা থাকলে ঘরের এক জায়গায় দোলনা ঝুলিয়ে তাতে কিছু বালিশ দিয়ে আরামদায়ক করে তুলুন। তাহলে জায়গাটিই হয়ে উঠবে আপনার ঘরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্থান। আজকাল বাজারে নানা ধরনের, নানা উপাদানের দোলনা পাওয়া যায়। অন্য পাশে স্বাভাবিক উচ্চতার সোফা রাখা যেতে পারে। সামনে সেন্টার টেবিল দিয়ে অংশটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে সাজাতে পারেন। দুই অংশের সোফার কুশন ও আনুষঙ্গিক জিনিস একই রঙের না রেখে একই রঙের ধারায় রাখুন। তাহলে দেখতে আলাদা মনে হলেও বেমানান লাগবে না। বসার ঘরের অনেকটা জায়গাই দখল করে নেয় সোফা। ফলে ঘরটাকে আর অন্য কোনো কাজে ব্যবহারের উপায় থাকে না। এ সমস্যা এড়াতে বসার ঘরে নিয়ে আসতে পারেন নানা কাজের স্মার্ট সোফা। অতিথি আপ্যায়নের পাশাপাশি এসব সোফা কখনো শোবার জায়গা, আবার কখনো চাপানের জায়গা হিসেবে কাজ করবে। ঘরটি একটু বড় হলে দেয়ালজুড়ে একটা বইয়ের তাক বানাতে পারেন। তাহলে টিভি দেখার পাশাপাশি এটি হয়ে উঠবে অবসরে বইপড়ার চমৎকার জায়গা। ঘরে ছোট সদস্য থাকলে একটি কোনা তার জন্য রাখতে পারেন। ছোট আকারে তৈরি করুন একটি খেলাঘর, সেখানে রাখুন পুতুল, গাড়ি, ছোট একটি টেবিল, ছবি আঁকার সরঞ্জাম ইত্যাদি। পেইন্টিং, প্রাকৃতিক দৃশ্য বা ফুলেল ফ্রেম দিয়ে সাজাতে পারেন দেয়াল। থাকতে পারে বাংলার চিত্রশিল্প, দেশি লেখা বা চিত্রসমৃদ্ধ কোনো শিল্পকর্ম। নকশিকাঁথা বা নকশিকাঁথা থেকে অনুপ্রাণিত কোনো শিল্পকর্ম লাগিয়েও এই ছোঁয়া আনতে পারেন। আপনার বাড়ির যেকোনো স্থানের পরিবেশকে বদলে দিতে পারে আলো। বসার ঘরটিকে সুন্দর দেখানোর জন্য একাধিক আলোর ব্যবস্থা করতে পারেন। থাকতে পারে পেন্ডেন্ট লাইট, ফ্লোর ল্যাম্প, টেবিল ল্যাম্প এবং ওয়াল স্কান্স।

একটুখানি সবুজও বদলে দিতে পারে পুরো বসার ঘরের আবহ। পাথোস, লাকি ব্যাম্বু ধরনের গাছগুলো খুব কম যত্নে বেড়ে ওঠে। ঈদের আগে কিছু তাজা ফুল ফুলদানিতে সাজিয়ে যোগ করতে পারেন বাড়তি স্নিগ্ধতা। যে জিনিস দিয়েই সাজানো হোক না কেন, পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখলেই দেখতে ভালো লাগবে।

‘সীমানাপ্রাচীর’ তৈরি করছে উত্তর কোরিয়া প্রতিবেশী বৈরী দেশ

পিয়ংইয়ং, ২১ জুনঃ উত্তর কোরিয়া প্রতিবেশী বৈরী দেশ দক্ষিণ কোরিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকায় ভবনের অংশবিশেষ তৈরি করছে, যা আসলে ‘সীমানাপ্রাচীর’ বলে দৃশ্যমাণ হয়েছে। সম্প্রতি স্যাটেলাইটে ধারণ করা কিছু আলোকচিত্র বিশ্লেষণ করে এমনটাই মনে হয়েছে। একটি বিশেষজ্ঞ দল আলোকচিত্রগুলো বিশ্লেষণ করে দেখেছে। বিশ্লেষণে আরও দেখা যায়, দুই দেশের মধ্যবর্তী বেসামরিক অঞ্চলের (ডিএমজেড) নিজের অংশ পরিষ্কার করেছে উত্তর কোরিয়া। এতে করে দুই দেশের দীর্ঘদিনের যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘিত হতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। ডিএমজেড হলো উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার সীমান্ত অঞ্চলে চার কিলোমিটার প্রশস্ত একটি বেসামরিক অঞ্চল। অঞ্চলটি দুই ভাগে বিভক্ত। যার যার ভাগের অংশ সে সে দেশ নিয়ন্ত্রণ করে। ১৯৫৩ সালে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া অস্ত্রবিরতিতে সম্মত হয়। অস্ত্রবিরতিতে সম্মত হলেও দেশ দুটি এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো শান্তি চুক্তি করেনি। তাই কৌশলগতভাবে দেশ দুটির মধ্যে এখনো যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে। পিয়ংইয়ং ও সিউলের মধ্যে সম্প্রতি উত্তেজনা বেড়েছে। এমন একটা সময়ে সীমান্ত অঞ্চলে প্রাচীর তৈরির মতো কর্মকাণ্ডকে ‘অস্বাভাবিক’ বলে মন্তব্য করেছেন বিশেষজ্ঞরা। সাংবাদিক বলেন, ‘উত্তর কোরিয়া যা করছে, তাতে আমাদের মনে হচ্ছে, দেশটি সীমান্তে সামরিক উপস্থিতি শক্তিশালী করার চেষ্টা করছে।’ বিশ্লেষণ করে দেখা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন স্যাটেলাইট আলোকচিত্রগুলো একটি প্রকল্পের অংশ। সাত কিলোমিটার দীর্ঘ উত্তর কোরিয়া সীমান্তের একটি অংশে কী পরিবর্তন ঘটছে, সেটা বুঝতে পারাই প্রকল্পটির উদ্দেশ্য। স্যাটেলাইট আলোকচিত্রগুলোতে দেখা যায়, ডিএমজেড অংশের নিকটবর্তী অন্তত তিনটি অংশে প্রাচীর তৈরি করা হয়েছে। প্রাচীর তিনটি করা হয়েছে সীমান্তের পূর্ব দিকের শেষের দিকের প্রায় এক কিলোমিটার অংশজুড়ে। এসব প্রাচীর কবে তৈরি করা হয়েছে, তার সুনির্দিষ্ট তারিখ নিশ্চিত হওয়া যায়নি। কারণ, ওই অঞ্চলে আগে যেসব স্যাটেলাইট ছিল, সেগুলো উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ছিল না। তবে এটা নিশ্চিত যে ২০২৩ সালের নভেম্বরে যেসব আলোকচিত্র ধারণ করা হয়েছিল, তাতে এসব অবকাঠামো দেখা যায়নি।

সিউলের আসান ইনস্টিটিউট ফর পলিসি স্টাডিজের সামরিক ও প্রতিরক্ষাবিশেষজ্ঞ ড. ইউকে ইয়াং বলেন, ‘আমার ব্যক্তিগত মত হলো, দুই দেশকে আলাদা করার জন্য এবারই প্রথমবারের মতো একটি প্রাচীর তৈরি করা হয়েছে। ১৯৯০এর দশকে উত্তর কোরিয়া সীমান্তে ট্যাংকরোধী প্রাচীর তৈরি করেছিল। কোনো সময় যুদ্ধ শুরু হলে (দক্ষিণ কোরিয়ার) ট্যাংকের গতি রোধ করতেই তা তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু উত্তর কোরিয়া সম্প্রতি দু-তিন মিটার উচ্চতার যেসব প্রাচীর তৈরি করছে, সেগুলো ট্যাংকরোধী কোনো প্রাচীন নয়। প্রাচীরগুলোর গঠন দেখে মনে হচ্ছে, শুধু ট্যাংকের অগ্রযাত্রা ঠেকানো নয় বরং ওই অঞ্চলকে আলাদা করাই এসব প্রাচীর তৈরির উদ্দেশ্য।’

দীঘায় প্রাক বর্ষার আনন্দে মেতেছে পর্যটকরা

দীঘা, ২১ জুন ঃ দীঘা উপকূলে প্রাক বর্ষা শুরু! গাড়োয়াল টপকে রাস্তায় আসছে ঢেউ। আনন্দে মেতেছে দীঘায় আগত পর্যটকরা। একদিকে আজ যোগ দিবস অন্যদিকে প্রাগ বর্ষার শুরুতে দীঘায় প্রচুর পরিমাণে পর্যটকের ভিড়। দীর্ঘ দহন জ্বালা মিটিয়ে অবশেষে শান্তির বৃষ্টি দক্ষিণ বঙ্গ জুড়ে। উপকূলবর্তী সমুদ্র সৈকত দীঘা, মান্দারমনি ,তাজপুর শংকরপুরে গত বৃহস্পতিবার থেকেই শুরু হয়েছে প্রাক বর্ষা। শুক্রবার সকাল থেকেই ঝিরঝিরে বৃষ্টি উত্তাল রয়েছে সমুদ্র। দীঘায় আগত পর্যটকরা একদিকে গরম থেকে যেমন স্বস্তি পেয়েছেন সেইভাবে উত্তাল সমুদ্রকে দেখে তারাও খুশি। সমুদ্রের এমন রূপ দেখে খুশি পর্যটকরা। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী এদিন সারাদিন চলবে বৃষ্টি। উত্তরবঙ্গে প্রবল বৃষ্টিপাত হলেও দক্ষিণবঙ্গ দীর্ঘদিন ধরেই গরমে দহন জ্বালা চলছিল। অবশেষে সেই গরম থেকে স্বস্তি মিলেছে। সমুদ্র উত্তল থাকার দরুন সমুদ্র স্নানে সকালে বাধা থাকলেও পরবর্তী সময়ে আবহাওয়া উন্নতি হলে সমুদ্রস্নানে মেতে উঠবেন পর্যটকরা।

কলেজে স্নাতকধারী বিদেশি শিক্ষার্থীদের গ্রিন কার্ড দেওয়া হবে ঃ ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২১ জুনঃ যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি অর্জনধারী বিদেশি শিক্ষার্থীদের গ্রিন কার্ড দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও রিপাবলিকান দলের প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। সাধারণত অভিবাসন বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কঠোর হলেও এই ঘোষণা তাঁর সুর নরম হওয়ার লক্ষণ বলে ধারণা করা হচ্ছে। সম্প্রতি মার্কিন নাগরিককে বিয়ে করেছেন এমন প্রায় পাঁচ লাখ অবৈধ অভিবাসীকে নাগরিকত্ব দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এর পরই বৃহস্পতিবার ট্রাম্প অল-ইন পডকাস্টকে এমন কথা বললেন। ট্রাম্প বলেন, ‘আমি যা করতে চাই এবং আমি যা করব, তা হলো, আপনি একটি কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েটধারী হোন। আমি মনে করি, ডিপ্লোমা ডিগ্রি নিলে আপনি গ্রিন কার্ড পেতে সক্ষম হবেন এবং এ দেশে থেকেই করতে পারবেন। যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী আবাসন কার্ডই সাধারণত গ্রিন কার্ড নামে পরিচিত। আর এটি হলো দেশটির নাগরিকত্ব পাওয়ার একটি ধাপ। ট্রাম্প বলেন, কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি বা জুনিয়র কলেজ হিসেবে পরিচিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকেও কেউ দুই বছরের প্রোগ্রাম শেষ করতে পারলে তাঁরা গ্রিন কার্ড পাবেন। ডক্টরেট গ্র্যাজুয়েটধারীরাও এই কার্ড পাবেন। পডকাস্টে শুরুতে ট্রাম্পের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, তিনি ‘বিশ্বের সেরা এবং উদীয়মান শিক্ষার্থীদের যুক্তরাষ্ট্রে আনতে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেবেন কি না। জবাবে ট্রাম্প বলেছেন, ‘আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।’ প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘আমি এমন অনেকের কথা জানি, যাঁরা এখানকার নামকরা বা সাধারণ কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি নিয়েছেন এবং তাঁরা এখানে থাকতে মরিয়া কিন্তু পারছেন না।’ট্রাম্প বলেন, তাঁরা ভারতে ফিরে যাচ্ছেন, চীনে ফিরে যাচ্ছেন। তাঁরা সেখানে গিয়ে একই ধরনের কোম্পানি চালু করছেন এবং তাঁরা হাজারো জনবল নিয়োগ দিয়ে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে উঠছেন। আগামী নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট প্রার্থী আরও বলেন, মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলোতে করিৎকর্মা জনবল দরকার। কিন্তু তারা এখানকার কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোনো চুক্তিও করতে পারেন না। কারণ, তাঁরা মনে করেন না, তাঁরা এ দেশে থাকতে পারবেন। আর কাজটি প্রথম দিনেই (ট্রাম্পের ক্ষমতায় আসার প্রথম দিন) শেষ করা হবে।

২০১৭-২১ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট থাকাকালে ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকো সীমান্তে দেয়াল তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং বেশির ভাগ মুসলিম দেশের নাগরিকদের ওপর ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিলেন।

সমগ্র উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে পালিত আন্তর্জাতিক যোগ দিবস

মালিগাঁও, ২১ জুনঃ সুস্থতার জন্য এক বিশ্বব্যাপী উদযাপন হিসেবে ২১ জুন, ২০২৪ তারিখে সমগ্র উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস (আইডিওয়াই-২০২৪) পালন করা হয়। যোগের গুরুত্ব ও জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উপর এর প্রভাব সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয়ে, সবগুলি ডিভিশনে ও ওয়ার্কশপে যোগ অনুশীলন কর্মশালার আয়োজন করা হয়। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০২৪-এর থিম ছিল ‘‘নিজের এবং সমাজের জন্য যোগ। এই বিষয়টি যোগাভ্যাসের দ্বিগুন উপকার ব্যক্তিগত সুস্থতা বৃদ্ধি ও বৃহৎ পরিসরে সমাজের উন্নতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এই থিমটির দ্বারা স্বীকৃত যে অভ্যন্তরীণ শান্তি ও আত্ম-যত্ন হলো একটি সুখী ও সুস্থ অস্তিত্বের মূল ভিত্তি। উল্লেখযোগ্য, ২০২৪ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হলো এই দিবস পালনের ১০ম বর্ষপূর্তি। ‘‘নিজের এবং সমাজের জন্য যোগ থিমের সাথে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয়ের আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের কর্মসূচির আয়োজন করা হয় মালিগাঁওস্থিত রেলওয়ে ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব অন্যান্য বরিষ্ঠ আধিকারিকদের সঙ্গে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন। অনুষ্ঠানে রেলওয়ে আধিকারিকরা ও কর্মচারীরা নিজেদের পরিবারবর্গকে সঙ্গে নিয়ে আন্তরিকভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন ‘‘আসন প্রদর্শন করেন। হাজার হাজার রেলকর্মী ও তাঁদের পরিবারবর্গের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পাঁচটি ডিভিশনে আইডিওয়াই-২০২৪ পালন করা হয়। ২১ জুন হলো উত্তর গোলার্ধের সবচেয়ে দীর্ঘ দিন। এটি বিকাশ, বৃদ্ধি ও প্রাকৃতিক জগৎ ও নিজের সাথে সংযোগ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার প্রতীক। যোগের উপকার সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সোসিয়াল মিডিয়া ব্যবহার করা হয়েছে।

বালির নেতাজীনগর চাঁদমারি এলাকায় শীতলা মায়ের মন্দিরে চুরি

দুরন্ত বার্তা, বালি, ২১ জুন ঃ বৃহস্পতিবার গভীর রাতে হাওড়ায় বালির নেতাজীনগর চাঁদমারি এলাকায় স্থানীয় একটি শীতলা মায়ের মন্দিরে চুরির ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা জানান, সকালে যখন তাঁরা মায়ের মন্দিরে যান তখন দেখেন মায়ের গায়ে গয়না নেই। সিসিটিভি ক্যামেরাতে দেখা দেয় এক যুবক হাতে একটি লোহার রড নিয়ে রাতে ফাঁকা রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনুমান, ওই যুবকই মন্দিরের তালা না ভেঙে রড দিয়ে মাকে বেদী থেকে নীচে ফেলে মায়ের গয়না চুরি করে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে শুক্রবার সকালে ঘটনাস্থলে আসে নিশ্চিন্দা থানার পুলিশ। দুষ্কৃতীর খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। এই ঘটনার বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা আরতি কর্মকার বলেন, মন্দিরে জল দিতে এসে দেখি রড দিয়ে টেনে মায়ের দুটো হার এবং একটা কানের দুল নিয়ে চলে গেছে। ঠাকুর নামিয়ে নিচে ফেলে দিয়েছিল। অনুমান বাইরের কেউ এসে চুরি করে নিয়ে গিয়েছে।

শিবপুর থানার পুলিশের সাফল্য, চুরির ঘটনায় গ্রেফতার মহিলা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২১ জুনঃ শিবপুর থানার পুলিশের সাফল্য, চুরির ঘটনায় গ্রেফতার অভিযুক্ত মহিলা। উদ্ধার হয়েছে প্রায় কোটি টাকা মূল্যের প্রাচীন অষ্টধাতুর কালী মূর্তি। মধ্য হাওড়ার হালদারপাড়া লেনের এক বনেদি বাড়ি গত বুধবার রাতে ওই মূর্তিটি চুরি হয়েছিল। কয়েক দশক আগের ওই মূর্তির সেই সময় মূল্য ছিল প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা। ওজন ছিল সাড়ে তিন কেজি। শিবপুর থানা মূর্তি চুরির তদন্তে নেমে সিসি ক্যামেরার সাহায্য নিয়ে এক মহিলাকে সনাক্ত করেন। এরপর ব্যাঁটরার বৃন্দাবন মল্লিক লেনের কাছে তারাচাঁদ পোল্লে লেন থেকে ওই মহিলাকে আটক করা হয়। ধৃতের নাম সঞ্চিতা রায়। তাঁর কাছে থেকে প্রাচীন ওই মূর্তিটি উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ জানায়, চুরির তদন্তে নেমে সিসি ক্যামেরায় ওই মহিলাকে মূর্তি নিয়ে হেঁটে যেতে দেখা যায়। এরপর তাঁকে শিবপুরেরই কুণ্ডুল বাগান এলাকায় এক ফাস্ট ফুডের দোকানে দেখা যায়। পুলিশ ওই দোকান থেকে মহিলার তথ্য সংগ্রহ করে ব্যাঁটরা থানা এলাকা থেকে আটক করে। জানা গেছে, প্রাচীন এই দুষ্প্রাপ্য মূর্তিটি আর জি কর পরিবার কিনেছিল ১৯৬০ সালে। পরিবারের কর্তা নীরেন্দ্র নাথ কর বলেন, গত পরশুদিন বুধবার রাতে আমাদের বাড়ি থেকে একটি বহুমূল্যের কালী মূর্তি চুরি গিয়েছিল। মূর্তিটি অষ্টধাতুর তৈরি। শিবপুর থানা ২৪ ঘন্টার মধ্যে সেই মূর্তি উদ্ধার করে দিয়েছে। আমি সিসিটিভি ক্যামেরায় দেখলাম রাত ৯টা ২১ মিনিট থেকে ৯টা ২৪ মিনিটের মধ্যে একজন মহিলা ঘরে ঢুকলেন আবার বেরিয়ে গেলেন। এরপর থানায় অভিযোগ করা হয়। শিবপুর থানার আধিকারিকরা রাতেই বাড়িতে আসেন। ২৪ ঘন্টার মধ্যে খোয়া যাওয়া দুষ্প্রাপ্য মুর্তি উদ্ধার হাওয়ায় হাওড়া সিটি পুলিশকে ধন্যবাদ জানাই।

স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরে ভারতবাসী নিজেরা নিজেদের স্বার্থে আইন তৈরি করেছে ঃ অ্যাডভোকেট জেনারেল

আগরতলা, ২১ জুন ঃ ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ও ভারতীয় সাক্ষ্য আইন আগামী ১ জুলাই, ২০২৪ থেকে কার্যকর হতে চলেছে। এই আইনগুলি প্রণয়নের মাধ্যমে সাধারণ নাগরিকদের অধিকার আরও বলিষ্ঠ রূপে সুনিশ্চিত হবে। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরে ভারতবাসী নিজেরা নিজেদের স্বার্থে আইন তৈরি করেছে। শুক্রবার ত্রিপুরা জুডিশিয়াল একাডেমির অডিটোরিয়ামে সাংবাদিকদের জন্য এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে অ্যাডভোকেট জেনারেল সিদ্ধার্থ শংকর দে একথা বলেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন এই আইনগুলি দেশের প্রত্যেক নাগরিককে সুবিচার দিতে সক্ষম হবে। কর্মশালায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরা পুলিশের মহানির্দেশক (ইন্টিলিজেন্স) অনুরাগ এই তিনটি ফৌজদারি আইন, পুলিশি ব্যবস্থায় আইন প্রণয়ন, অভিযুক্তদের সাজা প্রদান, নির্দোষদের সুবিচার দিতে কীভাবে সহায়তা করবে এবং পূর্ববর্তী আইনগুলিতে কী কী ফাঁকফোকর ছিল তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। প্রসঙ্গত, ১ জুলাই, ২০২৪ থেকে বাতিল হয়ে যাবে ইন্ডিয়ান পেনাল কোড বা আইপিসি কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর বা সিআরপিসি এবং ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট। নব সংযোজিত এই ফৌজদারি আইনগুলি সম্পর্কে সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, আইন প্রণয়নকারী বিভিন্ন সংস্থা যাতে আইনগুলি সম্পর্কে আরও বেশি ওয়াকিবহাল হতে পারে তার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে।

পিআইবি আগরতলা দ্বারা আয়োজিত এই কর্মশালার আয়োজনে সহায়তায় ছিল ত্রিপুরা স্টেট লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটি, ত্রিপুরা জুডিশিয়াল অ্যাকাডেমি, ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ল কলেজ এবং ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি ত্রিপুরা।

শিশুরা দেশের ভবিষ্যৎ, তারা সুন্দরভাবে বড় হলে দেশের কল্যাণ হবে ঃ সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

আগরতলা, ২১ জুন ঃ শিশুরা দেশের ভবিষ্যৎ। তারা সুন্দরভাবে বড় হলে দেশের কল্যাণ হবে। এজন্য অভিভাবক, শিক্ষক, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা ও আশাকর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শুক্রবার আগরতলায় প্রজ্ঞাভবনের পকসো আইনের ৩৯ ধারা ও আদর্শ নির্দেশিকা নিয়ে রাজ্যভিত্তিক আলোচনাচক্রে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায় একথা বলেন। মন্ত্রী টিংকু রায় আরও বলেন, রাজ্যে অনাথ শিশুদের কল্যাণে রাজ্য সরকার ও শিশু কল্যাণ কমিটি কাজ করছে। জানান, বাল্য বিবাহ, শিশু শ্রম, শিশুদের উপর যৌন নির্যাতন প্রতিরোধে রাজ্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। রাজ্যের প্রায় ১০ হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ও ৫৬টি চা বাগান এলাকায় এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে শিশু কল্যাণ কমিটি ও চাইল্ড হেল্প লাইনকে আরও সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসতে হবে। আলোচনাচক্রে সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন, ২০১৮ সালে বর্তমান সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর শিশু কল্যাণে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তিনি জাতীয় শিশু সুরক্ষা অধিকার কমিশনের উদ্যোগে এবং ত্রিপুরা শিশু সুরক্ষা অধিকার কমিশনের ব্যবস্থাপনায় এই আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের এডভোকেট জেনারেল সিদ্ধার্থ শঙ্কর দে, জাতীয় শিশু সুরক্ষা অধিকার কমিশনের রিসোর্সপার্সন সোনাক্ষী রাধিকা ও ত্রিপুরা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা স্মিতা মল, ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা, ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের সদস্যা মনীষা সাহা প্রমুখ।

Name Change
I, ABDUL KARIM MOLLA S/o Abdul Chobhan Molla resident of vill. - Andulia, P.O. - Chouhata, P S. -Haroa , dist. - North 24 Parganas, W. B.- 743425 , have changed my name and shall henceforth be known as 'MD ABDUL KARIM' vide an affidavit before the Notary Public at Basirhat , North 24 Parganas on 20/06/2024. That ABDUL KARIM MOLLA and MD ABDUL KARIM both are same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) RIMA KARMAKAR S/o- SUBAM BISWAS, Residing at, Vill- Narayanpur, Post- Boalia, Ps- Santipur, Dist- Nadia, Pin- 741121, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from RIMA KARMAKAR To RIMA BISWAS (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) RIMA BISWAS in all purpose Vide an affidavit Sworn before the S.D.E.M at Ranaghat Nadia On 11 Jun 2024, RIMA BISWAS and RIMA KARMAKAR both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) AAKSHET ALI MANDAL S/o- MUNSUR, Residing at, Vill- Kanthalia, Post- Nandanpur, Ps- Karimpur, Dist- Nadia, Pin- 741165, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from AAKSHET ALI MANDAL To AFET ALI MANDAL (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) AFET ALI MANDAL in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, AFET ALI MANDAL and AAKSHET ALI MANDAL both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) AMIRUL ISLAM S/o- JANSOF SEKH, Residing at, Vill- Ujirpur, Post- Ujirpur, Ps- Nalhati, Dist- Birbhum, Pin- 731237, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from AMIRUL ISLAM To AMIRUL ISLAM SEKH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) AMIRUL ISLAM SEKH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, AMIRUL ISLAM SEKH and AMIRUL ISLAM both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) SK AZAD S/o- LATE OLMAN SEKH, Residing at, Vill- Satangapara, Post- Gangaprasad, Ps- Mothabari, Dist- Malda, Pin- 732207, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SK AZAD To AJAD SEKH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) AJAD SEKH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, AJAD SEKH and SK AZAD both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) MD NAUSAD HOSSAIN KHAN S/o- SURAJUDDIN KHAN, Residing at, Vill- 10,DR Biren majumdar lane, Post- Khagra, Ps- Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742103, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MD NAUSAD HOSSAIN KHAN To NAUSAD HOSSAIN KHAN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) NAUSAD HOSSAIN KHAN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, NAUSAD HOSSAIN KHAN and MD NAUSAD HOSSAIN KHAN both are Same and one identical person.

Name Change
I , Ranajit Biswas S/O- Debendranath Biswas, resident of Vill- Nilkuthi, P.O.- Sanchra, P.S.- Memari, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal-713102, have changed my name and shall henceforth be known as 'RANJIT BISWAS' vide an affidavit before the notary public at purba bardhaman on 10/06/2024. That Ranajit Biswas and Ranjit Biswas both are same and one identical person.

Name Change
I , Billkish Rehena @ Bilkis Rahena D/O- Atiyar Rahaman, resident of Vill- Jharul, P.O.- Mahata, P.S.- Bhatar, Dist- Purba Bardhaman,West Bengal-713128, have changed my name and shall henceforth be known as ‘BILKISH REHENA’ vide an affidavit before the notary public at purba bardhaman on 10/06/2024. That Billkish Rehena, Bilkis Rahena and Bilkish Rehena all are same and one identical person.

Name Change
I, Unnuchh Ali Mandal (Old Name) S/o Abdul Rahaman Mandal Residing at Barachupria,Hanskhali, Nadia, W.B- 741502 , India shall henceforth be known as Innuch Ali Mandal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 21-06-2024. Unnuchh Ali Mandal (Old Name) and Innuch Ali Mandal (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Malay Mondal (Old Name) S/o Late Nirapada Mondal Residing at Pirpur Haldipara, Hanskhali, Nadia, W.B- 741502 , India shall henceforth be known as Malai Mondal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 21-06-2024. Malay Mondal (Old Name) and Malai Mondal (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Suktara Halder W/o. – Nazrul Hasan Halder R/o. – Unsani Dakshin Para, P.O.- Andul- Mouri, District- Howrah, Pin-711302, West Bengal, India shall henceforth be known Shuktara Begam Halder. I declare that Shuktara Begam Halder and Suktara Halder is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 21-06-2024.

Name Change
I, Ramamoorthy Kumar Murthy S/o. – Ramamoorthy R/o. – 7/1C, Amiya Hazra Lane, New Market, P.O.-Park Street, Kolkata- 700016, West Bengal, India shall henceforth be known as Kumar Murthy. I declare that Kumar Murthy and Ramamoorthy Kumar Murthy is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 21-06-2024.

Name Change
I, Nazrul Halder S/o. – Shahajamal Halder R/o. – Unsani Dakshin Para, P.O.- Andul- Mouri, District- Howrah, Pin-711302, West Bengal, India shall henceforth be known as Nazrul Hasan Halder. I declare that Nazrul Hasan Halder and Nazrul Halder is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 21-06-2024.

বর্ষা আসতেই ফের ভাঙ্গন আতঙ্ক, ফুলহর নদী তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের আতঙ্কে কাটছে সময়, ভাঙ্গন নিয়ে অব্যাহত কেন্দ্র-রাজ্যে তরজা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২১ জুন ঃ বর্ষা এলেই আতঙ্ক বাড়ে তাদের। কারণ কথাতে আছে নদীর তীরে বাস ভাবনা বারো মাস। আতঙ্ক হওয়ারই কথা। কারণ তাদের বসতভিটে টুকু কোন সময় চলে যাবে নদী গর্ভে তা তারাও জানেন না। প্রত্যেকবারই মেলে প্রতিশ্রুতি। কিন্তু হয় না কোন কাজ। কেন্দ্র এবং রাজ্যের তরজায় অধরা থেকে যায় ভাঙ্গন সমস্যার সমাধান। উত্তরবঙ্গের ব্যাপক বৃষ্টিপাতের ফলে জল বাড়তে শুরু করেছে ফুলহর নদীতে। আর নদীর জল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নদীর দক্ষিণ দিকের অসংরক্ষিত এলাকায় শুরু হয়েছে ব্যাপক ভাঙ্গন। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নদীর অসংরক্ষিত অঞ্চলে থাকা রশিদপুর থেকে গোবরা হাট পর্যন্ত ব্যাপক ভাঙ্গন শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত থেকে নদীর জল বাড়তে শুরু করায় স্রোত বেড়ে গেছে। আর এই স্রোতের দাপটে নদীর পাড় ভাঙতে শুরু করেছে। আতঙ্কে নদীর দক্ষিণ পাশে থাকা অসংরক্ষিত অঞ্চলের রশিদপুর, ভাকুরিয়া মীরপাড়া, তাঁতী পাড়া সহ একাধিক গ্রামের বাসিন্দারা। রশিদপুরের অনেক কাছে চলে এসেছে নদী। ভাঙ্গনের প্রভাবে নদী তীরবর্তী প্রচুর জমির ক্রমে ফুলন নদীর গর্ভে মিশে যাচ্ছে। আগ্রাসী ফুলহর ক্রমে এগিয়ে আসছে রশিদপুর গ্রামের দিকে। আতঙ্কিত গ্রামবাসী। এদিন এলাকায় গিয়ে দেখা গেল নদীর তীরবর্তী পার এর জমি গুলিতে নদী ভাঙনের প্রভাবে ফাটল ধরে গেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ প্রতিবছর ফুলহর নদীর ভাঙ্গনের প্রভাবে রশিদপুর এলাকা ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। রশিদপুর গ্রামের অনেকটা অংশই ধীরে ধীরে নদীর গর্ভে চলে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেক কৃষকের জমিও নদীর তলায় চলে গেছে বলে তাদের দাবি। প্রশাসন এই ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে রশিদপুর গ্রাম জলের তলায় চলে যাবে। প্রসঙ্গত ফুলহর নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী অংশে ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রশিদপুর ভাকুরিয়া কাউয়াডোল মিরপাড়া, তাঁতীপাড়া সহ একাধিক গ্রাম রয়েছে। ফুলহর নদীতে জল বাড়লে বা কমলে ভাঙ্গন কিংবা প্লাবনে ক্ষতি-গ্রস্ত হয় এই এলাকাগুলি। প্রকৃতপক্ষে এগুলি হল নদীর অসংরক্ষিত এলাকা। এলাকার রশিদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মোঃ আকাশ উত্তরবঙ্গে বৃষ্টিপাতের জেরে আবার জানান, নদীর জল বাড়তেই আবার ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। গতকাল রাত থেকে ব্যাপক ভাঙ্গন হয়েছে। আর কিছুটা ভাঙ্গন হলেই আমার বাড়িও ফুলহারের তলায় চলে যাবে। পরিবার নিয়ে আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছি। জানি না সরকার আমাদের নিয়ে কি ভাবছে। স্থানীয় কৃষক ঋষি লাল যাদব জানান, জল বাড়লেও আমাদের ক্ষতি আবার জল কমে ভাঙ্গন হলেও কৃষি জমি ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমরা চাই আমাদের স্থায়ী পুনর্বাসনের দিকে নজর দিক সরকার। এই প্রসঙ্গে অগ্রগামী কৃষক সভার জেলা সভাপতি অজিত সাহা জানান ওই এলাকার দীর্ঘদিনের সমস্যা এই ভাঙ্গন। বীরেন্দ্র কুমার মৈত্র এলাকার বিধায়ক থাকার সময় নদী পাড়ের বাসিন্দাদের জন্য প্রচুর কাজ করে ছিলেন। কিন্তু বর্তমান সরকার এদের নিয়ে ভাবে না। আমরা চাই এদের পুনর্বাসন। তবে সেচ দপ্তরের বক্তব্য নদীর অসংরক্ষিত অঞ্চল দক্ষিণ পাড়ে প্রাকৃতিক নিয়মে ভাঙ্গন হবেই। এই প্রসঙ্গে এলাকার বিধায়ক রাজ্যের মন্ত্রী তজমুল হোসেন ওই এলাকার মানুষদের সমস্যা সমাধানের উদ্যোগী হবে বলে জানান। হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের বিডিও তাপস পাল জানান, নদীর জল বাড়ার পরেই আমি এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। সমস্যার সমাধানের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উত্তর মামলার সাংসদ খগেন মুর্মু আক্ষেপের সুরে বলেন, আমি ইতিমধ্যেই দিল্লিতে গঙ্গা এবং ফুলহর নদীর ভাঙ্গন সমস্ত স্থায়ী সমাধান নিয়ে কেন্দ্রীয় সেচ মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি। কিন্তু এই ব্যাপারে রাজ্যের কোন সদ উদ্যোগ দেখিনি। যেটা সত্যিই হতাশা জনক। মালদা জেলার ভাঙ্গন সমস্যা দীর্ঘ দিনের। একদিকে গঙ্গার ভাঙ্গন অন্যদিকে ফুলহরের। কিন্তু কোন সরকারই এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে পারে নি। ভাঙন কবলিত এলাকার মানুষদের দুর্দশাও দূর হয়নি।

লটারি কেটে কোটিপতি টোটো চালক

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২১ জুন ঃ পেশায় টোটো চালক সামিরুল হুসেন। সংসার চালাতে দিনরাত এনজেপি তে চালান টোটো। তবে হঠাৎ তার ইচ্ছে জাগে লটারি টিকিট কাটার। এরপরেই গত ১৪ জুন অর্থাৎ শুক্রবার সকালে সামিরুল হুসেন ১৫০ টাকা দিয়ে একটি লটারি টিকিট কাটেন। আর বিকেল হতেই জানতে পারেন প্রথম পুরস্কার এক কোটি জিতেছেন। এক লটারিতেই কোটিপতি হলেন টোটো চালক। মাত্র ১৫০ টাকার টিকিটেই বাজিমাত। জানা যায়, বিগত ৪০ বছর ধরে এনজেপি তে রেলের জায়গায় ঘর বানিয়ে বসবাস করেন এলাকার বাসিন্দা সমিরুল হুসেন। পরিবারে রয়েছে বাবা, মা, ভাই ও বোন। বাবা আবুল হুসেন রাজমিস্ত্রির কাজ করে কোনওরকমে সংসার চালাত। লটারি টাকা পেয়ে সামিরুলের ইচ্ছে এই টাকা দিয়ে তার ভাই এবং বোনের পড়াশোনা সহ বাড়ি তৈরি করবেন। লটারিতে ১ কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার মিলেছে। সেই খবর পেয়ে সটান লটারি নিয়ে নিউ জলপাইগুড়ি থানার দ্বারস্থ হয় যুবক। তবে এদিন ১ কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার পেয়ে খুশি সামিরুল সহ তার পরিবার।

মেট্রো রেলে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন

কলকাতা, ২১ জুন ঃ ২১.০৬.২০২৪ তারিখে মেট্রো রেলওয়েতে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করা হয়েছে। এবারের আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল নিজের ও সমাজের জন্য যোগ। শ্রী পি. উদয় কুমার রেড্ডি, জেনারেল ম্যানেজার, মেট্রো রেলওয়ে, সমস্ত প্রধান বিভাগীয় প্রধান, অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা এই উপলক্ষ্যে সকালে অফিসার্স ক্লাব, টালিগঞ্জে একটি যোগ সেশনে অংশ নিয়েছিলেন। শ্রী রেড্ডি সবাইকে ফিট এবং সুস্থ থাকার জন্য প্রতিদিন যোগ অনুশীলন করার পরামর্শ দিয়েছেন। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদ্‌যাপনের জন্য শুক্রবার সকালে পূর্ব-পশ্চিম মেট্রোর সেন্ট্রাল পার্ক ডিপোতে একটি যোগ সেশনও পরিচালিত হয়েছিল। রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স এবং মেট্রো রেলওয়ের কর্মকর্তা ও কর্মীরা এই সেশনে যোগ অনুশীলন করেন। নোয়াপাড়া কার ডিপো কমপ্লেক্সের কর্মকর্তা - কর্মচারীরাও যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালন করেন। তারা একটি সুস্থ জীবন বজায় রাখতে এবং একতার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য নোয়াপাড়া কারশেডে আয়োজিত আরেকটি যোগ সেশনে অংশ নিয়েছিলেন।

অনিল কুমার মিশ্র, জেনারেল ম্যানেজার, দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে, প্রিন্সিপাল এইচওডি এবং অন্যান্য সিনিয়র অফিসাররা ২১.০৬.২০২৪ তারিখে এসইআর হেডকোয়ার্টার গার্ডেন রিচ-এ আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে যোগ সেশনে যোগ দিচ্ছেন।

গর্ভবতী মা ও শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২১ জুন ঃ গর্ভবতী মা ও শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো। ফাঁসিদেওয়া হাসপাতালে বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে মৃতার নাম সন্ধ্যা সিংহ। জানা গেছে এদিন ওই গর্ভবতী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। কয়েকদিন পর তার প্রসব হওয়ার কথা ছিল। পরবর্তীতে তাকে ফাঁসিদেওয়া হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এদিকে এই ঘটনায় হাসপাতালে চিকিৎসার গাফিলতি তুলেছেন পরিবারের সদস্যরা। তাদের দাবি চিকিৎসকের গাফিলতি ছিল। সেই কারণেই ওই গর্ভবতীর মৃত্যু হয়েছে ঘটনায় পরিবারের নেমে এসেছে শোকের ছায়া। পরিবারের তরফে চিকিৎসকের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হবে বলে দাবি করেছেন শেফালি রায়। রাজেশ সিংহ জানান, চিকিৎসকের গাফিলতিতেই ঘটনাটি ঘটেছে। সুশীলা সিংহ বলেন, পরশুদিন হাসপাতাল থেকে কাশির ওষুধ দেওয়া হয়েছিল। এরপর সন্ধ্যার শরীর ফুলে যায়। এদিন মা ও শিশু দুজনের মৃত্যু হয়েছে। এই বিষয়ে জানতে ফাঁসিদেওয়া স্বাস্থ্য আধিকারিককে ফোন করা হলে তিনি ফোন তোলেননি।

হস্তিশাবকের মৃত্যুতে সরব বন্যপ্রাণী সংগঠন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২১ জুন ঃ গজলডোবা এলাকায় ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে এক হস্তিশাবকের। এই ঘটনার প্রতিবাদে সরব হল শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ির বিভিন্ন বন্যপ্রানী ও পশুপ্রেমী সংগঠন। বৃহস্পতিবার ডাম্পারের ধাক্কায় গুরুতর আহত হয় একটি হস্তিশাবক। খবর পেয়ে বনকর্মীরা পৌঁছে হস্তিশাবকটিকে উদ্ধার করে বেঙ্গল সাফারিতে নিয়ে যায়। গতকাল রাতেই মারা যায় হস্তি শাবকটি । এই ঘটনার প্রতিবাদে অভয়ারণ্যের মধ্যে থাকা প্রধান সড়ক গুলোতে ডাম্পারের চলাচল নিয়ে সরব হয় শিলিগুড়ি সহ জলপাইগুড়ির প্রায় দশটি বন্যপ্রানী সংগঠন। শুক্রবার শিলিগুড়ির জাবরাভিটায় উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভিকে স্মারকলিপি জমা দেন তারা। তাদের দাবি, মূলতঃ অভয়ারণ্য বা কোর ফরেস্টের মধ্যে দিয়ে যে সড়ক গুলো গেছে সেই রাস্তায় বেশকিছু সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। এই বিষয়ে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ সংস্থা স্ন্যাপ ফাইন্ডেশনের ডিরেক্টর কৌস্তভ চৌধুরী বলেন, গজলডোবায় ডাম্পারের ধাক্কায় হস্তিশাবকের মৃত্যু হয়েছে। এদিন স্মারকলিপি জমা দেওয়া হল। ডাম্পার চলাচল নিয়ন্ত্রন, ক্যামেরা বসানো, স্পীড ব্রেকার ব্যবহার সহ প্রয়োজনে কোর ফরেস্টের মধ্যে দিয়ে ডাম্পার চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করারও দাবি জানানো হয়েছে।

পার্টি অফিস দখলকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব গ্রেফতার ১০

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২১ জুন ঃ পার্টি অফিস দখলকে কেন্দ্র করে আবারো প্রকাশ্য গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব রায়নায়। ১০ জনকে গ্রেফতার করে শুক্রবার বর্ধমান জেলা আদালতে পাঠাল রায়না থানার পুলিশ। প্রকাশ্যে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি ও বিধায়ক গোষ্ঠীরদ্বন্দ্ব। রায়না ১ ব্লকের সেহারা অঞ্চলের মোগলমারী গ্রামে আবারও প্রকট রূপ নিল তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। মোগলমারি বাজারে অবস্থিত তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় কোন গোষ্ঠীর অধীনে থাকবে সেই নিয়ে বৃহস্পতিবার রাতে প্রবল ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে রায়না এক ব্লক তৃণমূলের সভাপতি বামদেব মন্ডল ও রায়না বিধানসভার বিধায়ক শম্পা ধারা গোষ্ঠীর লোকজন। জানা গেছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শম্পা ধারার গোষ্ঠীর লোকজন দলীয় কার্যালয়ে বসে নিজেদের মধ্যে খোঁজ মেজাজে গল্প করছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে ব্লক সভাপতি বামদেব মন্ডলের লোকজন মোগলমারি বাজারে দলীয় কার্যালয়টি দখল নিতে গেলে বাধা দেয় শম্পা ধারা গোষ্ঠীর লোকজন। তখনই শুরু হয়ে যায় ঝামেলা এবং তার পরই শুরু হয় দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে হাতাহাতি। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রায়না থানার অন্তর্গত সেহারাবাজার ফাঁড়ির পুলিশ এবং রায়না থানার ওসি সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করে পুলিশ। নামে র‍্যাফ সহ আধা সামরিক বাহিনী। বিভিন্নভাবে অভিযান চালিয়ে এলাকায় অশান্তি সৃষ্টি করার অপরাধে দুটি গোষ্ঠীর মোট ১০ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে শুক্রবার বর্ধমান আদালতে পাঠায় পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে বিধায়ক গোষ্ঠীর শেখ রহমত (৪২), সেখ ইনামুল (৪৮), সেখ সোমেদ আলি (৪৩),সেখ সারুপ উদ্দিন (২৬) ও সেখ নাসিম রাজ (২৪)। ধৃতদের মধ্যে ব্লক সভাপতি গোষ্ঠীর সেখ লিয়াকত আলী (২২), সেখ মাসুদ আলী (২৫), রহিম মন্ডল(৫১), সেখ মসরত আলী (৫৩) এবং শেখ নুরুল হোসেন (৩২)। উল্লেখ্য ব্লক সভাপতি ও বিধায়কের গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব এই প্রথম নয় এটি দীর্ঘদিনের তবে ক্রমাগত দুটি গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চূড়ান্ত আকার নিলেও উচ্চ নেতৃত্ব কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায় দুশ্চিন্তায় এলাকার তৃণমূল নেতা কর্মী সহ সাধারণ মানুষজন।

পুরুলিয়ায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা, পিকআপ ভ্যান উল্টে মৃত্যু চার যাত্রীর গুরুতর আহত আরও অন্তত আট

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ২১ জুন ঃ পুরুলিয়ায় পিকআপ ভ্যান উল্টে মৃত চার। আহত হয়েছেন অন্তত আট জন। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটে মফস্বল থানার অন্তর্গত ৩২ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর। জানা গেছে, জাতীয় সড়কের উপর আচমকাই পিকআপ ভ্যানটির চাকা ফেটে যায়। তাতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জাতীয় সড়কের উপর উল্টে যায় পিকআপ ভ্যানটি। কান্নায় ভেঙে পড়েছেন পরিবারের সদস্যরা। শুক্রবার সকালে পেশায় কয়েকজন ছাগল ব্যবসায়ী রামামতি ও চৈতনডিহ গ্রাম থেকে পিকআপ ভ্যানে যাচ্ছিলেন পুরুলিয়া। মফস্বল থানার আইমুন্ডি গ্রামের কাছে ঘটে দুর্ঘটনা। আচমকা ফেটে যায় পিকআপ ভ্যানের চাকা। স্বাভাবিকভাবেই গাড়িটি রাস্তায় উল্টে যায়। আহত হন অনেকে। তড়িঘড়ি স্থানীয়রাই উদ্ধারকাজে হাত লাগান। এদিকে ঘটনাস্থল থেকে একটু দূরে পুরুলিয়া মফস্বল থানার নাকা চেকিং চলছিল। সেখানে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরাও ছুটে যান। পুলিশের তরফে আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় পুরুলিয়া দেবেন মাহাতো গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। সেখানেই চারজনকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। মৃতদের নাম সুধীর গড়াই, পাটু গড়াই, অনাদি গড়াই ও দুঃখহরণ গড়াই। আহত আরও ৯ জন। তাঁদের মধ্যে ৩ জনের আশঙ্কাজনক হওয়ায় ঝাড়খণ্ডে পাঠানো হয়েছে। বাকিরা পুরুলিয়ায় চিকিৎসাধীন। জানা গেছে, মৃতরা সকলেই চৈতনডিহ গ্রামের বাসিন্দা। মূলতঃ ছাগল কেনাবেচাই তাঁদের পেশা। এই উপার্জনেই চলে সংসার।

রেল উচ্ছেদের প্রতিবাদে বন্ধ সবজি বাজার

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২১ জুন ঃ অমানবিক রেল উচ্ছেদের প্রতিবাদে শনিবার সবজি বাজার বন্ধের ডাক দিল সাধারণ ক্ষুদ্র ব্যাবসায়ীরা। শনিবার ফের উচ্ছেদের নোটিশ জারি করেছে পূর্ব রেলওয়ে প্রশাসন। তাতে বলা হয়েছে রেলওয়ের জায়গাই অবস্থিত দোকান পাট একুশে জুনের মধ্যে খালি করে দিতে হবে। নচেৎ বাইশে জুন রবিবার উচ্ছেদের ফলে মালামাল ক্ষয়ক্ষতির দায়ভার পূর্ব রেলওয়ে নেবে না। এর ফলে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসায় যুক্ত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা পড়েছেন আতান্তরে। তার প্রতিবাদে জোটবদ্ধ সাধারণ মানুষ ও ক্ষুদ্র ব্যাবসায়ীরা পথে নেমেছেন। পুনর্বাসন ছাড়াই অমানবিক রেলওয়ে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আগেও গণতান্ত্রিক পথে তারা আন্দোলনের মাধ্যমে এই ধরনের উচ্ছেদ আঁটকে দিয়েছে। আজ শনিবার রেলের উচ্ছেদের প্রতিবাদে রেলপাড় সবজি বাজার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রেখেছে এই আন্দোলনকারীরা। শনিবার সকাল দশটায় রেলের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে একটি ডেপুটেশন দেওয়া হবে, বলে সূত্রের খবর। শনিবার রেলপাড় রেলগেটের কাছে পেটের ভাতের লড়াইয়ে সামিল হবেন খেটে খাওয়া আপামর মানুষ, বলে জানান আফতাব হোসেন, সঞ্জয় শর্মা, সাহাজাদা হোসেনরা (কিনু)।

নিট ও নেট দুর্নীতি, শিলিগুড়ি কলেজের সামনে বিক্ষোভ তৃণমূল ছাত্র পরিষদ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২১ জুন ঃ নিট ও নেট নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে শিলিগুড়ি কলেজের সামনে বিক্ষোভ দেখালো তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। শুক্রবার দুপুর শিলিগুড়ি কলেজের এক নম্বর গেটের সামনে একত্রিত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তারা। তাদের অভিযোগ সম্প্রতি নিট এবং নেট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে তা টাকার বিনিময় করা হয়েছে এবং এতে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যত নষ্ট হচ্ছে এর বিরুদ্ধে যাতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় এমনই দাবি তুলে ধরা হয়। ছাত্রছাত্রীরা জানিয়েছে তাদের আন্দোলন বিভিন্ন জায়গাতে চলবে।

তৃণমূলের অফিস ভাঙচুর মাথাভাঙ্গায়

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২১ জুন ঃ তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় ভাঙচুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা মাথাভাঙ্গায়। তৃণমূলের অভিযোগ, মাথাভাঙ্গা ১ নং ব্লকের হাজরাহাট ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের কান্দুরামোড় এলাকায় গতকাল রাতে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে কিছু সমাজবিরোধী দুষ্কৃতী হামলা চালায়। এবং দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার সকাল থেকে হাজরাহাট থেকে মাথাভাঙ্গা দামি রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল কর্মীরা। একই সঙ্গে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে মিছিল করে তৃণমূল কর্মীরা।

PANCHLA GRAM PANCHAYAT
P.O.:Panchla, Dist: Howrah
NOTICE INVITING e-TENDER No. WB/HOWRAH/PANCHLA/UNTIED/ 2 nd INST./NIET-2023-24

For and on behalf of Pradhan Panchla Gram Panchayat, Panchla Howrah, invites sealed percentage rate tender for total 2(Two)Nos. different works. Last date of submission of tender(online) 01.07.2024 at 14.30 Hrs. Bid Opening on 03.07.2024 at 14:35 Hrs. For details visit website https://wbtender.gov.in

Sd/- Pradhan
Panchla Gram Panchayat

Office of the Pradhan
Polgustia Gram Panchayat under JBPur Development Block,
Dist:- Howrah

has invited E-Tender Notice. List of Tender Notice:- 1) **NIT NO:-004/ POL/E-TENDER/15TH CFC (Tied)/ 2024-25, Sl No:01 & SL 02, Dated:-21/06/2024, 2) NO:-005/POL/E-TENDER/15TH CFC(Tied)/2024-25 Sl No:-01 & SL -02, Dated:-21/06/2024**. Bid Submission date:- **22/06/2024 to 10:30 AM** and End of Bid submission:-**28/06/2024 at 12:00 PM**. Date of Opening of Technical Bid:- **01/07/2024 AT 11.00 AM** and The Details tender notice along with Tender Documents and others Forms is available at **http:// wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Polgustia Gram Panchayat
Howrah

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA :: PURULIA
TENDER NOTICE

Executive Officer, Para Panchayat Samity, District-Purulia invites Tender for the following items on:-

- NIT No.:- 02/EO/PPS of 2024-25 (Sl. No.-01 to 28)
- No. of Work:- 28 (Twenty eight) nos.
- Last Date of Application:- 28.06.2024 up to 16.00 hours.
- Date of issue of Tender paper:- 02.07.2024 at 11.00 hours. To 16.00 hours.
- Last date of dropping of Tender papers 05.07.2024 up to 14:00 hours in the Tender Box kept for the purpose at the office of the undersigned.
- Date of Opening of Tender 05.07.2024 after 14:00 hours.

For more details go to website: www.parablock.org and www.puruliazp.nic.in and also may contact to Para Panchayat Samity office on working days at office hours.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayet Samity

ডায়ানা টি কোম্পানি লিমিটেড

সিআইএনঃ এল১৫৪৯৫ডব্লুবি১৯১১পিএলসি০০২২৭৫
রেজি. অফিসঃ স্যার আরএনএম হাউজ (৪র্থ তল) ৩বি, লাল বাজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১
ফোনঃ (০৩৩) ২২৪৮-৮৬৭২, ৪০৬৬ ১৫৯০-৯৩, ফ্যাক্সঃ (০৩৩) ২২৪৮-৭৫৭১
ই-মেলঃ contractus@dianatea.in, ওয়েবসাইটঃ www.dianatea.in

শেয়ারহোল্ডারদের জন্য বিজ্ঞপ্তি

বিষয়ঃ ডায়ানা টি কোম্পানি লিমিটেড (কোম্পানি)-এ থাকা ইক্যুইটি শেয়ারগুলি 'বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিল কর্তৃপক্ষ-কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয়' (আইইপিএফ) এর ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর, যার লভ্যাংশ দাবি করা হয়নি বা গত সাত বছর ধরে অবৈতনিক।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ (অ্যাক্ট) এর ধারা ১২৪ এবং ১২৫ অনুচ্ছেদ অনুসারে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের নোটিশ দেওয়া হল যা বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিল কর্তৃপক্ষের (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার এবং রিফান্ড) বিধিগুলির সাথে পড়া হয়েছে, ২০১৬ (বিধি), বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিল কর্তৃপক্ষ (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার এবং রিফান্ড) সংশোধনী বিধিমালা, ২০১৭ (বিধি) দ্বারা সংশোধিত, কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার যা আর্থিক বছর ২০১৬-১৭-এ ঘোষণা করা হয়েছিল, যা টানা সাত বছর বা তার বেশি সময় ধরে দাবিহীন বা অবৈতনিক রয়ে গেছে, কোম্পানির দ্বারা আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা প্রয়োজন।

কোম্পানি ইতিমধ্যেই প্রতিটি শেয়ারহোল্ডারকে স্বতন্ত্র নোটিশ পাঠিয়েছে যাদের শেয়ার তাদের সর্বশেষ উপলব্ধ ঠিকানায় নিয়মের অধীনে আইইপিএফ-এ স্থানান্তরিত হতে বাধ্য।

এই ধরনের শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণ সহ তাদের নাম, ফোলিও নম্বর বা ডিপি আইডি-ক্লায়েন্ট আইডি এবং স্থানান্তরের জন্য শেয়ারের সংখ্যা কোম্পানির ওয়েবসাইটেও পাওয়া যায় http://www.dianatea.in।

শেয়ারহোল্ডারদের রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)-মেসার্স-এর কাছে একটি আবেদন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। মহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড অবিলম্বে বকেয়া লভ্যাংশ দাবি করবে।

ইভেন্টে, **১০ ই সেপ্টেম্বর**, ২০২৪-এর মধ্যে এই ধরনের শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে কোনও যোগাযোগ পাওয়া না গেলে, কোম্পানিকে নিয়মের অধীনে বিজ্ঞাপিত পদ্ধতি অনুসরণ করে, আর কোনও বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শেয়ারগুলিকে আইইপিএফ-এ হস্তান্তর করতে বাধ্য করা হবে, যা নিম্নরূপঃ

- শারীরিক আকারে ধারণকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রেঃ আপনার নামে নতুন শেয়ার শংসাপত্র(গুলি) জারি করা হবে এবং প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার পরে আইইপিএফ-এর অনুকূলে স্থানান্তর করা হবে। সুতরাং, আপনার নামে নিবন্ধিত মূল শেয়ার সার্টিফিকেট (গুলি) বাতিল এবং অ-আলোচনাযোগ্য বলে গণ্য হবে।
- ডিম্যাট আকারে ধারণকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রেঃ কোম্পানি আইইপিএফ-এর অনুকূলে আপনার ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে থাকা শেয়ারগুলি হস্তান্তরের জন্য কর্পোরেট পদক্ষেপের মাধ্যমে ডিপোজিটরিকে অবহিত করবে।

শেয়ারহোল্ডাররা আরও খেয়াল করতে পারেন যে শেয়ার হস্তান্তর এবং আইইপিএফ-এ দাবি না করা লভ্যাংশের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডাররা ওয়েবসাইট www.iepf.gov.in-এ উপলব্ধ নির্ধারিত ফর্ম আইইপিএফ-৫-এ একটি অনলাইন আবেদন জমা দিয়ে আইইপিএফ থেকে একই দাবি করার অধিকারী এবং ফম আইইপিএফ-৫-এ গণনাকৃত প্রয়োজনীয় নথি সহ কোম্পানি এবং আরটিএ-তে সঠিকভাবে স্বাক্ষরিত এর একটি ফিজিক্যাল কপি পাঠানো। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে নিয়ম অনুসারে আইইপিএফ-এ স্থানান্তরিত অদাবীকৃত লভ্যাংশ এবং শেয়ারের ক্ষেত্রে কোম্পানির বিরুদ্ধে কোনও দাবি করা যাবে না।

যদি শেয়ারহোল্ডারদের বিষয়বস্তু এবং নিয়ম সম্পর্কে কোন প্রশ্ন থাকে, তাহলে তারা নিম্নলিখিত ঠিকানাগুলির যেকোন একটিতে যোগাযোগ করতে পারেনঃ

চিঠিপত্রের ঠিকানা	
সচিবালয় বিভাগ, ডায়ানা টি কোম্পানি লিমিটেড, ৩বি, লাল বাজার স্ট্রিট, স্যার আরএনএম হাউস (৪র্থ তল), কলকাতা-৭০০০০১ ফোনঃ (০৩৩) ৪০৬৬-১৫৯০/৯৩ ইমেলঃ contractus@dianatea.in ওয়েবসাইটঃ www.dianatea.in	মেসার্স মাহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০০১ ফোনঃ (০৩৩) ২২৪৩-৫০২৯, ২২৪৮-২২৪৮ ফ্যাক্সঃ (০৩৩) ২২৪৮৪৭৮৭ ই-মেইলঃ mdpldc@yahoo.com

বোর্ডের আদেশ দ্বারা
ডায়ানা টি কোম্পানি লিমিটেডের জন্য
স্বা/- **(নম্রতা সরফ)**
কোম্পানি সচিব ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
মেম্বারশিপ নং. এ৪০৮২৪

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২০ জুন, ২০২৪

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (S&D), KMC** invites tender online percentage wise rate in two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/DG(S_D)/BDPS/LS/01/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Manufacturing and fitting, fixing of M.S. Strainer No. 1 on the sump chamber with other allied works at LS-10 under BDPS.** Estimated Amount: **Rs. 3,42,850.00.** Earnest Money: **Rs. 7,000.00.** Period of Completion: **20 days.**

(2) NIT No. : KMC/DG(S_D)/BDPS/MM/08/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Replacement of 2 nos. mechanical seal and 3 nos. bearing and repairing and installation of SS-304 impeller shaft, diffuser of Submersible Pump Unit No.-A at MMPS under BDPS.** Estimated Amount: **Rate to be quoted.** Earnest Money: **Rs. 7,500.00.** Period of Completion: **15 days.**

(3) NIT No. : KMC/DG(S_D)/BDPS/LS/02/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Installation of dewatering pump on the bank of Boat Canal near Majherhat Bridge.** Estimated Amount: **Rate to be quoted.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **3 days.** Last date and time of submission of bid: **04.07.2024 at 12 noon [For Sl. No. 1 to 3].**

(4) NIT No. : KMC/GRBU/SO-4/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Manufacturing and fitting, fixing 2 nos. new strainer replacing the old damaged fixed strainer and ladders of screen chamber along with other allied works at Dhankheti Khal LS under GRBU.** Estimated Amount: **Rs. 3,89,336.00.** Earnest Money: **Rs. 7,800.00.** Period of Completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **05.07.2024 at 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **26.06.2024 at 5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 to 4].**

The **Dy. Chief Engineer (Electrical)/(S&D), KMC** invites tender online item wise rate in two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/DG(S_D)/BDPS/MM/04/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Repairing and installation of defective C.I. diffuser of 15 cusec capacity Pump Unit No.-D with allied works at MMPS under BDPS.** Estimated Amount: **Rate to be quoted.** Earnest Money: **Rs. 6,100.00.** Period of Completion: **20 days.**

(2) NIT No. : KMC/DG(S_D)/BDPS/MM/07/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Through repairing of dilapidated gear box, gear drum and other necessary components of semiautomatic lifting system at main incomer channel with allied works at MMPS under BDPS.** Estimated Amount: **Rate to be quoted.** Earnest Money: **Rs. 5,500.00.** Period of Completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **04.07.2024 at 12 noon [For Sl. No. 1 & 2].**

(3) NIT No. : KMC/GRBU/SO-7/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Repairing, servicing and overhauling the gate valve (750 mm dia) at delivery line of STP inside the pump house at Jinjira Bazar MPS under GRBU.** Estimated Amount: **Rate to be quoted.** Earnest Money: **Rs. 3,800.00.** Period of Completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **05.07.2024 at 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **26.06.2024 at 5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 to 3].**

The **Dy. Chief Engineer (Mechanical), Sewer Cleansing Wing under S&D Department, KMC** invites tender quotation two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/S_D/SCD(S)/2024-2025/03
Name of the Work: **Fitting and fixing of 12 mm dia MS wire rope with proper clamping for 06 set bucket machine under M.S.C.D. (South).** Estimated Amount: **Not Applicable.** Earnest Money: **Rs. 5,500.00.**

(2) NIT No. : KMC/S_D/SCD(S)/2024-2025/01
Name of the Work: **Manufacturing, supply of special type of bucket and nozzle (As per sample) for bucket machine and jet cum suction machine under M.S.C.D. (South).** Estimated Amount: **Not Applicable.** Earnest Money: **Rs. 2,000.00.**

(3) NIT No. : KMC/S_D/SCD(S)/2024-2025/02
Name of the Work: **Miscellaneous repairing with replacement of damaged spare parts of blow -vac machine (Engine) Bearing No. WB-03C-9706 under M.S.C.D. (South).** Estimated Amount: **Not Applicable.** Earnest Money: **Rs. 5,000.00.** Period of Completion: **7 days [For Sl. No. 1 to 3].** Last date and time of submission of bid: **04.07.2024 at 1.30 p.m. [For Sl. No. 1 to 3].** Bid opening date for technical proposal: **06.07.2024 at 2 p.m. [For Sl. No. 1 to 3].** The bid forms and other details are available on and from **25.06.2024 (9 a.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 to 3].**

The Executive Engineer (Civil/H.Q.), KMC invites online percentage rate tender in two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/011/2024-25, Dated - 20/06/2024
Name of the Work : **Prevention of water leakage through floors from toilets at KMC Co-operative Credit Society and Library at 1st floor of Hogg Building**. Estimated Amount (Including GST & LWC) : **Rs. 1,17,061.00**. Earnest money : **Rs. 2,400.00**. Peroid of completion : **10 days**.

(2) NIT No.: KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/012/2024-25, Dated - 20/06/2024
Name of the Work : **Repairing of ceiling at different floors with mending good damages at CMO Building**. Estimated Amount (Including GST & LWC) : **Rs. 2,71,934.00**. Earnest money : **Rs. 5,500.00**. Peroid of completion : **15 days**.

(3) NIT No.: KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/013/2024-25, Dated - 20/06/2024
Name of the Work : **Renovation work at basement for Smooth Functioning of Training Programme at IUM**. Estimated Amount (Including GST & LWC) : **Rs. 4,06,213.00**. Earnest money : **Rs. 8,200.00**. Peroid of completion : **14 days**.

(4) NIT No.: KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/014/2024-25, Dated - 20/06/2024
Name of the Work : **Making wooden xerox table, sofa, computer table and other related furniture at the chamber of MMIC (WBUES) at 1st floor of CMO Building**. Estimated Amount (Including GST & LWC) : **Rs. 1,42,768.00**. Earnest money : **Rs. 2,900.00**. Peroid of completion : **10 days.** Last date and time of submission of bid : **05.07.2024** at **11 a.m. [for Sl. No. 1 to 4].** The bid form and other details are available on and from : **25.06.2024** at **5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in [for Sl. No. 1 to 4]**.

The Dy. C.E. (SWM-II), KMC invites tender online item rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : SWM-II/HQ/04/2024-25
Tender Ref. No. : SWM-II/SSU/06/2024-25
Name of the Work : **Engagement of back Hoe Loader and Pneumatic Hammer for the Demolition of unauthorized construction in the KMC area as per requirement**. Estimated Amount : **Rs. 2,99,020.00**. Earnest money : **Rs. 6,000.00**. Peroid of completion : **180 days**.

(2) NIT No. : SWM-II/HQ/04/2024-25
Tender Ref. No. : SWM-II/SSU/08/2024-25
Name of the Work : **Engagement of One Hired LCV Truck for attending break-down Vehicle Service work for SSU Garage under SWM-II Department for 6 Months**. Estimated Amount : **Rs. 1,83,000.00**. Earnest money : **Rs. 3,700.00**. Peroid of completion : **183 days**.

(3) NIT No. : SWM-II/DIST-III/25/2023-24
Name of the Work : **Repairing and maintenance of Vehicles No. WB03C-9731 and 9738 (Tata 1613) Tipper Truck of Dist.III Garage**. Estimated Amount : **Rs. 1,54,423.00**. Earnest money : **Rs. 3,100.00**. Peroid of completion : **7 days**.

(4) NIT No. : SWM-II/POOL/16/2023-24
Name of the Work : **Supply & fitting fixing of Decorating items for New Electric Vehicles of Bearing No. WB02AV-0014, WB02AV-0015, WB02AV-0016, WB02AV-0017, WB02AV-0018 & WB02AV-0019 (Tata Nexon EV) under pool garage/SWM-II**. Estimated Amount : **Rs. 2,87,386.00**. Earnest money : **Rs. 5,800.00**. Peroid of completion : **10 days.** Last date and time of submission of bid : **01.07.2024** up to **1 p.m. [For Sl. No. 1 to 4].** Bid opening date and time for technical proposals : **03.07.2024 up to 1 p.m.** The bid form and other details are available on and from : **21.06.2024** at **5 p.m.** from the website **https:// etender.wb.nic.in** or **https://wbtenders.gov.in [for Sl. No. 1 to 4]**.

97/24-25

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৪

নিজে মিস করলেও গোল করালেন মেসি লিওর রেকর্ড ম্যাচে জয় আর্জেন্টিনার

২০২৪ কোপা আমেরিকা

আটলান্টা, ২১ জুনঃ ১৯৮৭ কোপা আমেরিকার প্রথম ম্যাচটি ছিল আর্জেন্টিনা-পেরু। সেবারের আসরে প্রথম গোলটি ছিল দিয়েগো মারাদোনার। এরপরের কয়েকটি কোপার আসরে আর্জেন্টিনা প্রথম ম্যাচ খেলার সুযোগ পায়নি। তবে ২০১১ কোপায় সেই সুযোগ পেলেও টুর্নামেন্টের প্রথম গোলটি করেছিল বলিভিয়া। মারাদোনার সেই গোলের ৩৭ বছর পর এবার কোপা আমেরিকায় প্রথম গোলের দেখা পেল আর্জেন্টিনা। যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায় আজ কানাডার বিপক্ষে কোপা আমেরিকার প্রথম ম্যাচে ২-০ গোলে জিতেছে আর্জেন্টিনা। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা শুভসূচনা করলেও একাধিক গোল মিস করেছে। মার্সিডিজ বেঞ্জ স্টেডিয়ামে প্রথমার্ধে আর্জেন্টিনাকে গোল করতে দেয়নি কোপায় অভিষিক্ত কানাডা। দুই দলই গোলশূন্য থেকে বিরতিতে যায়। বিরতির পর ম্যাচের ৪৯ মিনিটে থ্রো ইন থেকে বক্সের মধ্যে লিওনেল মেসির দারুণ এক পাস পান আর্জেন্টিনা মিডফিল্ডার অ্যালেক্সিস ম্যাক-অ্যালিস্টার। কানাডা গোলকিপার ম্যাক্সিম ক্রেপিয়াও তাঁকে বাধা দিতে আসার আগেই ডান প্রান্তে সুবিধাজনক অবস্থানে দাঁড়িয়ে থাকা স্ট্রাইকার হুলিয়ান আলভারেজকে পাস দেন ম্যাক-অ্যালিস্টার। ডান পায়ের শটে গোল করে আর্জেন্টিনার হয়ে টানা ১৩ ম্যাচের গোলখরা কাটান আলভারেজ। আর্জেন্টিনার দুটি গোলেই অবদান মেসির। ৮৮ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি এসেছে তাঁর সরাসরি পাস থেকে। মেসির থ্রু পাস থেকে বল ধরে গোল করেন আর্জেন্টিনার আরেক স্ট্রাইকার লাওতারো মার্তিনেজ। তবে দ্বিতীয়ার্ধে দুটি পরিস্কার গোলের সুযোগ নষ্ট করেছেন মেসি। প্রায় ৭১ হাজার দর্শকের সামনে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা এই ম্যাচে চার থেকে পাঁচটি গোল করতে পারত। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থানীয় দলের বিপক্ষে ৪৮তম কানাডা এই ম্যাচে ভুগবে, সেটা জানা কথাই। তবে কানাডার রক্ষণের প্রশংসা করতেই হয়। বিশেষ করে তাদের গোলকিপার ক্রেপিয়াও ও ডিফেন্ডার ডেরেক কর্নেলিয়াস

১৫ বারের কোপা চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে অসাধারণ খেলেছেন। আলভারেজ গোল করার পরের মিনিটেই আরেকটি গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন। বক্স থেকে তাঁর শট দারুণ দক্ষতায় রুখে দেন ক্রেপিয়াও। এই ম্যাচ দিয়ে কোপা আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ড (৩৫) গড়া মেসি ৫৭ মিনিটে কানাডার প্রতি আক্রমণ থেকে বল পেয়ে প্রায় শূন্য রক্ষণভাগ পেয়েও গোল করতে পারেননি। কর্নেলিয়াস এ যাত্রায় বাঁচিয়ে দেন কানাডাকে। ৬৬ মিনিটে একইভাবে কানাডার প্রতি-আক্রমণ থেকে বল পান মেসি। এবারের গোল মিসটি অবিশ্বাস্য। ফাঁকা মাঠে একাই বল টেনে কানাডার রক্ষণে ঢুকে পড়া মেসির সামনে ছিলেন শুধু গোলকিপার ক্রেপিয়াও। মেসির শট একবার সেভ করার পর বল ক্লিয়ার করতে পারেননি। ফিরতি বল মেসিই পেয়ে যান। এবার তাঁর সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ান কর্নেলিয়াস। অবিশ্বাস্যভাবে মেসি তাঁর গায়ে বল মেরে গোলের সুযোগ নষ্ট করেন। ৭৯ মিনিটেও মাঝমাঠে বল পেয়ে ফাঁকা চ্যানেল পেয়ে টান দেন মেসি। এবারও সামনে একা পড়ে যান ক্রেপিয়াও। মেসি চিপ করলেও বাঁ পোস্টের পাশ দিয়ে বল চলে যায়। ২০২১ কোপা ও ২০২২ বিশ্বকাপ জয়ের পর টানা তৃতীয় বড় শিরোপার খোঁজ করা আর্জেন্টিনা প্রথমার্ধেও গোলের সুযোগ পেয়েছে। ৪০ মিনিটে আনহেল দি মারিয়ার ক্রস থেকে ম্যাক-অ্যালিস্টারের হেড দারুণ দক্ষতায় রুখে দেন কানাডার গোলকিপার ক্রেপিয়াও। দুর্দান্ত এক ম্যাচই খেললেন তিনি। আগামী সোমবার ৩৭ বছর পূর্ণ করতে যাওয়া মেসিও প্রথমার্ধে গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন। তবে দ্বিতীয়ার্ধে পাওয়া সুযোগের তুলনায় সেসব কিছুই না। বয়সের ভার কি কোপায় সপ্তম আসর খেলতে নামা মেসির গোল করার ধার কিছুটা হলেও কমিয়েছে? সেই প্রশ্ন উঠতেই পারে। গোলের সুযোগ পেয়েছিল কানাডাও। জেসে মার্শের দলের হয়ে প্রথমার্ধে গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন আলফানসো ডেভিস ও লিয়াম মিলার। তাঁদের জোরালো শট রুখে দেন আর্জেন্টিনার গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। ৩০ মিনিটে তাওন বুকাননের শটও ঠেকান অ্যাস্টন ভিলার এই গোলকিপার। ২০২২ বিশ্বকাপ ফাইনালে খেলা আট খেলোয়াড়কে এ ম্যাচের একাদশে রেখেছিলেন আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি। আর্জেন্টিনার শুরুটা মন্থর হলেও শেষ পর্যন্ত জয়ে স্বস্তি পাওয়ার কথা স্কালোনির। ২০২১ কোপা আমেরিকা চিলির সঙ্গে ড্রয়ে শুরু করেছিল আর্জেন্টিনা। ২০২২ বিশ্বকাপে তো সৌদি আরবের কাছে হারে শুরু করতে হয়। শেষ পর্যন্ত দুটি টুর্নামেন্টেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল আর্জেন্টিনাই। এবার কোপায় শুভসূচনা পাওয়া আর্জেন্টিনা কী করে, সেটাই দেখার বিষয়।

বুমরাহকে কোনও কথা বলা হয় না

দলের ভেতরের কথা ফাঁস করলেন অক্ষর

বার্বাডোজ, ২১ জুনঃ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে জয়ের পর জসপ্রিত বুমরাহের প্রশংসা করেছেন অক্ষর প্যাটেল। বুমরাহকে বিশ্বমানের বোলার হিসেবে বর্ণনা করেছেন তিনি। সুপার এইটে নিজেদের প্রথম ম্যাচ আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে খেলেছিল ভারত। এই ম্যাচে বুমরাহ দারুণ বোলিং করেছেন। এর সুবাদে ভারতীয় দল একটি দুর্দান্ত জয় নথিভুক্ত করেছিল। জসপ্রীত বুমরাহ তার চার ওভারে মাত্র সাত রান দিয়ে তিন উইকেট নিয়েছিলেন। এটাই তার কেরিয়ারের সেরা বোলিং পারফরম্যান্স। অক্ষর প্যাটেলও অন্যান্য বোলারদের পারফরম্যান্সের প্রশংসা করেছেন। তবে জসপ্রীত বুমরাহকে বিশেষ কৃতিত্ব দিয়েছেন তিনি। বুমরাহের সাফল্যে টিম ইন্ডিয়ার বোলিং কোচ পরশ মামব্রের কী অবদান রয়েছে তাও জানিয়েছেন অক্ষর প্যাটেল। ম্যাচের পর সাংবাদিক সম্মেলনে অক্ষর প্যাটেল বলেন, ''আমাদের দলে মানসম্পন্ন বোলার রয়েছে। এর মধ্যেও জসপ্রীত বুমরাহ হলেন বিশ্বমানের বোলার।'' তিনি আরও বলেন, ''বুমরাহর ওপর বোলিং কোচ পরশ মামব্রের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। তিনি শুধু বুমরাহের সিদ্ধান্তের প্রশংসাই করেন না, বুমরাহকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেন যে তিনি কীভাবে তার কৌশল বাস্তবায়ন করবেন।'' তিনি বলেছিলেন যে, ''বুমরাহের বোলিং নিয়ে কেউ বেশি কথা বলে সেটা আমি মনে করি না। কী করা উচিত আর কী করা উচিত নয় তা ভালো করেই জানে বুমরাহ।'' অক্ষর প্যাটেল আরও বলেছেন যে, ''এমন পরিস্থিতিতে বোলিং কোচ তাকে খুব বেশি পরামর্শ দিয়ে বিভ্রান্ত করতে চান না। সে শুধু বলে তুমি ভালো খেলছ। আপনার মনে যত পরিকল্পনাই থাকুক না কেন, তা স্পষ্ট। আপনি আপনার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে থাকুন।'' এটি লক্ষণীয় যে সূর্যকুমার যাদবের অর্ধশতকের পরে, জসপ্রীত বুমরাহের কেরিয়ারের সেরা বোলিং দেখা যায়। এরফলে ভারত বৃহস্পতিবার আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইট পর্বের গ্রুপ ১ ম্যাচে আফগানিস্তানকে ৪৭ রানে পরাজিত করে। ভারতের দেওয়া ১৮২ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে বুমরাহ (সাত রানে তিন উইকেট), আর্শদীপ সিং (৩৬ রানে তিন উইকেট) এবং কুলদীপ যাদবের (৩২ রানে দুই উইকেট) দুর্দান্ত বোলিং করেন এবং আফগানিস্তানের দল ২০ ওভারে ১৩৪ রানে অল আউট হয়ে যায়। ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছিলেন সূর্যকুমার যাদব।

রবার্তো বাজ্জিওর বাড়িতে ডাকাতি

অ্যাটভিলা ভিসেন্ত, ২১ জুনঃ সেইসময় ইউরো কাপে ইতালি ও স্পেনের ম্যাচ চলছিল। খেলা দারুণ জমে উঠেছে। সেইসময় ইতালির কিংবদন্তি রবার্তো বাজ্জিওর বাড়িতে ডাকাতি। ইতালির অ্যাটভিলা ভিসেন্তে শহরে বাজ্জিওর অট্টালিকায় বসে খেলা দেখছিলেন ৫৭ বছরের মহাতারকা ও তাঁর স্ত্রী। সেইসময় সকলের অজান্তে প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা ধরে বাড়ির সব মূল্যবান জিনিস নিজেদের দখলে নেয়। বাজ্জিওদের যখন হুঁশ ফেরে দেখা যায়, সেইসময় ডাকাতরা বাড়ি ছেড়ে বেরতে যাবে। বাজ্জিও একাই পাঁচজন দুষ্কৃতিকে আটকাতে চেষ্টা করেন। ঠিক তখনই পিছন থেকে একজন বাজ্জিওকে মাথায় বন্দুকের বাঁট দিয়ে আঘাত করে।

কল্যাণ চৌবেকে কলকাতাতেই কেউ চেনে না স্টিম্যাচ

নয়াদিল্লি, ২১ জুনঃ ভারতীয় ফুটবল নিয়ে বোমা ফাটালেন ইগর স্টিম্যাচ। ভারতের এই বিদেশি কোচকে বরখাস্ত করেছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। তাঁকে মেয়াদের আগেই সরিয়ে দিয়েছেন দেশের ফুটবল কর্তারা। কাতারের বিরুদ্ধে ম্যাচে ১-২ গোলে হেরে যেতেই বিশ্বকাপের বাছাই পর্ব থেকে ছিটকে গিয়েছে ভারত। তার দায় এসে পড়েছে কোচ ইগরের ওপর। তাঁকে পত্রপাঠ ছাঁটাইয়ের চিঠি ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় বিরক্ত ইগর। তিনি শুক্রবার ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নিজের রাগ উগরে দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, ''ভারতের ফুটবল কর্তারা ফুটবলটাই কিছু বোঝেন না। তাঁরা শুধু জানেন ক্ষমতা দখল, কী করে চেয়ার রক্ষা করতে হয়!'' ইগর বিস্ফোরক কথাবার্তায় বলেছেন, ''ভারতের ফুটবল কর্তাদের জন্যই আমার গত ডিসেম্বরে হৃদরোগ হয়েছিল। আমাকে অস্ত্রোপচারও করাতে হয়। কিন্তু আমি কাউকে জানতে পর্যন্ত দিইনি।

কারণ জানলে ভারতীয় মিডিয়া এই ঘটনা নিয়ে খোঁজখবর শুরু করত, তাতে আরও বেকায়দায় পড়তেন কর্তারাই।'' ইগরের যাবতীয় রাগ গিয়ে পড়েছে ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবের ওপর। ভার্চুয়াল সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতীয় ফুটবলের বিদায়ী কোচ পরিস্কার বলেছেন, ''কল্যাণ চৌবে একজন রাজনৈতিক লোক। ওঁকে কলকাতাতেই কেউ চেনে না, ভারতেও জনপ্রিয় ব্যক্তি নন। এমন একজন ব্যক্তি, যিনি ক্ষমতাবানের ভান করেন, আদতে কোনও ক্ষমতাই নেই!'' ইগর একটি ঘটনার কথাও তুলে ধরেছেন। ক্রোয়েশিয়াজাত কোচের বক্তব্য, ''আমার গত পাঁচবছরে কোচিং জীবনে মাত্র দু'বার কল্যাণের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। একবার কলকাতায়, সেবার আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর পাঁচবার ঘড়ি দেখছিলেন, যেন কত কাজ রয়েছে। আমি যে একজন ভারতীয় দলের কোচ, যে কিনা বিশ্বকাপও খেলেছে দেশের হয়ে, সেই বোধটাও নেই মনে হয় ওঁর।'' ইগর আরও বলেছেন, ''আইএসএল কোনও টুর্নামেন্টই নয়। যে লিগে স্থানীয়দের উপেক্ষা করে অযোগ্য বিদেশিদের নিয়ে এসে খেলানো হয়, সেই লিগের কোনও গুরুত্ব নেই মানুষের কাছে। ফেডারেশন কর্তারা জানেন না আন্তর্জাতিক ক্যালেন্ডারের গুরুত্ব, তাঁরা শুধু জানেন ক্লাব ফুটবল থেকে মুনাফা অর্জন।'' ভারতীয় দলের এই বিদেশি কোচের ব্যাখ্যা, ''এই অযোগ্য ক্ষমতালোভী কর্তাদের জন্যই ভারতীয় ফুটবল বন্দিদশা কাটাচ্ছে। আমি জানি না ভারতীয় ফুটবলের আদৌ কোনও উন্নতি হবে কিনা।''

শামিকে বিয়ে করছে মেয়ে? খবর ছড়াতেই রেগে লাল সানিয়ার বাবা

হায়দরাবাদ, ২১ জুনঃ ক্রীড়াজীবনে অনেক সাফল্য পেয়েছেন দুজন। কিন্তু সানিয়া মির্জা এবং মহম্মদ শামির ব্যক্তিগত জীবনে শুধুই কাঁটা। একজন ভারতের টেনিস জগতের অন্যতম সেরা খেলোয়াড়, অন্যজন ভারতীয় ক্রিকেটের চ্যাম্পিয়ন বোলার। কিন্তু তাঁদের কারোরই বিয়ের সম্পর্ক টেকেনি। তবে এখন কি তাঁরা দুজনে একে অপরকে বিয়ে করছেন? এই জল্পনা ছড়িয়েছে বেশ কিছুদিন ধরে। মহম্মদ শামির বিরুদ্ধে অভিযোগের কোনও অন্ত রাখেননি স্ত্রী হাসিন জাহান। বর্তমানে তাঁদের ডিভোর্স মামলাও ঝুলে রয়েছে। এদিকে চলতি বছরের শুরুতেই শোয়েব মালিকের তৃতীয় বিয়ের খবর আসতেই শোনা গেছিল সানিয়া তাঁকে 'খুলা' দিয়েছেন। এখন সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে হঠাৎ চর্চা চলছে যে, সানিয়া এবং শামি একে অপরকে বিয়ে করছেন! বিষয়টির কথা কানে যেতেই রেগে লাল টেনিস তারকার পরিবার। সর্বভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সানিয়ার বাবা ইমরান মির্জা জানিয়েছেন, ''যে খবর ছড়িয়েছে তা একদম অসত্য এবং ভুল। বিয়ে করা তো দূর, সানিয়ার সঙ্গে শামির দেখা পর্যন্ত হয়নি কখনও।'' যারা এই খবর রটাচ্ছে তাঁদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি আর্জিও জানিয়েছেন, এমন ভুল খবর নিয়ে আলোচনা না বাড়াতে। ভারতীয় টেনিস তারকার সঙ্গে পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেট তারকার বিয়ে হয় ২০১০ সালের এপ্রিল মাসে। ২০১৮ সালের অক্টোবরে তাঁদের পুত্র ইজান মির্জা মালিকের জন্ম হয়। বর্তমানে তাঁর কাস্টডি রয়েছে সানিয়ার কাছেই। ছেলেকে ঘিরেই এখন তাঁর গোটা জগত। তবে টেনিস না খেললেও তার থেকে দূরে নন সানিয়া। ফ্রেঞ্চ ওপেন-এর এক্সপার্ট হিসেবে দেখা যায় তাঁকে। এখন প্রশ্ন হল 'খুলা' কী? তালাকের সঙ্গে খুলার খুব যে বিশেষ পার্থক্য আছে তা নয়। তালাক তখন হয় যখন একজন মুসলিম পুরুষ স্ত্রীর থেকে আলাদা হয়ে যেতে চান। আর খুলা তখন হয় যখন একজন মুসলিম মহিলা নিজে থেকে আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

ওয়ার্নারের হাফসেঞ্চুরি, কামিন্সের হ্যাটট্রিক বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে জয় অস্ট্রেলিয়ার

অ্যান্টিগা, ২১ জুনঃ টি-২০ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের পর সুপার এইটেও জয় দিয়ে শুরু করল অস্ট্রেলিয়া। স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডস স্টেডিয়ামে টস জিতে প্রথমে বাংলাদেশকে ব্যাটিংয়ে পাঠান অজি ক্যাপ্টেন। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচ হলেও, তা বেশ জমেছে। নেপথ্যে প্যাট কামিন্সের হ্যাটট্রিক, ডেভিড ওয়ার্নারের হাফসেঞ্চুরি। সেই সুবাদেই নাজমুল হোসেন শান্তর দলকে উড়িয়ে সুপার এইট সফর শুরু করল অস্ট্রেলিয়া। টস হেরে প্রথমে ব্যাটিং করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ১৪০ রান তোলে বাংলাদেশ। সর্বাধিক রান করেন ক্যাপ্টেন শান্ত (৪১)। তারপর বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বাধিক রান তৌহিদ হৃদয়ের (৪০)। শুরুটা বেশ নড়বড়ে করেছিল বাংলাদেশ। প্রথম ওভারেই ওপেনার তানজিদকে ফেরান স্টার্ক। শূন্যে ফেরেন তিনি। এরপর অবশ্য লিটন দাস ও শান্ত মিলে দলকে এগিয়ে নিয়ে যান। ইংনিসের মাঝপথে পৌঁছতে পৌঁছতে তিন উইকেট খুইয়ে ফেলে টাইগার্সরা। লিটনকে (১৬) ফেরান জাম্পা। এরপর রিশাদের (২) উইকেট তুলে নেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। ১৩তম ওভারে শান্তকে ফিরিয়ে বাংলাদেশকে বড় ধাক্কা দেন জাম্পা। ব্যাট হাতে আজ ব্যর্থ সাকিব। তিনি মাত্র ৮ রানে মাঠ ছাড়েন। স্টইনিস কট অ্যান্ড বোল্ড করেন সাকিবকে। এরপর ১৮তম ওভারে মাহমুদুল্লাহ এবং মেহেদি হাসানকে ফেরান কামিন্স। এরপর বাংলাদেশের ইনিংসের শেষ ওভারে তৌহিদের (৪০) উইকেট নিয়ে হ্যাটট্রিক পূরণ করেন কামিন্স। শেষ অবধি ১৩ রানে অপরাজিত থাকেন তাসকিন আহমেদ ও ৪ রানে নট আউট তানজিম। ৩টি উইকেট নেন কামিন্স, ২টি নেন জাম্পা আর একটি করে উইকেট পেয়েছেন স্টার্ক, স্টইনিস ও ম্যাক্সওয়েল। অজিদের কাছে টার্গেট ছিল ১৪১ রানের। কিন্তু বৃষ্টির কারণে টার্গেট কমে হয় ৭৩। ১১.২ ওভারে ২ উইকেটে ১০০ রান তুলে নেয় অজিরা। ডিএলএস মেথডে ২৮ রানে ম্যাচ জিতে নেয় অস্ট্রেলিয়া। ট্রাভিস হেড ও ডেভিড ওয়ার্নার দুই ওপেনার মিলে প্রথম উইকেটে তোলেন ৬৫ রান। রিশাদ সপ্তম ওভারে হেডকে (৩১) ফেরান। ক্যাপ্টেন মার্শ ১ রান করে ফেরেন। আর শেষ অবধি ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার ৫৩ রানে অপরাজিত থাকেন। আর ম্যাক্সি নট আউট ১৪ রানে। অজিদের হারাতে পারল না বাংলাদেশ। হ্যাটট্রিক করে এই ম্যাচের সেরার পুরস্কার পেয়েছেন কামিন্স।

আত্মঘাতী গোলে চ্যাম্পিয়ন ইতালিকে হারিয়ে শেষ ষোলোয় স্পেন

মোরাতা-ইয়ামাল-উইলিয়ামসদের ঝড়ের মুখে উড়ে যাওয়ার অবস্থা হলো ইতালির। আক্রমণের ঝাপটা সামলাতে গিয়ে পাল্টা আক্রমণে মাঝমাঠই তেমন পার হতে পারছিল না তারা। প্রথমার্ধে কোনোমতে জাল অক্ষত রাখতে পারলেও, বিরতির পর আর পারল না লুসিয়ানো স্পালেত্তির দল। গতবারের চ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের নকআউট পর্বে জায়গা করে নিল স্পেন।

ইউরো ২০২৪

গেলসেনকিরচেন, ২১ জুনঃ ইউরোর 'গ্রুপ অব ডেথে' নিজেদের প্রথম ম্যাচ জিতে আজ একে অপরের মুখোমুখি হয়েছিল স্পেন ও ইতালি। এ ম্যাচে জিতলেই নিশ্চিত শেষ ষোলো, এমন পরিস্থিতিতে স্পেনের সামনে অবশ্য পাত্তা পায়নি বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইতালি। ম্যাচটি স্পেন আত্মঘাতী গোলে ১-০ ব্যবধানে জিতলেও, এ ফল মোটেই সঠিক চিত্র তুলে ধরছে না। ম্যাচে স্পেনের গতিময় ও আক্রমণাত্মক ফুটবলের সামনে রীতিমতো কোণঠাসা হয়ে ছিল ইতালি। নিকো উইলিয়ামস, লামিনে ইয়ামাল, পেদ্রি এবং আলভারো মোরাতারা ম্যাচজুড়ে ছিলেন অনন্য। রক্ষণে দৃঢ়তা না দেখালে এবং গোলরক্ষক জিয়ানলুইজি দোন্নারুম্মা বারবার ত্রাতা না হলে এ ম্যাচে ইতালির হারের ব্যবধান আরও বড় হতে পারত। প্রথম ম্যাচে ২৩ সেকেন্ডে গোল খেয়ে পিছিয়ে পড়েছিল ইতালি, শালকের মাঠে আজ ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটেই গোল হজম করতে পারত তারা। তবে বক্সের ভেতর পেদ্রির হেড দারুণ দক্ষতায় বাইরে পাঠিয়ে দলকে উদ্ধার করেন দোন্নারুম্মা। গোল না পেলেও দ্রুত আরও কয়েকবার ইতালির রক্ষণে আক্রমণ চালায় স্পেন। বিশেষ করে বাঁ প্রান্তে নিকো উইলিয়ামস ছিলেন দারুণ গতিময় ও অপ্রতিরোধ্য। তাঁকে থামাতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছিল ইতালিকে। এর মধ্যে ১০ মিনিটের মাথায় গোলের কাছাকাছি গিয়ে হতাশ হয় ইতালি। একটু পর পাল্টা আক্রামণে দারুণ একটি সুযোগ মিস করেন উইলিয়ামস। আলভারো মোরাতার ক্রসে তাঁর হেড অল্পের জন্য পোস্টের বাইরে দিয়ে যায়। স্পেনের গতি ও প্রেসিংয়ের ঝড়ে শুরুতে সংগ্রাম করলেও, ধীরে ধীরে ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করে ইতালি। পাল্টা আক্রমণে কয়েকবার স্পেনের রক্ষণে হামলার চেষ্টা চালায় তারা। তবে গোলের কাছাকাছিও পৌঁছতে পারেনি ইতালিয়ান ফরোয়ার্ডরা। শুরুর ঝড়ের পর স্পেন মনোযোগ দেয় বলের দখল রেখে আক্রমণে

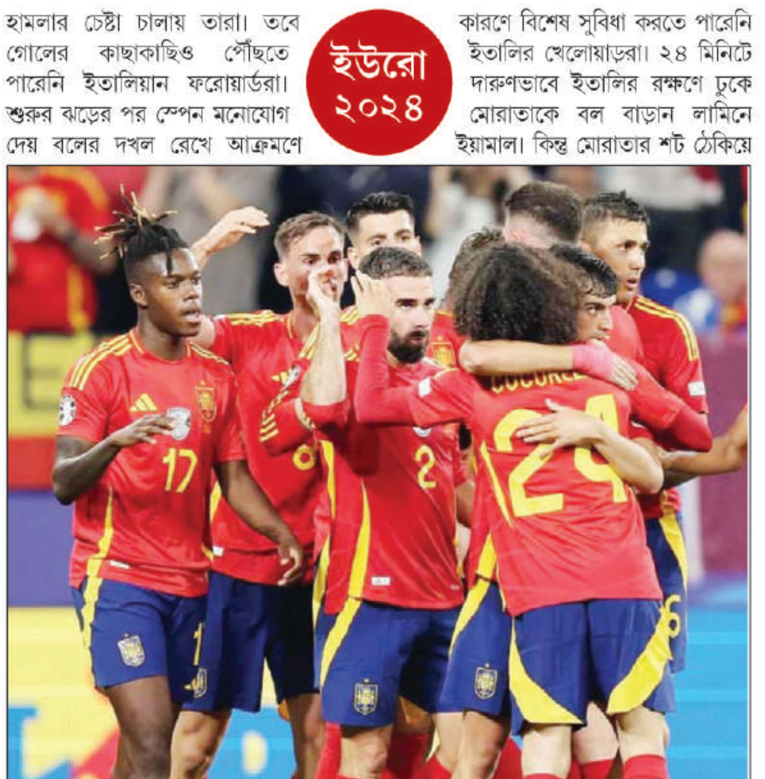

যাওয়ার দিকে। এ সময় বল পেতেও বেশ বেগ পেতে হচ্ছিল লুসিয়ানো স্পালেত্তির দলকে। এর মধ্যে আকস্মিকভাবে প্রতি-আক্রমণে গেলেও ভুল সিদ্ধান্ত ও ভুল পজিশনিংয়ের কারণে বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি ইতালির খেলোয়াড়রা। ২৪ মিনিটে দারুণভাবে ইতালির রক্ষণে ঢুকে মোরাতাকে বল বাড়ান লামিনে ইয়ামাল। কিন্তু মোরাতার শট ঠেকিয়ে দিয়ে দলকে বাঁচান দোন্নারুম্মা। একটু পর বক্সের বেশ বাইরে থেকে ফাবিয়ান রুইজের শট ফের অবিশ্বাস্য দক্ষতায় বাইরে পাঠান ইতালিয়ান গোলরক্ষক। প্রথমার্ধে লড়াইটা ছিল মূলত স্পেনের আক্রমণের সঙ্গে ইতালির রক্ষণের। বিশেষ করে ইতালির অধিনায়ক ও গোলরক্ষক দোন্নারুম্মা ছিলেন অনন্য। পোস্টের সামনে পিএসজির এ গোলরক্ষক দেয়াল তুলে না দাঁড়ালে এ অর্ধে অন্তত ৩-৪ গোল হজম করতে পারত বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। প্রথমার্ধে খেলা এতটাই একমুখী ছিল যে স্পেনের ৯ শটের বিপরীতে ইতালি শট নিতে পেরেছি মাত্র ১টি। আজ্জুরিদের সেই একমাত্র শটটিও পোস্টের আশপাশে ছিল না। বিরতির পরও অব্যাহত ছিল স্পেনের দাপুটে ফুটবল। ৫২ মিনিটে আবারও অল্পের জন্য গোলবঞ্চিত হয় স্পেন। বাঁ প্রান্ত দিয়ে আক্রমণে গিয়ে মার্ক কুকুরেয়া বল বাড়ান পেদ্রিকে। পোস্টের কাছাকাছি জায়গা থেকে পেদ্রির শট চলে যায় বাইরে দিয়ে। একটু পর বক্সের বাইরে থেকে পেদ্রির শট ঠেকান দোন্নারুম্মা। স্পেন না পারলেও স্প্যানিশ আক্রমণের চাপ সামলাতে না পেরে শেষ পর্যন্ত আত্মঘাতী গোল খেয়ে বসে ইতালি। মোরাতার ফ্লিক ইতালির সেন্টারব্যাক রিকার্ডো কালাফিওরির পায়ে লেগে জালে জড়ায়। গোল পেয়ে আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে আক্রমণে যায় স্পেন। একের পর এক আক্রমণে গিয়ে ইতালিয়ান রক্ষণকে কাঁপিয়ে দেয় পেদ্রি-মোরাতারা। তবে দোন্নারুম্মা, ইতালিয়ান রক্ষণ ও গোলপোস্টের কারণে দ্বিতীয় গোলটি পাওয়া হয়নি তাদের। ৭০ মিনিটে ম্যাচজুড়ে অবিশ্বাস্য ফুটবল খেলা উইলিয়ামসের বুলেট গতির শট ফিরে আসে বারে লেগে। শেষ দিকে দুই একবার অবশ্য সমতা ফেরানোর কাছাকাছি গিয়েছিল ইতালি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাওয়া হয়নি কাঙ্ক্ষিত গোলটি। মাঠ ছাড়তে হয়েছে হার নিয়েই। এখন শেষ ষোলোয় যাওয়ার লড়াইয়ে সোমবার রাতে শেষ ম্যাচে ক্রোয়েশিয়ার মুখোমুখি হবে ইতালি।

BENGAL INSTITUTE
OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT
(Approved by AICTE | Afiliated to MAKAUT-WB)
Sriniketan Bypass, Gopalnagar, Birbhum, WB-731236
www.bitm.org.in | director@bitm.org.in
APPLICATIONS ARE INVITED
PRINCIPAL
Minimum 15 Years in Industrial / Academic Experience
PROFESSORS / ASSOCIATE / ASSISTANT PROFESSORS
CSE | ECE | ME | EE | CE | ENGLISH | MBA | | BCA | HOSPITALITY & TOURISM
Salary & Qualification as per AICTE / UGC norms
Visiting / Adjunct Professors
Salary & Qualification as per AICTE / UGC norms for highly qualified & experienced candidates
Please send the application to the DIRECTOR along with Resume, Photocopy of testimonials, PAN Card, Aadhar Card and recent passport size photograph within 15 days to the above address or in email.
E-mail: director@bitm.org.in | 9007030104

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com